চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 235 Tuesday, 25 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৩৫ সংখ্যা ❋ ৮ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

লোকসভা ভোটের মুখে সুখবর চাকরিজীবীদের জন্য। সুদের হার বাড়ল প্রভিডেন্ট ফান্ডে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ০.০৫ শতাংশ সুদ বেশি মিলবে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শিলিগুড়ি এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পাঁচজন বাংলাদেশী মহিলা সমেত তিনজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বৃষ্টি থামছেই না মহারাষ্ট্রে। বরং বৃষ্টির দাপট একটু একটু করে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ফের ভারি বৃষ্টির সতর্কত জারী করল আইএমডি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

গ্রিসে ভক্তদের প্রশ্নে নাদালের সহজ স্বীকারোক্তি, ''আমার দৃষ্টিতে মেসি রোনাল্ডোর চেয়ে এগিয়ে। তবে আমি কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

'গণনায় কি ছেলেখেলা চলছিল?', বিডিওকে তিরস্কার হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ আবারও আদালতে তিরস্কারের মুখে বিডিও। বিডিওদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেও। আবারও সেই একই পরিস্থিতি। প্রার্থী ছাড়াই গণনা, পুনর্গণনায় অতিরিক্ত ব্যালট উঠে আসা নিয়ে প্রশ্ন আদালতের। ওখানে কি ছেলেখেলা চলছিল?, বিডিওকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পঞ্চায়েত ভোটের মামলায় এদিন আদালতে রিপোর্ট জমা দেন পুরুলিয়ার ঝালদা-১ ব্লকের বিডিও। পঞ্চায়েত প্রার্থী তৃণমূলের রাজেশ মণ্ডলের কাছে হেরে যান কংগ্রেস প্রার্থী তেজেন্দ্রনাথ মাহাতো। এরপরই একাধিক প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন কংগ্রেস প্রার্থী। মামলাকারীর বক্তব্য, প্রথমে

১৬২টা ব্যালট পেপার বাতিল হয়েছিল। ওখানে পুনর্গণনা হয়। সেই সময় ১৬২র বদলে ৩১৯টি ব্যালট পেপার বাতিল হয়। মামলাকারী অভিযোগ করেন, প্রার্থীর উপস্থিতি ছাড়াই গণনা করেছেন রিটার্নিং অফিসার। এরপরই আদালত জানতে চায় এটা কেন হল? একইসঙ্গে বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, হঠাৎ করে পুনর্গণনায় অতিরিক্ত ৩১৯ ব্যালটই বা কীভাবে বাতিল হল? বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ''এটা কি খেলা চলছিল? ছেলেখেলা নাকি? বিডিও চোখ বন্ধ রেখেছিলেন নাকি?'' একইসঙ্গে বিডিওকে প্রশ্ন করেন, নতুন করে গণনার সময় তিনি কোথা থেকে পেলেন? কার নির্দেশে তড়িঘড়ি এই পুনর্গণনা হল? আদালত সূত্রের খবর, বিডিওর বক্তব্য ছিল, কিছু একটা ভুল হয়ে থাকতে পারে প্রথমে। এরপরই বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ''বারবার ভুল হলে নির্বাচনের কী দরকার?'' এ নিয়ে কমিশনের কাছেও রিপোর্ট তলব করে আদালত। মামলাকারীর অভিযোগ, শুধু প্রার্থীর উপস্থিতি ছাড়াই গণনা নয়, সহকারী রিটার্নিং অফিসারও গণনাকেন্দ্রে ছিলেন না। সকালে পুনর্গণনার সময় দু'জন বাইরের লোককে নিয়ে গণনা শুরু করেন বিডিও। শুরুতে ১২৭টি ব্যালট বাতিল হয়। প্রিসাইডিং অফিসারের সই না থাকার জন্য তা বাতিল হয়। পরে তা বেড়ে ৩১৯ হয়। ফলে প্রথমে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হলেও পরে হেরে যান তিনি। এখানকার যাবতীয় ফুটেজ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে থাকবে। ৭ আগস্টের পর ফের এই মামলার শুনানি হবে।

ফেক ভিডিয়ো ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ মণিপুরের ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তীব্র নিন্দা করেছেন ঘটনার। নিন্দা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর এবার মণিপুরের ঘটনার কথা উঠে এল মমতার মন্ত্রিসভার বৈঠকেও। সূত্রের খবর, মণিপুরের ঘটনার কথা উল্লেখ করে সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যেও এই ধরনের ঘটনার অপপ্রচার চালানো হতে পারে বলে সন্দেহ মমতার। ফেক ভিডিয়ো ছড়িয়ে বাংলার পরিস্থিতি তপ্ত করার চেষ্টা হতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী সন্দেহ করছেন বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সেই কারণে তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে খবর। মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগস্ট মাসে আদিবাসী দিবস পালন করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস পালন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। আদিবাসী অধ্যুষিত জেলার উপর নানাভাবে সরকার এবার বাড়তি নজর দিতে চাইছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সতীর্থদের বলেন, ''আগস্ট মাসে আদিবাসী দিবস পালন করতে হবে। সবাই নিজের নিজের এলাকায় আদিবাসী দিবস পালন করবেন। সবাই নিজেদের জেলায় এবং অঞ্চলে এই আদিবাসী দিবস পালন করবেন। মনে

রাখবেন, আপনাদের মানবিক হতে হবে। প্রতিবেশীদের খোঁজখবর রাখতে হবে। আদিবাসী মানুষের অসুবিধা-সমস্যা থেকে শুরু করে অভিযোগ শুনতে হবে। আর তৎপরতার সঙ্গে তার সমাধান করতে হবে।'' উল্লেখ্য, মণিপুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বঙ্গ বিজেপি শিবিরও। কিন্তু একইসঙ্গে বাংলার পরিস্থিতিও যে খুব একটা সুখকর নয়, তা বোঝানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদাররা। দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন সুকান্ত। সেই সময়েই হাওড়ার পাঁচলায় এক বিজেপি প্রার্থীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। যদিও রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, ওই বিষয়ে একটি অভিযোগ পুলিশের কাছে এসেছিল। এফআইআরও হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করে তখনও পর্যন্ত এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ পায়নি, যা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে। শুধু পাঁচলার ঘটনাই নয়, মালদাতেও দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের একটি অভিযোগ উঠে এসেছে। সেই ঘটনা নিয়েও সুর চড়াতে শুরু করেছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির রং লাগানো উচিত নয়। মন্ত্রীর দাবি, বাজার থেকে চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে কিছু মহিলা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে বলেও জানিয়েছিলেন শশী পাঁজা।

উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে পুরস্কার প্রদান মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ মহানায়কের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। আপামর দেশবাসীকে কাঁদিয়ে এইদিনেই চলে গিয়েছিলেন উত্তম কুমার। তবু আজও পর্দায় তাঁর প্রতিটা ছবিই যেন একেবারে নতুনের মতো। প্রতি বছরের মতো এই বছরও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজন করেছে এই বিশেষ দিনটি। সেখানে মহানায়কের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তম কুমারের ছবিতে মাল্যদান করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারেও নিজের হাতে তুলে দেন বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মান। মহানায়কের মৃত্যবার্ষিকীতে রইল পুরস্কৃতদের তালিকা। এদিন বিশেষ চলচ্চিত্র সম্মান পেলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং হরনাথ চক্রবর্তী। টেলিভিশন থেকে সিনেমা সবক্ষেত্রেই অবাধ বিচরণ সোহিনীর। বর্তমানে ওটিটি-তেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স তাঁর। নাটক থেকে বড়পর্দার ব্যোমকেশ, ভক্তদের হার্টথ্রব অনির্বাণ ভট্টাচার্যও রয়েছেন বিশেষ পুরস্কারের তালিকায়। এরপর চার দশক ধরে বাংলা ছবির জগতকে যিনি একের পর এক চলচ্চিত্র উপহার দিয়ে এসেছেন, সেই হরনাথ চক্রবর্তী অবদানের কথা মাথায় রেখে পুরস্কৃত করা হল তাঁকে। প্রতি বছরের ন্যায় বিশেষ সম্মানের পাশাপাশি এবছরও ছিল মহানায়ক সম্মান। এবরের তালিকা আরও খানিক নজরকাড়া। অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। নাটের গুরু সিনেমার মাধ্যমে যাঁর পর্দায় আগমন। তাঁর হাতে উঠল এবারের মহানায়ক সম্মান। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। একের পর এক প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে মঞ্চ কাঁপান থেকে শুরু করে রিয়্যালিটি শো-এর বিচারক শ্রাবন্তীর পেলেন সম্মান। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। টেলিভিশন রিয়েলিটি শো-এর মাধ্যমে তাঁর পথচলা শুরু। এরপর সিনেমা। নির্বাচনের মঞ্চেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায় তাঁকে। এবার মহানায়ক সম্মানে সম্মানিত। মহানায়ক সম্মান এবার পেলেন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। যাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি কেল্লাফতে। কেরিয়ারের শুরু করেছিলেন তিনি এই ছবির মাধ্যমে। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতেও উঠল এবারের মহানায়ক সম্মান। চ্যালেঞ্জ থেকে ইন্দুবালা ভাতের হোটেল, নানা ভূমিকায় বারবার মানুষকে মুগ্ধ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এই বিশেষ দিনের স্মৃতিচারণা করে বলেন, ''সেই দিনটা কিছুটা ভুলতে পারি না। আমি আর আমার মা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। কয়েকজন তখন দেখলাম বলতে বলতে যাচ্ছেন প্রয়াত উত্তম কুমার। এতটাই কষ্ট পেয়েছিলাম ভাবতে পারবেন না। আমরা সবাইকে পুরস্কার দিয়েছি। যতজনকে পেরেছি এখনও এই সম্মান প্রদান করে চলেছি। কাউকে আমরা বাদ দিইনি। যাঁরা যোগ্য প্রত্যেককে এই সম্মান দেব।'' তবে মহানায়ক সম্মান উত্তম কুমারকে দেননি, তিনি নিজের যোগ্যতায় এই সম্মান অর্জন করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে আরও আকর্ষণ নচিকেতা, ইন্দ্রনীল সেন, বাবুল সুপ্রিয়, জোজো, লোপামুদ্রা, রূপঙ্কর, রাঘব, শ্রীরাধা চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমারের ছবির সেই নস্ট্যালজিক সমস্ত গান যা মঞ্চ মাতিয়ে তুলেছেন। **ছবি-সৌরভ দত্ত**

'বিনা বিচারে একবছর জোর করে আটকে রেখেছে'। পার্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ এক বছর ধরে সংশোধনাগারে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত বছর ২৩ জুলাই ইডির হাতে গ্রেফতার হন তিনি। এক বছর পার হল সোমবার। এতদিন দলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে শোনা যায়নি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। বরং দল তাঁর পাশে না দাঁড়ালেও তিনি দলের হয়েই 'ভাল ভাল' কথা বলে চলছিলেন। তবে সূত্রের খবর, বছর ঘুরলেও পার্থর জেল-জীবনে কোনও বদল না আসায় ধীরে ধীরে অন্য সুর চড়াচ্ছেন তিনি। সূত্রের দাবি, তিনি নাকি এমনও বলছেন, ''ভারতের আর একটা দল দেখাও, যাদের লোক অ্যারেস্ট হয়ে আছে আর তারা কিছু বলছে না।'' নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে এক বছর আগে গ্রেফতার হন পার্থ। তাঁর গ্রেফতারির পর দলের তরফে অবস্থান স্পষ্ট করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সমস্ত পদ থেকে পার্থকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে অভিষেক দলের সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যদি নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারেন, সসম্মানে দল তাঁকে ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যে একাধিকবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় আদালতে জানিয়েছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। বছর ঘুরলেও তাই এখনও তাঁর গ্রেফতারি মামলায় কোনও অগ্রগতি হয়নি। অথচ তাঁকে জামিনও দেওয়া হচ্ছে না। সূত্রের খবর, পার্থকে নাকি বলতে শোনা যায়, ''এক বছর হয়ে গেল আমি জেলের ভিতরে আছি। আর বেরোতে পারব কি না জানি না। আমার

জীবনের শেষ কিছুদিন এইভাবে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিচারের নামে প্রমাণ ছাড়া যা খুশি তাই বলছে। আর সবাই সেটাই সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না।' সোমবার আলিপুর আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তোলা হয়। সূত্রের খবর, সেখানেই ঘনিষ্ঠ মহলে পার্থ খেদ প্রকাশ করেন। দলের ভূমিকা নিয়ে হতাশা প্রকাশের পাশাপাশি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও বলেন বলে সূত্রের খবর। সূত্রের দাবি, পার্থ বলেন, ''মমতা, অভিষেকের কাছে আমার নিবেদন, ওঁরা বলছেন নির্দোষ প্রমাণ হতে হবে। আরে আমি তো বলছি আমি নির্দোষ। আর কীভাবে আমি প্রমাণ করব আমি নির্দোষ?'' এদিন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন একুশে জুলাই নিয়ে। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার পার্থকে প্রশ্ন করা হয়, একুশে জুলাই অনুষ্ঠানে তো আপনার নামই নেওয়া হয়নি। কী বলবেন? উত্তরে পার্থ বলেন, ''আমি খুশি হয়েছি। এত বড় মঞ্চ থেকে নাম নিলে বিপদই হত। কিন্তু যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁদের পরিবারকে একটা চাকরি দেওয়া উচিত ছিল। আমি আবেদন করছি।''

আরও ক'দিন রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার নির্দেশ কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ রাজ্যে আরও ১০ দিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আজ এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচরপতির ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য, মামলাকারী বিজেপির অভিযোগ ছিল, এখনও ভোট পরবর্তী হিংসা চলছে রাজ্যের বহু জায়গায়। এই আবহে আরও একমাস রাজ্যে রাখা হোক বাহিনী। এদিকে রাজ্যে আরও একমাস বাহিনী রাখা সম্ভব কিনা, তা কেন্দ্রের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল উচ্চ আদালত। জবাবে কেন্দ্র জানিয়েছিল, আরও ১০ দিন রাজ্যে বাহিনী রাখা যেতে পারে। কেন্দ্রের সেই জবাবের প্রেক্ষিতেই আজ হাই কোর্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, বাংলায় আরও ১০ দিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কোথাও কোনও অশান্তি হলে অবিলম্বে বাহিনী পাঠাতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটের জন্য রাজ্যে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু, তা সত্ত্বেও রক্ত ঝরেছে বাংলার মাটিতে। পঞ্চায়েতের বলি হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। শুধু নির্বাচনের দিনেই নয়, গণনার দিনেও বহু জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার পরেও ভোট পরবর্তী হিংসা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই আবহে রাজ্যে আরও ১ মাস কেন্দ্রীয়

বাহিনী রাখার আবেদন জানিয়ে মামলার আবেদন করেছিল বিজেপি। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই আজ শুনানি হয়। এর আগে পঞ্চায়েত ভোটের ফল প্রকাশের পর আরও ১০ দিনের জন্য বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। অবশ্য ভোটের ফল প্রকাশের পরেও রাজ্যের নানা প্রান্তে হিংসার ঘটনা ঘটে। এই আবহে বিরোধী দল বিজেপি অভিযোগ করে, কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে গেলে সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এই আবহে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে দাবি জানায়, আরও একমাসের জন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক। ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে শুনানি হয়। উচ্চ আদালত জানায়, ভোট গণনার ১০ দিনের পরও যদি রাজ্যে বাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়, তাহলে কেন্দ্রের মতামত নিতে হবে। কেন্দ্র উচ্চ আদালতকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে জানায়, রাজ্যে আরও দশ দিনের জন্য বাহিনী রাখতে পারে তারা। এই আবহে আগামী ১০ দিন রাজ্যে বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়ে দিল উচ্চ আদালত। শুধু তাই নয়, কোথাও অশান্তি হলে অবিলম্বে সেই স্থানে বাহিনীর জওয়ানদের পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে।

সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিল না বিজেপি, নওশাদ, উষ্মাপ্রকাশ করলেন স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ বাদল অধিবেশনের আগে প্রথামাফিক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে। তবে সেই বৈঠকে যোগ দিলেন না বিজেপি বিধায়কেরা। যোগ দিলেন না আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও। ফলে শুধুমাত্র শাসকদলের বিধায়কদের নিয়েই হল সর্বদলীয় বৈঠক। বিরোধীরা বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় উষ্মাপ্রকাশ করলেন স্পিকার। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। শাসকদলের পক্ষ থেকে সেখানে প্রতিনিধি বিধায়কেরা উপস্থিত ছিলেন। তবে অনুপস্থিত ছিলেন বিরোধী বিধায়কেরা। শাসকদলের বিধায়কেরা জানান, এর আগেও তাঁদের ডাকা হয়েছিল, কিন্তু, তাঁরা আসেননি। বিজেপি বিধায়কদের দাবি, বিধানসভার 'রীতি-নীতি' শাসকদল, বিরোধীদের যোগ্য সম্মানও দেওয়া হচ্ছে না। সেই কারণেই তাঁরা বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়কেরা। প্রথমে বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। পরে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সম্মতি দেওয়ায় মেলে

সবুজসঙ্কেত। গত শনিবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২৪ জুলাই অর্থাৎ সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বাদল অধিবেশন শুরু হবে। তার আগে বেলা ১১টা নাগাদ হবে সর্বদল বৈঠক। কিন্তু, এদিন সেই বৈঠকে যোগ দিলেন না কোনও বিজেপি বিধায়ক। একমাত্র আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও যোগ দেননি সর্বদলে। বৈঠকের পর নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় অধিবেশন। এর পরেই অধিবেশন মুলতবি করে দেন স্পিকার। পিএসি ঘিরে নানা সময়ে সংঘাতে জড়িয়েছে শাসক এবং বিরোধী শিবির। প্রথমে বিরোধ শুরু হয় মুকুল রায়কে নিয়ে। তিনি পিএসি-র চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলে আর এক বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হয়। রায়গঞ্জ থেকে বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষ্ণ। পরে তিনি যোগ দেন তৃণমূলে।

মণিপুর ইস্যুতে একজোট হয়ে বিক্ষোভ অধীর-বিকাশ-অভিষেক!

বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার ব্যর্থ অভিষেক

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃ মণিপুর ইস্যুতে এ দিন সকাল থেকেই দিল্লিতে সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। বেঙ্গালুরুতে গঠিত ইন্ডিয়া জোটের শরিক অধিকাংশ দলের সাংসদরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মণিপুর ইস্যুতে সংসদে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিবৃতি দিতে হবে, এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। এ দিনও মণিপুর ইস্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা এবং রাজ্যসভা। বিরোধীদের হইহট্টগোলে শেষ পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায় সংসদের দুই কক্ষই। এদিন সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও বলেন, ''মণিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে তো অন্য কোনও কিছুরই তুলনা চলে না।'' অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ''শুরু থেকে আমরা বলে আসছি যে প্রধানমন্ত্রী সংসদে এসে মণিপুর নিয়ে বিবৃতি দিন। মোদিজি সংসদের বাইরে কথা না বলে সংসদে এসে মণিপুর নিয়ে বক্তব রাখুন।'' এদিন সংসদের বাইরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মণিপুরে মহিলাদের বিবস্ত্র করে ঘোরানো ও ধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ''বাংলার সঙ্গে মণিপুরের তুলনা করা চলে না। আমাদের রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়নি। মণিপুরে তো ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'' এ দিন সকালে

দিল্লিতে সংসদ ভবনের চত্বরে দাঁড়িয়ে লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''মণিপুরে যা হচ্ছে, তা নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে অনুরোধ করছি সরকারকে। মণিপুরের যে দৃশ্যগুলি আমাদের সামনে উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও দুঃখজনক।'' কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে অভিযোগ তুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আপনারা ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করে সংসদ ভবন তৈরি করেছেন। আপনারা ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখেন, আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখেন। এই বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই বলেছিলেন যে ২০২২ সালের শেষের মধ্যে দেশে এমন একটিও পরিবার থাকবে না, যাদের মাথার উপরে পাকা ছাদ থাকবে না। আজ আমরা ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখনও পশ্চিমবঙ্গের ২০ লক্ষ মানুষের আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। ১৫০০ কোটি টাকা দিয়ে সংসদ ভবন তৈরি করেছেন, কিন্তু সেই সদনে আপনারা আলোচনাই চান না।'' তিনি আরও বলেন, ''মণিপুর থেকে নজর ঘোরানোর প্রচেষ্টা চলছে। রাজস্থান, ছত্তীসগঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ টানা হচ্ছে। আমি একটাই কথা বলব, পশ্চিমবঙ্গে তিন মাস ধরে ইন্টারনেট চলছে। তাই আপনাদের যদি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মণিপুরের পরিস্থিতি ভাল, তাহলে মণিপুরে ইন্টারনেট চালু করুন। সরকারকে কে বারণ করছে? ওখানে তো ডবল ইঞ্জিনের সরকার। বিরোধী দল শাসিত রাজ্যে ইন্টারনেট চলছে আর ডবল ইঞ্জিনের সরকারে ইন্টারনেট বন্ধ। এতেই প্রমাণিত হয় বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার কতটা ব্যর্থ।'' উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। কিন্তু ওই দিনই তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান থাকায় অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি অধিকাংশ সাংসদরাই।

ডিএ-র জন্য রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি যৌথ মঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ বেশ কয়েক মাস ধরে শহিদ মিনার চত্বরে আন্দোলন চলছে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা চেয়ে পথে বসেছেন বিভিন্ন দফতরের সরকারি কর্মীরা। মামলা-মোকদ্দমা, বৈঠকের পরও কোনও লাভ হয়নি। রাজ্য সরকার এখনও তাদের অবস্থানে অনড়। সরকারের ঘরে টাকা নেই, এই যুক্তিই বারবার দেখানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশে আন্দোলনকারীদের নিয়ে নবান্নে বৈঠক হলেও, তা ফলপ্রসূ হয়নি। এবার তাই আন্দোলনকে বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সরকারি কর্মীরা এবার কলকাতা ছাড়িয়ে তাঁদের স্বর পৌঁছে দিতে চাইছেন দিল্লিতে। চিঠি দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাক্ষা চাইলেন তাঁরা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে একাধিক কর্মসূচির কথা জানানো হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে। তীব্রতর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, সরকার বিষয়টাকে গুরুত্বই দিচ্ছে না।

ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ফেরি ডুবে মৃত্যু ১৫ জনের, খোঁজ নেই কমপক্ষে ১৯ জনের

জাকার্তা, ২৪ জুলাই ঃ ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ফেরি ডুবে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৫ জন। এছাড়াও খোঁজ নেই অন্ততপক্ষে ১৯ জনের। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, গত রবিবার মধ্যরাতে সুলাওয়েসি দ্বীপের কেন্ডারি শহরে মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটে। সোমবার ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থা জানিয়েছে, ডুবে যাওয়ার সময় ফেরিটিতে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ থাকা ১৯ জনের সন্ধান চলছে।৬ জন যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হাসপাতালে তাঁদের চিকিসা চলছে। কেন্ডারি শহরের অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান মুহাম্মাদ আরাফাহ এক বিবৃতিতে জানান, দু'টি দল উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। প্রথম দলটি দুর্ঘটনাস্থলের চারপাশে জলের নিচে নিখোঁজদের সন্ধান করছে। দ্বিতীয় দলটি রাবারবোট ও লংবোট ব্যবহার করে দুর্ঘটনাস্থলের চারপাশে জলের ওপরে অভিযান পরিচালনা করছে।

উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে ফ্যাক্টরিতে আগুন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির সময়পুর বাদলি (লিবাসপুর) এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশও।এই অগ্নিকাণ্ডে ৪ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, সোমবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, সময়পুর বাদলি (লিবাসপুর) এলাকার আম্বে গার্ডেনে অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগেছে।

আফগানিস্তানে বৃষ্টি ও বন্যায় মৃত ৩১ আহত ৭৪, খোঁজ নেই ৪১ জনের

কাবুল, ২৪ জুলাই ঃ আফগানিস্তানে বিগত ৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় কমপক্ষে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৭৪ এবং নিখোঁজ কমপক্ষে ৪১ জন। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানেও ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছেন ১৩ জন। আফগান জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের মুখপাত্র শফিউল্লাহ রহিমি জানিয়েছেন, রাজধানী কাবুল, ময়দান ওয়ার্দাক ও গজনী প্রদেশে বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা গিয়েছেন পশ্চিম কাবুলে ও ময়দান ওয়ার্দাকে। বন্যায় ভেসে গিয়েছে ২৫০-এর বেশী গৃহপালিত পশু।আফগান জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের মুখপাত্র শফিউল্লাহ রহিমি আরও জানিয়েছেন, বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে কমপক্ষে ৬০০টি ঘর-বাড়ি, পাশাপাশি শতাধিক একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোমবার আফগান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ৭২ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি ও বন্যায় ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৭৪ জন আহত হয়েছেন এবং নিখোঁজ কমপক্ষে ৪১ জন।

দাবানলের গ্রাসে গ্রিসের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অসংখ্য মানুষকে

এথেন্স, ২৪ জুলাই ঃ গ্রীসের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ দাবানলের গ্রাসে। বিগত ৬ দিন ধরে দাবানলের আগুন জ্বলতে থাকায় রোডস দ্বিপের ১৯ হাজারের মতো বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার মানুষকে স্থলপথে এবং ৩ হাজার বাসিন্দাকে সমুদ্রপথে সরানো হয়। দাবানলের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টের জন্য ৬ জনকে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে।গ্রীসের জলবায়ু পরিবর্তন ও অসামরিক সুরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচাতে এর আগে এত বেশি মানুষকে সরানো হয়নি। ভ্রমন সংস্থা টিইউআই এবং জেট ২ রোডস দ্বীপে তাদের উড়ান বাতিল করেছে। ওই দ্বীপ থেকে পর্যটকদের ফিরিয়ে আনতে পাঁচটি ফাকা বিমান নিয়ে যাবে জেট ২। যে সব পর্যটকদের সরিয়ে আনা হয়েছে, তারা ৯০ শতাংশই এসেছেন ইওরোপীয় দেশগুলি থেকে।

মণিপুর ইস্যুতে সংসদে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকার, ফের বললেন রাজনাথ বিরোধীরা চাইছে মোদীর বিবৃতি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ মণিপুর ইস্যুতে সংসদে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার, ফের বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, সংসদে আলোচনার জন্য আমরা প্রস্তুত। কিন্তু, বিরোধীরা চাইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি। অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি চেয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী সাংসদরা। সংসদের উভয়কক্ষে মণিপুর ইস্যুতে বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে, এই দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন, সংসদের উভয়কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চাইছে ইন্ডিয়া (I.N.D.I.A অর্থাৎ বিরোধীদের জোটের নাম)।কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন সংসদের বাইরে বলেন, আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত...১৪০ কোটি জনগণের নেতা যদি সংসদের বাইরে বক্তব্য রাখতে পারেন, তাহলে তাঁর উচিত সংসদে যেখানে জনপ্রতিনিধিরা বসেন সেখানেও বক্তব্য রাখা। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সংসদের অভ্যন্তরের একই দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় এদিন 'ইন্ডিয়া ফর মণিপুর' এবং 'মণিপুরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চাইছে ইন্ডিয়া' প্ল্যাকার্ড-সহ বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।একইরকম অবস্থা থাকে রাজ্যসভাতেও। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ। যখন সাংসদদের সম্বোধন করছিলেন, তখন বিরোধী সাংসদরা নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য আসন থেকে উঠে দাঁড়ান, তখন চেয়ারম্যান বলেন, মিস্টার ডেরেক ও'ব্রায়েন, দয়া করে আসনে বসুন, আপনি আসনকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এরপরই দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন।

জ্ঞানবাপী মামলাঃ২৬ জুলাই পর্যন্ত মসজিদে এএসআই সমীক্ষায় স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আগামী ২৬ জুলাই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই) কোনও সমীক্ষা করতে পারবে না। ২৬ জুলাই পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশও কার্যকর করা হবে না। এরই মধ্যে মসজিদ কমিটি এলাহাবাদ হাইকোর্টে যেতে পারবে।বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশ মতো সোমবার সকাল সাতটা থেকে জ্ঞানবাপী মসজিদে শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা জানতে 'স্রিঙ্গার গৌরি' মামলায় বারাণসী জেলা আদালত এএসআই-কে এই সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। এদিকে, এই সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষ। সোমবার সকাল ১১.১৫ মিনিটে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় মুসলিম পক্ষের আবেদনের শুনানি। জ্ঞানবাপী মসজিদে এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছেন, 'আপাতত সেখানে স্থিতাবস্থা থাকুক। ২৬ জুলাই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সমীক্ষা বন্ধ থাকবে। এমন কোনও পদ্ধতিতেও যাতে সমীক্ষা না চালানো হয় যাতে সেই কাঠামোর ক্ষতি হয়।' পরে শুনানি চলাকালীন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতকে বলেন, 'একটা ইটও তার জায়গায় থেকে সরানো হয়নি। এখন শুধু ছবি তুলে এবং মাপজোক করে সমীক্ষা চলবে।'সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ প্রসঙ্গে হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার বিষয়ে বারাণসী আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, যাতে আঞ্জুমকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের আইনি দল হাইকোর্টে পৌঁছেছে এবং আমরা এর বিরোধিতা করব। এএসআই-এর সমীক্ষার পরই বেরিয়ে আসবে জ্ঞানবাপীর সত্যতা। সুপ্রিম কোর্টের কোনও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেবে। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গে বারাণসীর জেলাশাসক বলেছেন, আমরা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে চলবে।অন্যদিকে উত্তর প্রদেশের বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)। বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশ মতো সোমবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে সমীক্ষার কাজ। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা জানতে 'স্রিঙ্গার গৌরি' মামলায় বারাণসী জেলা আদালত এএসআই-কে এই সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। এদিকে, এই সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে মুসলিম পক্ষ।ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা-র সর্বেক্ষণের কথা মাথায় রেখে জ্ঞানবাপী মসজিদের বাইরে ও ভিতরে ব্যাপক নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। সর্বত্র আঁটোসাঁটো রয়েছে নিরাপত্তা। আবার শ্রাবণ মাসের সোমবারের পুণ্যতিথিতে এদিন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমের কথা মাথায় রেখে ব্যাপক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সুধীর ত্রিপাঠি বলেছেন, সকাল সাতটা শুরু হয়েছে সমীক্ষার কাজ, কতক্ষণ চলবে তা বলা সম্ভব নয়। আবেদনকারী সোহন লাল আর্য বলেছেন, হিন্দু সম্প্রদায় ও কোটি কোটি হিন্দুদের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্ত... এই জ্ঞানবাপি সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হল সমীক্ষা।সোমবার সকাল থেকেই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বারাণসীর জেলাশাসক। সমীক্ষার কাজ চলার সময় মসজিদ চত্বরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। গত শুক্রবার বারাণসী জেলা আদালত এএসআই-কে জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে বিতর্কিত ওজুখানায় পাওয়া তথাকথিত ' এবং সন্নিহিত এলাকায় এখনই কোনও সমীক্ষা হবে না বলে জানিয়েছিল আদালত। আগামী ৪ আগস্টের মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

হইহট্টগোল রুখতে কঠোর হলেন জগদীপ ধনখড়, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ মণিপুরের ভাইরাল ভিডিও ইস্যুতে সংসদে শান্তি ফিরছেই না। সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করতে থাকেন বিরোধী জোটের সাংসদরা। বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিন বিরোধী জোটের সাংসদরা মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবি জানাতে থাকেন। বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন।পরে অধিবেশন শুরু হলেও একইরকম অবস্থা ছিল। হইহট্টগোল করতে থাকেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং ও অন্যান্য সাংসদরা। তখনই কঠোর পদক্ষেপ নেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করেছেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এরপর দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। সঞ্জয় সিংকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন বিরোধী সাংসদরা।

যমুনার জলস্তর ক্রমেই বাড়ছে দিল্লিতে ছুঁয়েছে ২০৬.৫৬ মিটার, ফের চিন্তায় দিল্লিবাসী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ রাজধানী দিল্লিতে যমুনার জলস্তর ক্রমেই বাড়ছে, দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর রবিবারই বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল। সোমবার তা আরও একটু বা।ল। সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ জ্যমুনার জলস্তর বেড়ে ২০৬.৫৬ মিটারে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় জল কমিশন জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে প্রবল ভারী বৃষ্টির কারণে, হাথনিকুণ্ড ব্যারেজ থেকে জল ছা।র ফলে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৬ মিটার ছাপিয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে কমবেশি বৃষ্টি হয়েই চলেছে।দিল্লিতে যমুনার জলস্তরের বিপদসীমা হল ২০৫.৩৩ মিটার। রবিবার রাত ৯টায় যমুনার জলস্তর ছুঁয়েছিল ২০৬.৪২ মিটার। রাত দশটার সময় সেই সীমা ছুঁয়েছে ২০৬.৪৪ মিটার। ক্রমেই জলস্তর বাড়ছে। আর সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ জ্যমুনার জলস্তর বেড়ে ২০৬.৫৬ মিটারে পৌঁছেছে। কয়েক দিন আগে যমুনার জলোচ্ছ্বাসে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এমনকি, লালকেল্লার দেওয়ালও ছুঁয়ে ফেলেছিল যমুনার জল। তাই নতুন করে যমুনার জলস্তর বাড়ায় চিন্তায় প্রশাসন। চিন্তায় দিল্লির নাগরিকবৃন্দও।

আমেরিকার জনপ্রিয় গায়ক টনি বেনেট প্রয়াত

নিউইয়র্ক, ২৪ জুলাই ঃ আমেরিকার কিংবদন্তি গায়ক টনি বেনেট মারা গেছেন। মৃত্যুকালে এ পপ ও জ্যাজ তারকার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার সকালে তিনি নিউইয়র্কে মারা যান।টনি বেনেটের মুখপাত্র সিলভিয়া ওয়েনার শিল্পীর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন। ২০১৬ সাল থেকে আলঝেইমার রোগে ভুগছিলেন শিল্পী। অসুস্থতা নিয়েও পারফর্ম করে গেছেন টনি। তবে তার পরিবারের পক্ষ থেকে রোগাক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ করা হয় ২০২১ সালে। ১৯২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ইতালির এক অভিবাসী পরিবারে টনির জন্ম। মাত্র ১০ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে পরিবারিকভাবে বেশ সমস্যার মধ্যে পড়েন।নিউইয়র্কের স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এ সঙ্গীত এবং চিত্রকলা অধ্যয়নের জন্য নাম লেখানোর আগে কিশোর বয়সে তিনি একজন গায়ক ওয়েটার ছিলেন। সহকর্মী বব হোপের কথায় তিনি তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন টনি বেনেট। খুব দ্রুতই তিনি একজন কিশোর আইকন হয়ে ওঠেন।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি যোগ দেন মার্কিন সেনাবাহিনীতে। যুদ্ধের পর তিনি তার গানের ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম অ্যালবাম।

বেহাল পরিকাঠামোর মধ্যেই শুরু হচ্ছে নয়া শিক্ষা কার্যক্রম

কলকাতা, ২৪জুলাই ঃ শুরু হচ্ছে নয়া জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম। কিন্তু অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তার সঠিক রূপায়ণের ব্যবস্থা নেই। তাই প্রথম দুএকটা বছর নয়া কার্যক্রম খুঁড়িয়ে খুঁ।িয়ে চলবে বলেই আশঙ্কা শিক্ষাবিদদের। কলেজগুলো রীতিমত আতান্তরে।কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্য এই শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিকাঠামো পূরণ করতে তাদের ভবন সম্প্রসারণ বা পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করছে। কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে বিষয়ের সংমিশ্রণ অনুসারে এবং দুটি অতিরিক্ত সেমিস্টার অনুযায়ী আরও ছাত্রদের থাকার জন্য অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হতে পারে।স্কটিশ চার্চ কলেজ তার ওগিলভি হোস্টেলকে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে একটি চারতলা কাঠামোতে কর্তৃপক্ষ আর আবাসিক রাখে না। কিছু বিদ্যমান বিভাগ এবং কিছু নতুন বিভাগ সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারে। কলেজটি পুরসভা (কেএমসি) থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেয়েছে তবে নির্মাণ এখনও শুরু হয়নি।কলেজের অধ্যক্ষ মধুমঞ্জরী মন্ডল প্রচার মাধ্যমকে জানিয়েছেন, স্থানের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে, আমরা গত বছর ওগিলভি হোস্টেলকে কলেজ ভবনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ছাড়পত্র পেয়েছি। আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। চার বছরের পাঠক্রমের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন হবে, এবং নতুন ভবন অতিরিক্ত পোক্ত করা যাবে।সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার ডমিনিক স্যাভিও বলেন, এখন আমাদের কাছে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত ছাত্রদের থাকার জায়গা আছে। আমরা আমাদের ক্যাম্পাসে জায়গা চিহ্নিত করেছি। আমাদের ইএম বাইপাস এবং রাঘবপুর ক্যাম্পাসেও নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন (আরকেএম) রেসিডেন্সিয়াল কলেজ একটি নতুন ছাত্রাবাস এবং একটি নতুন পরীক্ষাগার স্থাপন করবে। অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দ বলেছেন, যেহেতু আমরা বায়ো-সায়েন্স শুরু করার পরিকল্পনা করছি, আমাদের একটি বায়ো-ল্যাব দরকার। আমাদের হোস্টেলের সক্ষমতা অর্থা স্থানও বাড়াতে হবে। আমরা শীঘ্রই কাজ শুরু করব।ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের এক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের দুটি ভবন কেনা হয়েছে। একসাথে এখনকার জায়গায় ২০,০০০-বর্গফুট যোগ করা হবে। আমাদের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। আমরা আগামী বছরে আরও ২০,০০০ বর্গফুট যোগ করতে চাই। নির্মাণ চলছে।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালরের বেশিরভাগ কলেজে জায়গার ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু বেশ কয়েকটি কলেজে সম্প্রসারণের জায়গা নেই। কিছু কলেজে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। নিউ আলিপুর কলেজ অন্তত দুটি তলা যোগ করে উল্লম্ব সম্প্রসারণের কথা ভাবা হচ্ছে। অধ্যক্ষ জয়দীপ সারঙ্গি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন আমরা পূর্ত দফতরের সাথে যোগাযোগ করছি। আমরা দুটি নতুন সেমিস্টারের জন্য পরিকল্পনা শুরু করেছি।

সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক মদন দাস দেবীর জীবনাবসান, শোকব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ প্রয়াত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রবীণ প্রচারক মদন দাস দেবী। বেঙ্গালুরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক মদন দাস দেবীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মদন দাস দেবী। ভারাক্রান্ত মনে প্রধানমন্ত্রী জানান, মদন দাস দেবীর কাছ থেকে অনেক কিছু তিনি শিখেছেন।সোমবার সকালে বেঙ্গালুরুতে প্রয়াত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-র প্রবীণ প্রচারক মদন দাস দেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হযেছিল ৮১ বছর। এক টুইটে আরএসএস জানিয়েছে, প্রবীণ আরএসএস প্রচারক মদন দাস দেবী (৮১ বছর) সোমবার সকাল ৫টায় বেঙ্গালুরুর রাজরাজেশ্বরী নগরের ন্যাশনাল হেলথ হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। মদন দাস দেবী আরএসএস-এর সহ সরকার্যবাহ ছিলেন। তিনি আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) বড়সড় দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

যে কোনও রাজ্যে মহিলাদের প্রতি নৃশংসতা হৃদয় বিদারকঃঅনুরাগ সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে! এরইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান ও বিহারেও মহিলাদের প্রতি অভব্যতার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। মহিলাদের প্রতি নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, যে কোনও রাজ্যে মহিলাদের প্রতি নৃশংসতা হৃদয় বিদারক।রবিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, যে কোনও রাজ্যে মহিলাদের প্রতি নৃশংসতা হৃদয় বিদারক। রাজ্যকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং মহিলাদের প্রতি অপরাধ কমাতে হবে... আমি বিরোধীদের অনুরোধ করব আলোচনা থেকে দূরে না যাওয়ার জন্য... বিরোধীদের এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।

ভারতে ৪৭-এ পৌঁছল দৈনিক সংক্রমণ সুস্থতা বেড়েই চলেছে, করোনায় ফের মৃত্যু-শূন্য

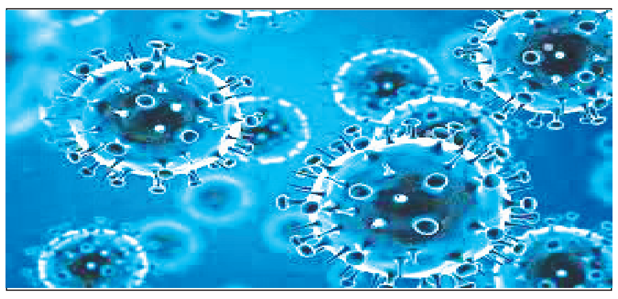

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪৭ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বো। ১,৪৬৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৯৩২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৯,৯৫,৩১১। বিগত ২৪ ঘঃটায় টিকা পেয়েছেন ০০,৭৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৫০,৪৬৪ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৫,৮৪০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় শিবলিঙ্গ দর্শন পুণ্যার্থীদের

জম্মু, ২৪ জুলাই ঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে সোমবার ভোরে ৩ হাজার ৮০০ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ২২-তম দলটি, বালতাল এবং পহেলগাও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। বালতাল ও পহেলগাও রুটের পথ ধরে তাঁরা অমরনাথের পবিত্র গুহায় পৌঁছবেন।এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২৬ হাজারের বেশি পুন্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেন। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায়.অনেক বেশি। এ বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই, চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আবহাওয়া এখন অনুকূল রয়েছে।

গত ৬ জুলাই থেকে নিখোঁজ ছাত্রদের অবিলম্বে খুঁজে বের করার দাবি ছাত্র সংগঠনের

ইমফল, ২৪ জুলাই ঃ গত ৬ জুলাই থেকে নিখোঁজ দুই ছাত্রকে অবিলম্বে খুঁজে বের করার দাবি তুলেছে মণিপুরের ছাত্র সংগঠন।ইমফল পশ্চিম জেলা সদরে অবস্থিত টিজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মানসী সাগোলসেম গত শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানান, গত ৬ জুলাই থেকে নিখোঁজ দুই ছাত্র যথাক্রমে হিজাম লুওয়াংবি চানু এবং ফিজাম হেমানজি। হিজাম লুওয়াংবি চানু টিজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ফিজাম হেমানজি কিন্ডারগার্টেন মন্টেসরি স্কুল তাকেলে পড়ে। শীঘ্র তাদের হদিশ বের করার দাবি করেছেন ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মানসী সাগোলসেম।নিখোঁজ দুই ছাত্রকে খুঁজে বের করতে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তিনি বলেন, আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে দুই ছাত্রকে খুঁজে না পেলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তাই ছাত্র সংসদ রাজ্য সরকারকে নিখোঁজ ছাত্রদের খুঁজে বের করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মানসী সাগোলসেম বলেন, সংশ্লিষ্ট থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত এফআইআর দাখিল করা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি হয়নি। এতে তাদের পরিবার নিখোঁজদের শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে উদ্বিগ্ন। টিজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ বার বার এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে ঘটনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে তাদের দ্রুত খুঁজে বের করার দাবি করছে।এদিকে পুলিশের এক সূত্রের দাবি, দুই ছাত্রকে শেষবার ৬ জুলাই সকাল ৮ঃ১৫ টায়.কেইশম্পট এলাকায় মোটরসাইকেল চালাতে দেখা গেছে। নামবোল এলাকায় একটি সিসিটিভি ফুটেজে তাদের শেষ দৃশ্য ধরা পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হিজাম লুওয়াংবি চানুর মোবাইল ফোনের শেষ লোক্যাশন ছিল বিষ্ণুপুর জেলার কোয়াকতায়। এছাড়া ফিজাম হেমানজিতের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেটটি চূড়াচাঁদপুর জেলার ইঙ্গুরোক লামদানের জঙ্গলেনের তত্ত্বাবধায়ক লিংমিচং নামে পরিচিত এক ব্যক্তি ব্যবহার করছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, পুলিশ নিখোঁজ দুই ছাত্রের হদিশ বের করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫জুলাইঃমঙ্গলবার, ৮শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৮ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৮-টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে।।

বৃষভ রাশিঃআজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জড়িয়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন।

মিথুন রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন।

কর্কট রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে।

সিংহ রাশিঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও

কন্যা রাশিঃঅত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। শুভদিন

তুলা রাশিঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী

বৃশ্চিক রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

ধনু রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।

মকর রাশিঃ বিবাহের যোগ সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে

মীন রাশিঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার ঝগড়া হতে পারে আর সেটা কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে। যেই কারণে

গাইঘাটার ৮৫০ বছরের প্রাচীন জলেশ্বর শিবমন্দিরে উৎসবের মেজাজ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ জুলাই ঃ প্রায় ৮৫০ বছরের প্রাচীন জলেশ্বর শিবমন্দির। গাইঘাটার প্রাচীন এই শিবমন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা কথা। সোমবার এই মন্দিরে হাজির হন অগণিত লোক। এদিন মন্দির চত্বরে যেন উৎসবের মেজাজ ধরা পড়ল। এই মন্দিরের মাহাত্ম্যের টানেই সারাবছর লেগে থাকে ভক্তদের আনাগোনা। তবে এদিন শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার হওয়ায় উপচে পড়ল ভক্তদের ঢল। সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য হাজির হন এই প্রাচীন মন্দিরে। পার্শ্ববর্তী শিবপুকুরের ধার ঘেঁষে ভক্তদের লাইন চলে যায় সুদূরে। রোদ উপেক্ষা করে অধীর আগ্রহে শিবের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন কয়েক হাজার মহিলাও। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মানুষের ঢল। এই ভক্তদের ভিড়ের কারণেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বছর ধরে ক্রমেই বদলাচ্ছে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র। ইতিহাস ঘেটে জানা যায়, দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে শিব পুজোর প্রচলন শুরু হয় গাইঘাটার এই জলেশ্বর অঞ্চলে। মন্দির উন্নয়ন কমিটির তরফ থেকে জানা যায়, প্রথমে মন্দিরটি ছিল ছোট ও সাধারণ মানের। পরবর্তীতে

গোবরডাঙ্গার জমিদার রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিবমন্দিরের জন্য ৬০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। তবে মন্দিরের মূলবিগ্রহটি অবশ্য বছরের নির্দিষ্ট দিন ছাড়া দেখা যায় না। তবে কোথায় থাকে শিবের মূল বিগ্রহটি? মন্দির উন্নয়ন কমিটির এক সদস্য বলেন, 'মন্দিরের পাশেই রয়েছে ৪ একরেরও বেশি জায়গা নিয়ে শিবপুকুর। বছরভর পুকুরের নিচে রাখা থাকে বিগ্রহটি। যেহেতু জলের নিচে ঈশ্বর অর্থ্যাৎ মহাদেব বাস করেন সেহেতু এই অঞ্চলের নাম হয়েছে জলেশ্বর। প্রতি বছর বিগ্রহটি চৈত্র মাসের তৃতীয় সোমবার শিবপুকুর থেকে তুলে আনা হয়। আর সেই কাজটি করে থাকেন চড়কে যাঁরা সন্ন্যাসী হন তাঁরা। পরদিন ওই বিগ্রহ নিয়ে সন্ন্যাসীরা পায়ে হেঁটে হালিশহর গিয়ে বিগ্রহকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে নিয়ে আসেন জলেশ্বরের এই শিবমন্দিরে। ফের ১লা বৈশাখ মূল বিগ্রহকে শিবপুকুরেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়'। কথিত আছে মনের বিশ্বাস নিয়ে কেউ এই মন্দিরের বাবা ভোলানাথের পুজো দিলে তাঁর মনস্কামনা পূরণ করে থাকেন তিনি। আর সেই বিশ্বাস নিয়েই ভক্তরা বাবার কাছে পুজো দিতে দুরদুরান্ত থেকে ছুটে আসেন। সারা বছর ধরেই তারকেশ্বরের মতোই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে জলেশ্বর শিবমন্দিরে। এই মন্দিরকে ইতিমধ্যেই হেরিটেজ ঘোষনা করেছেন রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে জলেশ্বর শিবমন্দিরের নাম তাই রয়েছে প্রথম সারিতেই। চৈত্র মাসের প্রথম সোমবার হওয়ায় অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে আগত ভক্তরা যাতে সুষ্ঠুভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে জল ঢালতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে মন্দিরের তরফ থেকে।

উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে আবেগঘন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ সালটা ১৯৮০র ২৪ জুলাই বাঙালি হারায় তাদের নায়ককে। টলিউড হারিয়েছিল তাদের মহানায়ককে। ২৪ জুলাই বাঙালির মহানায়ক উত্তর কুমার চিরঘুমে শায়িত হন। দেখতে দেখতে তাঁর প্রয়াণের ৪৩ বছর পূর্ণ। অভিনেতার প্রয়াণ দিবসে আবেগঘন তার সহ অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবিতে কাজ করতে করতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন উত্তম কুমার। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসকদের চেষ্টা বিফল করে চলে যান মহানায়ক। রেখে যান অসমাপ্ত কিছু কাজ, থেকে যায় তাঁর করা অসামান্য এবং কালজয়ী সিনেমা ও চরিত্ররা। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আজও তাঁর শূন্যতা কেউ ভরাট করতে পারেননি। উত্তম কুমারকে নিয়ে আজও ভাবেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এই দুঃখের দিনে অভিনেত্রী বলেন,''উনি নেই এটা আমি মানি না। উনি ওঁর যা শিল্পকলা রেখে গিয়েছেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সেটা নিয়েই বেঁচে থাকব। ওঁকে নিয়ে আমার স্মৃতিচারণা করার আর কিছুই নেই। উনি আমার কাছে এখনও জীবন্ত।''

আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছেন অটো চালকরা

বনস্পতি দে, গোঘাট হুগলি, ২৪ জুলাই ঃ টোটোর বাড়বাড়ন্তে রুটি রুজির ভয় অটো চালকদের। তাই এবার বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দারস্থ হলেন তারা। এ ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছেন অটো চালকরা। ঘটনাটি হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর এলাকায়। অটো থানার সামনের লম্বা লাইন দিয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন। পরিবহন মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, স্থানীয় বিডিও থেকে আরটিও অফিস সমস্ত জায়গায় দিনের পর দিন অভিযোগ জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। টোটোর দাপটে বন্ধ অটো পরিষেবা। অভিযোগ টোটোর দাপাদাপিতে আরটিও অনুমোদিত রুটে অটো চালাতে পারছেন না চালকরা। অটোতে কোন প্যাসেঞ্জার তুলতে দিচ্ছে না টোটো চালকরা। আরটিও র অনুমোদন পেয়েছে গোঘাটের ৩৮ টি অটো। নলডুবী থেকে বেঙাই পর্যন্ত সোজা ও ঘুর পথে ৩৮ টি অটো চলার কথা আরটিও অনুমোদন অনুযায়ী। কিন্তু কোন অটোকে কামারপুকুর ও আশেপাশের এলাকাতে প্যাসেঞ্জার তুলতে দিচ্ছে না টোটো চালকরা বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, বিগত কয়েক মাস আগেই পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীকেও জানিয়েছেন অটো চালকরা। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া টোল ফ্রি নম্বরে অটো চালকরা বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য ফোনও করেছেন। কিন্তু কোন সূরাহা হয়নি। এমত অবস্থায় অটো চালকরা গোঘাট থানার দারস্থ্য হয়েছেন। তাদের দাবি অটো ঠিকঠাক সাধারন মানুষের পরিষেবা এবং রুজি রোজগার করতে পারি তার সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে। এই বিষয়ে অটো চালকদের দাবি রাস্তাতে গাড়ি না চালাই তাদের কিস্তির টাকা বাড়ি থেকেই শোধ করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোন মীমাংসা না হলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকবে না

সেবার চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নেই ঃ আচার্য মৃদুলকান্ত শাস্ত্রী

কলকাতা,২৪ জুলাই ঃ আমরা যদি এখনও আমাদের জীবন পরিবর্তন না করি তবে আমরা কবে পারব? হনুমান জির থেকে নিঃস্বার্থ হতে শিখুন। এটাই সবচেয়ে বড় পুণ্য। হনুমানজির অনেক জ্ঞান, অনেক শক্তি, তিনি জ্ঞানের সাগর। তবে সবকিছুর পরেও, হনুমান জিকে সর্বদা তাঁর প্রভুর পায়ের কাছে বসে থাকতে দেখা যাবে, সর্বদা হাত গুটিয়ে। বড় হয়েও ছোট থাকা খুব কঠিন এবং এই গুণটি এখানে কল্যাণ আশ্রমে দেখা যায়। সবাই একে অপরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরম পূজ্য পণ্ডিত মৃদুল কান্ত জি শাস্ত্রী পুরুলিয়ায় প্রস্তাবিত কলেজ হোস্টেল নির্মাণের জন্য কলকাতা-হাওড়া মহানগরের পূর্বাচল কল্যাণ আশ্রম আয়োজিত সাত দিনব্যাপী শিব মহাপুরাণ কথার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

আইএনডিআইএ. জিতবে, এনডিএ হারবে, দাবি করলেন কৌস্তুভ রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ আমাকে ভয় দেখিয়ে, হেনস্থা করে কোনও লাভ নেই। আইএনডিআইএ. জিতবে, এনডিএ হারবে বলে সোমবার মন্তব্য করলেন বেআইনি কাজের দায়ে ধৃত কলকাতার একটি টিভি চ্যানেলের মালিক ও সম্পাদক কৌস্তুভ রায়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তদন্তের নামে প্রহসন হচ্ছে। সারাদিন শুয়ে আছি এবং ঘুমোচ্ছি। কোনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলেন, হেফাজতে থেকে আমার সুগার প্রেসার সব কমে গিয়েছে। আমার কমছে মানে ইডি'আর বারবে'। জোকা ইএসআই থেকে বেরনোর সময় এমনই মন্তব্য করেন কলকাতা টিভির সম্পাদক কৌস্তুভ রায়। সোমবার তৃতীয় দফার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যায় ইডি। সেখান থেকে বেরনোর সময় কৌস্তুভ বলেন, তাঁকে মিথ্যে মামলায় ইডি গ্রেফতার করেছে। মিথ্যে মামলায় তাঁকে ইডি কী বা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার পর

তাঁর সুগার প্রেসার সব কমে গিয়েছে।এর আগে গত শনিবার দ্বিতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে। প্রসঙ্গত, একটি চিটফান্ড মামলায় আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে কৌস্তুভ রায়কে সোমবার মাঝরাতে গ্রেফতার করে ইডি। মঙ্গলবার তাঁকে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজির করানো হয়। তিনি নিজেই সওয়াল করেন। আদালত কলকাতা টিভির সম্পাদককে দশ দিন ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। একদিন অন্তর তাঁকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে হবে বলেও আদালত জানিয়েছে। দুদিন অন্তর তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। পরবর্তী হাজিরা ২৮ জুলাই।

যাদের ট্রেড লাইসেন্স নেই প্রকৃত এমন হকারদের জন্য সহজ কিস্তিতে ঋণ দেবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুলাই ঃ যাদের ট্রেড লাইসেন্স নেই প্রকৃত হকারি করেই যারা জীবিকা নির্বাহ

করেন এমন হকারদের জন্য সহজ কিস্তিতে ঋণ দেবে সরকার। হাওড়া পৌরনিগম এলাকার প্রকৃত হকারদের ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা করে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এই টাকা এক বছরের মধ্যে তাঁদের পরিশোধ করতে হবে। এককালীন ১০ হাজার টাকা ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে হকারদের শোধ করতে হবে মাত্র ১০,৭০০ টাকা। প্রতি মাসে সহজ কিস্তিতে তা শোধ করা যাবে। সোমবার হাওড়া পুরসভার কালীবাবুর বাজারে এই নিয়ে এক সার্ভে হয়। ট্রেড লাইসেন্স নেই এরকম হকারদের নামের তালিকা তৈরি করার কাজও এদিন থেকেই শুরু হয়। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়নের মধ্য হাওড়া ইউনিটের সভাপতি সমর মুখার্জি (মনু) বলেন, যাদের ট্রেড লাইসেন্স নেই প্রকৃত হকারি করেই যারা জীবিকা নির্বাহ করেন এমন হকার বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। ব্যাঙ্কের থেকেও অনেক কম সুদে এদের ১০ হাজার টাকা করে ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া হবে। সেটা মাসে ধাপে ধাপে এরা পরিশোধ করবেন। এক বছরে তারা দেবে মাত্র ১০,৭০০ টাকা। হাওড়া পৌরনিগম এলাকায় অবস্থিত ব্যাঙ্কে হকারদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টেই পুরসভার মাধ্যমে সেই ঋণের টাকা পাঠানো হবে। এতদিন পর্যন্ত হকাররা বাজার থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসা করতেন। এখন রাজ্য সরকারের সাহায্য পেয়ে অনেক কম সুদে তাঁরা ১০ হাজার টাকা করে ব্যবসার জন্য ঋণ পাবেন। এতে অনেক সুবিধা হবে হকারদের। এতে তাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে।

সাংগঠনিক বিরোধের জেরে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ নেতৃত্ব কথা শুনছেন না। নেতৃত্বের একাংশই দুর্নীতিতে মদত দিচ্ছেন। এমন অভিযোগ জানিয়ে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সব নেতা একযোগে পদত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস এবং নিউ টাউন ক্যাম্পাসে টিএমসিপির পদাধিকারীরা যৌথ ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে। রাজ্য সংগঠনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষক মীর সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন পদত্যাগীরা। সবটা স্বীকার করে তৃণাঙ্কুর প্রচারমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্যই এটা হয়েছে। সংগঠনে কিছু রদবদল আনা হবে বলে জানানোর পাশাপাশি তৃণাঙ্কুর বলেন, ''সব অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে।'' বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। এর পরে সম্প্রতি

প্রসঙ্গত, সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় তৃণমূল জমানাতেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ক্যাম্পাস তৈরি হয়। তবে দীর্ঘ দিন ধরে নানা অচলাবস্থার অভিযোগ উঠছিল। অনেক দিন ধরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কেরলের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস এম ওয়াহাবের নাম অন্তর্বর্তিকালীন উপাচার্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এরই মধ্যে প্রথম থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল থাকা টিএমসিপিতে ভাঙন।

অমরাগোড়ীতে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে দলীয় অনুসন্ধানকারী দল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুলাই ঃ সদ্য সমাপ্ত ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে হাওড়া আমতার জয়পুরের অমরাগোড়ীতে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি এবং দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

আজ সোমবার সেই ঘটনায় আক্রান্ত পার্টি কর্মীদের বাড়ি ঘুরে গেলেন বিজেপির পাঁচ সদস্যের ফ্যআক্ট ফাইন্ডিং বা অনুসন্ধানকারী দল। আজ সোমবার দুপুরে অনুসন্ধ্যান কারী দল আসেন হাওড়ার আমতার অমরাগোড়ীতে। ওই পাঁচ সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের নেতৃত্বে ছিলেন সাংসদ বিনোদ সোরনকর। তিনি এদিন কার্যত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। আরো বলেন আজ রাতেই তাঁরা দিল্লিতে ফিরবেন। এরপর বিজেপির সর্বভারতীয. সভাপতি জেপি নাড্ডার কাছে সমস্ত রিপোর্ট তাঁরা তুলে ধরবেন। এছাড়াও এর পাশাপাশি তাঁরা তপশিলি কমিশনের কাছেও এই রিপোর্ট তুলে ধরবেন বলে জানান। আমতার জয়পুরে গ্রামে এসে তাঁরা এদিন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে যান। তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং ঘটনার বিবরণ নথিভুক্ত করেন।

দত্তপুকুরে প্রহৃত আইএসএফ কর্মী অভিযুক্ত শাসকদল

দুরন্ত বার্তা, দত্তপুকুর (উত্তর ২৪ পরগনা), ২৪ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা থামছেই না, এবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলার দত্তপুকুরে আইএসএফ কর্মীকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় শাসকদলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে আইএসএফ। দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের করেযা. কদম্বগাছি স্টেশন রোড এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাতে কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের করেযা. কদম্বগাছি স্টেশন রোড এলাকায .একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন ওই আইএসএফ কর্মী। তখনই মাহবুব হাসান এবং তাঁর অনুগামীরা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের হামলার ঘটনার পর প্রচুর আইএসএফ কর্মী এলাকায .জড়ো হন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে .দত্তপুকুর থানার পুলিশ ও র‍্যাফ ঘটনাস্থলে আসে, শান্তি ফেরাতে নামল পুলিশ ও র‍্যাফ। আইএসএফের অভিযোগ, চায়ের দোকানে বসে থাকা তাঁদের কর্মীকে মারধর করে ওই তৃণমূল নেতা ও তাঁর অনুগামীরা।

বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে, শ্রাবণের প্রখর সূর্যকিরণে গরম অনুভূত

দুরন্তার্তা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমণ হয়েছে অনেকদিন হল, অথচ এখনও সেভাবে বৃষ্টির দেখাই পেল না তিলোত্তমা। একইরকম অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। বর্ষাকাল নাকি শরৎ, তা আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝা মুশকিল! বর্ষাকালে আকাশের যে চেহারাটা দেখার জন্য সবাই হাপিত্যেশ করে বসে থাকেন, তেমন আকাশের দেখাও মেলেনি। বৃষ্টি যে একেবারে হয়নি, তা কিন্তু নয়।বৃষ্টি হয়েছে মাঝেমধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে, কখনও ঝিরিঝিরি, কখনও এক দুই পশলা। তাতে অবশ্য বর্ষার মতো আবহাওয়ার এখনও দেখা মেলেনি। আকাশটা দেখে মনে হচ্ছে যেন শরৎ। কখনও কখনও দেখা মিলছে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। আবার প্যাচপেচে গরমে শহরের মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।বৃষ্টির দেখা নেই, ধান রোপন করে এখন চরম দুশ্চিন্তায .কৃষকরা। ধানচাষের জন্য যে পরিমান বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে না। গ্রাম বাংলায় কৃষকদের এখন মাথায় হাত। বৃষ্টির জন্য এখন হাপিত্যেশ করে অপেক্ষারত অন্নদাতারা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারিকেড ভেঙে টোল ফ্রি রোডে ঢুকে পড়ল ট্রেলার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুলাই ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারিকেড ভেঙে টোল ফ্রি রোডে ঢুকে পড়ল ট্রেলার। একাধিক গাড়িতে ধাক্কা। আহত ৪। হাওড়ায় বালি হল্টের কাছে জাতীয় সড়কের টোল রোডে সোমবার ঘটে ওই দুর্ঘটনা। জানা গেছে, একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারিকেড ভেঙে টোল ফ্রি রোডে ঢুকে পড়লে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। চারটি গাড়ি ও একটি স্কুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্কুটিটি ট্রেলারের তলায় ঢুকে যায়। এই দুর্ঘটনায় চারজন আহত হন। উত্তরপাড়া হাসপাতালে তাদের পাঠানো হয়। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি জাতীয় সড়কের কানেক্টরে বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়। বালি ট্রাফিক পুলিশ এসে উদ্ধারকাজে নামে। বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়।

সুদের হার বাড়ল প্রভিডেন্ট ফান্ডে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ লোকসভা ভোটের মুখে সুখবর চাকরিজীবীদের জন্য। সুদের হার বাড়ল প্রভিডেন্ট ফান্ডে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আগের তুলনায় অতিরিক্ত ০.০৫ শতাংশ সুদ বেশি মিলবে। কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) সদস্যদের জমা টাকার উপরে এই সুদ মিলবে। ওই অর্থবর্ষের সুদ আগেই ঘোষণা করেছিল কর্মচারী প্রভিডেঃট ফান্ড সংস্থা (ইপিএফও)। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২২-২৩ সালে ৮.১৫ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হবে ইপিএফে। যা আগের অর্থবর্ষের তুলনায় সামান্য হলেও বেশি। অতীতে সুদ ৮.৫ শতাংশ থাকলেও তা কমিয়ে ৮.১ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছিল ২০২১-২২ অর্থবর্ষে। তা ০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বৃদ্ধি সত্ত্বেও আগের অর্থবর্ষের ঘাটতি মিটিল না। গত মার্চ মাসের সেই ঘোষণায় সোমবার সম্মতি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। এর ফলে প্রায় ছ'কোটি সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী গত বছরের তুলনায় বেশি হারে সুদ পাবেন। অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা জমার উপরে ৮১৫০ টাকা সুদ পাবেন।

মহানায়ক উত্তম কুমারের ৪৩ তম প্রয়াণ দিবসে নবান্নে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছবি-সৌরভ দত্ত

মণিপুর কাণ্ডে প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ মণিপুর পরিস্থিতির প্রতিবাদে তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনী সোমবার মিছিল ভার করে। হাজরা থেকে শুরু হয়ে মিছিল যায় অ্যাকাডেমি চত্বর পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অতীন ঘোষরা। প্রসঙ্গত, হিংসা আগুনে উত্তাল মণিপুর। গত দু'মাস ধরে হিংসার আগুনে জ্বলছে মণিপুর। এখনও পর্যন্ত শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ঘর ছাড়া প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ। তা নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রয়তার অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে অনুরাগ ঠাকুর বলেন,'অপরাধের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলা, ভোটের সময় বোমার খবর বেশি পাওয়া যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মমতা কোথায় আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, সবাই মূক হয়ে গিয়েছেন। মমতার রাজ্যে ঘটছে একের পর এক লজ্জাজনক ঘটনা। কোথায় গেলেন মোমবাতি মিছিল করা প্রতিবাদীরা?' প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি বলেন, 'মেদিনীপুর, ডেবরায় আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বাংলা-বিহার-রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীরা দায় অস্বীকার করতে পারবেন না। ভয়ের বাতাবরণে বাঁচছেন বাংলার মহিলারা। কী করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?' আর এর মধ্যেই গত ২১ জুলাই বিজেপির জনসভা থেকে মমতা ও অভিষেককে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল। এদিকে মালদার নারী লাঞ্ছনার ঘটনাটি ঠিক তার পরে প্রকাশ্যে আসে।

ডাকাতির আগেই ধৃত এক জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ জুলাই ঃ ডাকাতির আগেই জয়নগর থানার উওরপাড়া থেকে ধৃত এক জনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ টিমের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক। ডাকাতির আগেই হাতে নাতে ধরা ও পড়ে গেল একজন। উওর পাড়া থেকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ রবিবার রাতে। ধৃত হল শোভেন খাঁ,বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর এলাকায়। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। অন্যদিকে বকুলতলা থানার কালিকাপুর থেকে ধৃত এক জনকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ টিমের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক।ডাকাতির আগেই হাতে নাতে ধরা ও পড়ে গেল একজন। কালিকাপুর থেকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে বকুলতলার থানার পুলিশ রবিবার রাতে। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানা এলাকায় । ধৃতকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

আলিপুর জেল মিউজিয়ামে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রতিবাদ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ জুলাই ঃ জয়নগর মজিলপুরের সু সন্তান বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যকে আলিপুর জেলের মিউজিয়ামে অপরাধী হিসাবে নামাঙ্কিত করার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালো হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর ও বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটি।সম্প্রতি রাজ্য সরকার আলিপুর জেলকে রূপান্তরিত করে আলিপুর মিউজিয়াম তৈরি করেছে এবং সেখানে স্বাধীনতা আঃেদালনের ইতিহাস সম্বলিত স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে।এই প্রদর্শনীতে বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্যকে একজন অপরাধী হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কানাইলাল ভট্টাচার্যের মৃতদেহের ছবির তলায় লেখা হয়েছে কানাইলাল ভট্টাচার্যের পকেটে পাওয়ার নোটের ইংরেজি অনুবাদ যদিও অপরাধী কানাইলাল ছিলেন বিমল গুপ্ত ছিলেন না। যা অনেক পরে জানা যায়। জয়নগর মজিলপুরের মানুষ বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য রাইটার্স বিল্ডিংর অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর আদেশ যিনি দিয়েছিলেন সেই বিচারক গার্লিককে ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই আলিপুর কোর্টের মধ্যে কর্মরত অবস্থায় হত্যা করে শাস্তি দিয়েছিলেন। হত্যার পর তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে কোর্টের মধ্যে আত্মহত্যা করেন। তাঁর পকেটে পেডি হত্যার নায়ক মেদিনীপুরের বিপ্লবী বিমল

দাশগুপ্তের নামাঙ্কিত চিরকুট রাখা ছিল। এই চিরকুট লিখে তিনি পুলিশের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তকে প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একজন শহীদের মৃত্যু বরণ করছেন, কিন্তু তার কোন প্রচার না চেয়ে অন্য এক বিপ্লবীকে বাঁচাতে চাইছেন। আত্ম ত্যাগের এ এক অপূর্ব নিদর্শন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপসহীন ধারার বহু বিপ্লবীর এমন আত্মবলিদানের ইতিহাস আছে যা আমাদের প্রেরণা যোগায়। তেমন একজন বিপ্লবী ছিলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য।আর সে রকম একজন বিপ্লবীকে অপরাধী হিসাবে উল্লেখ করার বিরোধিতা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার এক মাস হতে চললো এখনো কোনো প্রাপ্তি স্বীকার পাই নি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর। আর তাই এবারে রাজ্যের হেরিটেজ কমিটিকে চিঠি দিচ্ছে হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর। এ প্রসঙ্গে হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের সম্পাদক তথা জয়নগর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন বিপ্লবী এবং শহীদ ছিলেন তিনি যেভাবে আত্ম বলিদান করে ছিলেন সেটা ভারত বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভূতপূর্ব।আর তাঁকেই এভাবে রাজ্য সরকার তাঁর নতুন মিউজিয়ামে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য কেঅপরাধী বলে নামাঙ্কিত করলো। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি এবং অবিলম্বে ঐ প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু সংশোধন করার দাবি ও করেছি। তবে দুঃখের বিষয় হলো একমাস হতে চললো এখনো মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে চিঠির উওর এলো না। বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যকে রাজ্য সরকার সম্মান যদি নাই জানাতে পারে অসুবিধা নেই কিন্তু তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে অপমান করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমরা চাই অবিলম্বে সরকারের তরফে আলিপুর জেল মিউজিয়ামের বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের ছবি থেকে অপরাধী নামটা তুলে দিয়ে বিপ্লবীকে যতাযত সম্মান দেওয়া হোক। নাহলে আমরা এর প্রতিবাদ হিসাবে আগামী কর্মসূচি ২৭ শে জুলাই জয়নগর মজিলপুরে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের আত্ম বলিদান দিবসে সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে গ্রহন করবো।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ শ্রাবণ , ১৪৩০

ভারতের ভিয়েতনাম নীতি

চিনকে রুখতে ভারত ভিয়েতনাম নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের আগ্রাসন নীতিকে যে করেই হোক রুখে দিতে হবে সেই কারণে ভারত এবার ভিয়েতনামকে একটি রণতরী উপহার দিল। 'আইএনএস কৃপাণ' নাম এই রণতরীটিকে ভিয়েতনাম দিল ভারত। ভারতীয় এই রণতরীটি ক্ষেপনাস্ত্র বহণ করতে সক্ষম। বারত যে ভিয়েতনামের বন্ধু রাষ্ট্র তারই প্রমাণ দিল। এদিকে চিনের সঙ্গে ভিয়েতনামের সম্পর্ক ভালো নয়। ভিয়েত নাম সীমান্ত সমস্যায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সীমান্ত সমস্যা নিয়ে যেরকম জটিলতা ভিয়েতনামের একই রকম জটিলতা। সীমান্ত সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে দুই রাষ্ট্র।

সম্পাদকীয়

বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারতের এই রণতরীটি ভিয়েতনামকে উপহার দেওয়ার মধ্যে ভারতের কৌশল রয়েছে। ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন সমুদ্র পথে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। ভিয়েতনামকে সমানে রেখে ভারত আগামি দিনে চিনের সমুদ্রের গতি পথকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে কোনও দেশ যাতে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার জন্য ভারত এখন ভিয়েতনামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন নৌ প্রধান কোনও দেশ বলতে চিনের কথাই বলেছেন। দক্ষিণ চিন সমুদ্রে চিনের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না ভিয়েতনামের সঙ্গে। চিন সেখানে শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন সাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে চিন ক্রমশ এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ভারত ভিয়েতনাম এক হলে দুই দেশের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। 'আইএনএস কৃপাণ' পূর্বক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ রণতরী ছিল। এই সব যুদ্ধে যেসব সমরাস্ত্র ছিল তাও ভিয়েতনামকে দিয়েছে ভারত। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই রণতরীটিকে। ক্ষেপনাস্ত্র এবং সাবমেরিন কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। সমুদ্রের তলার গোপনে কোনও বিরোধী শক্তি যুদ্ধাস্ত্র রাখলে এই জাহাজের রেডারে ধরা পড়ে যাবে এবং তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এদিকে চিন যেভাবে ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পাশাপাশি চিন সাগরের আদিপত্য বিস্তার করতে শুর করে দিয়েছে তাতে ভারত খুবই চিন্তিত। চিনকে এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চিন তা কানেই পর্যন্ত তোলে না। চিন বলেছে কোনও রকম যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাদের নেই। কিন্তু কেউ যদি গায়ে পড়ে কেউ যুদ্ধ করতে চায় তাহলে চিন তা করতে পারে। পরোক্ষভাবে চিন যুদ্ধ করার ইচ্ছাটাকে প্রকাশ করছে কিনা তা খ তিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। এদিকে পাকিস্তান চিনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। কাশ্মীরে চিন আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখান চিনা সেনা উপস্থিত রয়েছে। চিনের ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার নয় সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে ভারত। এদিকে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার দোস্তি হতে চিন বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। তবে চিন সব সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছে তারা এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায়। সেখানে চিন কোনও রকমভাবে কারোর অসুবিধা করবে না।

ভারত বিরোধী নই

ভারত বিরোধী নই বলে মন্তব্য করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদচ্যুত ইমরান খান। মাত্র কিছু দিন আগেই তিনি আমেরিকাকে দুষছিলেন। তাঁরে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনে রয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিরোধীরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন বিরোধী দলের নেতারা। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ থেকে শুরু করে বিদেশমন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো জারদারি পর্যন্ত রয়েছেন সেই তালিকায় রয়েছেন। রাশিয়া সফরটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেনি আমেরিকা। রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না বলে মনে করে আমেরিকা। তার ওপরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে হাত মেলানো এবং ভারতের হয়ে জয়গান গাইতে শুরু করাকে বিরোধী দল নেতারা ভালো নজরে দেখেননি। আফগানিস্তানের তালিবানরা পাকিস্তানকে বেশি পচ্ছন্দ করতে নারাজ। তারা মনে করে পাকিস্তান এখন স্বাধীন আফগানের ওপরে মাতোব্বরি করতে শুরু করবে। আফগানরা তা মেনে নেবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছে। তালিবানদের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। তারা আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তালিবানদের ক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছে আফগানিস্তানে। আমেরিকাও চাইছিল সেনারা যাতে আফগান থেকে ঘরে ফেরে। আফগানিস্তান নিয়ে সেখানকার জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। আমেরিকা আর আফগান সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখাবে না। ফলে তালিবানরা এখন পাকিস্তানকে সামনে রেখে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। তারপরে তারা এখন আর পাকিস্তানকে একেবারে পাত্তা দিচ্ছে না। তালিবানরা এখন ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কাছ থেকে মানবিক সাহায্য দিয়েছে আফগানকে। ভারতও আফগানে খাদ্য ওবং ওষুধ পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে। ফলে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানকে একেবারে কোনঠাসা করে দিয়েছে তালিবান সরকার। একটি সময়ে তালিবান সরকার বলেছিল পাকিস্তান হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় ঘর। এবারে সেই কূটনীতি আর কাজ করছে না। আর্থিক দিক দিয়ে তালিবানরা শক্তিশালী হচ্ছে না। সেখানে মাদক চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাদক বিক্রি করেই আফগানদের আয় বৃদ্ধি হতো। এখ ন তালিবান সরকার আসার ফলে সেখানে আর কোনও মাদক চাষ বন্ধ। তার ওপরে ধর্মের বোঝা চেপে বসে রয়েছে। আয় হচ্ছে না সাধারণ মানুষের। ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগে ভারতের পণ্য পাক সীমান্তে এসে ব্যবসা হতো। কিন্তু এখন আর পাকিস্তানের পথ ধরে ভারতের পণ্য আসছে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

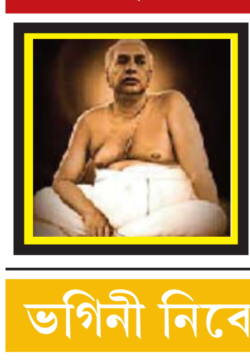

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে।

'আমি যে জলসাঘরে'-মহানায়ক উত্তমকুমার রোমান্টিক নায়ক

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল মঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। ছোটবেলায় পাড়ার নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চক্রবেড়িয়ার স্কুলেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেই সয়ে তিন এই স্কুলে ছাত্র ছিলেন। 'গয়াসুর' চরিত্রে অভিনয় করে মাস্টারমশাইদের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। পাড়ার লুনার ক্লাবের হয়ে একের এর এক থিয়েটার করতে শুরু করলেন। 'কর্নাজুন'-এ শ্রীকৃষ্ণ, 'সাজাহান' নাটকে দিলদার, 'দুইপুরষ' নাটকে সুশোভন চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। উত্তম কুমার যখ ন পোর্ট কমিশনার অফিসে কাজ করতেন তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির নাটক 'ডিটেকটিভ'তে অভিনয় করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকে নায়ক অনিলের চরিত্রে ৪৮৪ রাত্রি অভিনয় করেছিলেন। এই থিয়েটারে অসম্ভব জনপ্রিয় অভিনয় করেছিলেন উত্তম কুমার। চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি হাতে সময় পেলে নাটকে অভিনয় করতেন। তিনি 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র সদস্য ছিলেন। পরে সেই সংস্থা থেকে বের হয়ে এসে 'শিল্পী সংসদ' তৈরি করলেন। ১৯৬৯ সালে উত্তম কুমার রবীন্দ্র সদনে 'অলীকবাবু' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এখানে তিন নায়িকা ছিল। এদের মধ্যে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বাসবী নন্দী, লিলি চক্রবর্তী এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাস। নাটক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সুর দিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। ১৯৭০ সালে ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকে বাবা মুস্তাফা চরিত্রে অতুলনীয় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্বরুপায় রবীন্দ্রনারে 'সূক্ষ্ম বিচার' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তারপরে বহু নাটকে অভিনয় করার ডাক আসলেই তিনি কিন্তু চলচ্চিত্রে ব্যস্ত থাকার জন্য মঞ্চে বেশি অভিনয় করতে সময় পাননি। তবে তিনি হাতে সময় পেলে নাটক দেখতে যেতেন। নাটক জগতের মধ্যে উত্তম কুমার আর নিজেকে ধরে রাখতেন পারেননি। রুপালি পর্দা তাঁকে বারবার হাতছানি দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সিনেমাটিতে উত্তম কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ছায়া পড়েছিল। তবে উত্তম কুমারকে সামনে রেখে নায়ক ছবি চিত্রনট্য প্রস্তুত করেননি সত্যটিৎ রায়। তিনি তাঁর মতো করে নায়ক ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন এবং উত্তম কুমারকে নায়ক হলে বাংলায় সাড়া পড়ে যায়। একটি নতুন দিক উন্মোচন করে গেলেন সত্যজিৎ রায় তাঁর নায়ক ছবির মধ্যে দিয়ে। চলচ্চিত্রে নায়ক হতে গেলে কত রকমের অসুবিধা তৈরি হয় এবং সেই সব অসুবিধাকে কাটিয়ে কীভাবে নায়কের পদটাকে ধরে রাখা যার তার দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। বাংলার চলচ্চিত্রে পা প্রথম রেখেছিলেন উত্তম কুমার নীতীন বসুর রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' ছবিতে। মাত্র সাতাশ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। সেই কাটা দিয়েই তাঁর দিনের খ রচ চলে যেত। তার পরে তিনি 'কামনা' ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতেন। সেই ছবিতে তিনি নিজেকে দাঁড় করাতে পারেননি। তারপরে আরও কয়েকটি ছবি ফ্লপ করলো। তিনি তখন টলিউড জগতে ফ্লপ মাস্টার বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় উত্তমকে নিয়ে 'মর্যাদা' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করালেন। সেটাও ফ্লপ খেতে শুরু করলো। তার ফলে বাংলার চলচ্চিত্র জগেত তিনি ফ্লপ নায়ক বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। সেই সময়ে পাহাড়ী সান্যাল উত্তম কুমারকে একটি চাকরি দিলেন। সেই চাকরি নিলেন সংসার চালানোর দায়ে। 'সহযাত্রী' এবং 'সঞ্জীবনী' (১৯৫১) দুটো ছবিই আবার ফ্লপ খেল। তার ফলে নায়ক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তিনি আর নিজের যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। কিন্তু এর এক বছর পরেই উত্তম কুমারের ভাগ্য ঘুরে গেল। 'বসু পরিবার' ছবিটা খানিকটা সফল হলো। তারপরে ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' উত্তম কুমারকে পাকাপাকিভাবে নায়কের পদে বসিয়ে দিল। সেই ছবিটা সারা বাংলা তথা বিশ্বের সমস্ত বাঙালিদের মনে গভীরভাবে রেখা পাত করেছিল। এখন এই ছবিটি বাঙালি চলচ্চিত্র প্রেমিকদের কাছে সাড়া জাগানো ছবি। 'হারানো সুর' ছবিকে উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন জুটি তৈরি হয়ে গেল। বাংলা সিনেমা তখন এই জুটি ছাড়া ছবি করতে একেবারে নারাজ। পুজো ছবি তখন প্রয়োজকরা করতো উত্তম-সুচিত্রা জুটি নিয়ে। 'স্ত্রী' ছবিতে উত্তম কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পা রাখতে সময় দেননি। আবার 'অপরিচিত' ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সৌমিত্র সেখানে একেবারে হিরো হয়ে গিয়েছেন। উত্তম কুমারের রোমান্টিক অভিনয় দর্শকদের আকর্ষন করেছে।

'ঝিন্দের বন্দি' ছবিতে উত্তম কুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গে অভিনয় করেছিলেন যা আজও দর্শকেরা মনে রেখেছেন। 'সপ্তপদী' ছবিতে যে ধরনে ক্লাসিক্যাল রোমান্টিক অভিনয় করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল উত্তম কুমার আগে মঞ্চে ভালো

অভিনয় করতেন। আসলে উত্তম কুমারের কাছে মঞ্চ হচ্ছে পাঠশালা এবং স্কুল। সেখানে তিনি অভিনয় কাকে বলা হয় কী রকমভাবে ভালো অভিনয় করা যায় তা রপ্ত করেছিলেন। আর টলিউডে এসে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছিলেন। স্কুল থেকে যা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাংলার চলচ্চিত্রকে আরও বেশি করে আকর্ষনীয় করতে অভিনয়কে তিনি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে উত্তম কুমারের পরামর্শ গ্রহণ করে ছবি দৃশ্য গ্রহণ করছেন পরিচালক। এতে সফল হয়েছে পরিচালক। নায়ক এবং পরিচালকদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজস্ব চিন্তা নিয়ে ছবি করতেন। সেখানে কাউকে বেশি মাথা গলাতে দিতেন না। তিনি তো ছবি করতেন না, তিনি চলচ্চিত্র শিল্প তৈরি করতেন। সেই কারণে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবিই হচ্ছে এক একটি শিল্প। শিল্পের সমাহার বলা যেতে পারে। 'অগ্নি পরীক্ষা' (১৯৫৪) এবং 'শাপমোচন' (১৯৫৫) সালে বাংলার চিরকলের পেম স্পন্দনকে অনুভব করতে পারলো। আসলে তখন উত্তম সুচিত্রা ছাড়া কোনও ছবির কথা বাঙালিরা ভাবতে পারছিল না। উত্তম সুচিত্রা ঢেউ মুম্বইয়ের নীল সমুদ্রের ঢেউকে একেবারে ম্লান করে দিল। সেই খবর গিয়ে পৌঁছাল মুম্বইতে। মুম্বই চলচ্চিত্র জগতও বাংরা দুই নায়ক নায়িকা নিয়ে ছবি করার কথা ভাবতে শুরু করলো। কিন্তু বাংলার প্রেম আর মুম্বইয়ের প্রেমে মধ্যে একটি বিশাল ফারাক আছে। মুম্বইয়ের প্রেম হচ্ছে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আর বাংলার প্রেম হচ্ছে অন্তরের মধ্যস্থল থেকে উঠে আসা প্রেম। দুই পরিবেশের প্রেম একোবরে ভিন্নতর। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে উত্তম কুমার অভিনয়ের মুহূর্তগুলিকে বাস্তবায়িক করেছেন। উত্তম কুমার প্রয়াত হওয়ার পর সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন আর একটি উত্তম কুমার হবে না। ইংরেজি সিনেমার গ্রেগরি পেকের চেয়েও উত্তম কুমার বড় অভিনেতা। শর্মিলা ঠাকুর পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে উনার অভিনয় দক্ষতা আমাকে অবাক করে দেয়। তাঁর অভিনয় শুধু শেখার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যাবে না। একটা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাও থাকতে হবে না হলে কিন্তু চলবে না। উত্তম কুমার যখন অভিনয় করতেন তখন সেই চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে যেতেন।

কখন কীভাবে তাকাতে হবে, চলতে হবে সেটা তাকে পরবর্তী কালে কাউকে বলে দিতে হয়নি। 'নায়ক' ছবিতে একটি দৃশ্যের কথা না উল্লেখ করে পারা যাচ্ছে না। পেন দিয়ে সই করতে যাওয়ার সময়ে পেনের কালি শুকিয়ে গিয়েছিল। উত্তম কুমার পাশে রাখা জলের গ্লাসে পেনের কলম ডুবিয়ে খাতার নিজের নামটা সই করে নায়িকা শর্মিলা ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। এটা কিন্তু চিত্রনাট্যে লেখা ছিল না। উত্তম কুমার নিজের চিন্তা থেকে এই দৃশটাকে তুলে ছিলেন। সত্যজিৎ রায় বহবা দেন। শেষ কালে উত্তম কুমার কি খুবই বহেমিয়ান হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে একটি সুশৃঙ্খল রীতির মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতেন। কিন্তু তারপরে হঠাৎ কী রকমভাবে বেপয়োরা হয়ে গেলেন তা কিন্তু কেউ বলতে পারে না। ১৯৮০ সালে ২৪ জুলাই তিনি ইহজগত ত্যাগ করলেন। তবুও তাঁকে নিয়ে একথ নও চর্চার শেষ নেই। তিনিও এখ ন বাংলার অদ্বিতীয় নায়ক হয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে ফ্লপ মাস্টার উত্তম কুমারকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুচিত্রা সেন না পর্দায় আসা পর্যন্ত। বাংলার সেরা নায়িকা সুচিত্রা সেন এসে উপস্থিত হতেই উত্তম কুমার তাঁর অভিনয়ের দক্ষতার দরজা সকলের জন্য একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। বলা যেতে পারে উত্তম কুমার আর ফ্লপ মাস্টার থাকলেন না। তিনি তখন নায়ক মাস্টারে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। একজন বাঙালি পরিচালক উত্তম কুমারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন উত্তম কুমার হচ্ছেন দার্জিলিং এর কাঞ্চনজঙ্ঘা। যিনি দার্জিলিং গিয়েছেন তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবেনই। ঠিক সেই রকম বাংলা সিনেমা যারা দেখতে ভালোবাসেন তার সিনেমা দেখতে গিয়ে উত্তম কুমারের একবার নাম করবেন। আজকে যারা চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন তারা প্রত্যেকেই উত্তম কুমারের ছবি দেখেছেন। উত্তম কুমারের ছবি না দেখলে বাংলা সিনেমায় অংশ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। কতখানি হাঁটলে ভালো বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে পারা সম্ভব হবে তা কিন্তু উত্তম কুমার সবাইকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি ছবি এখন বলতে গেলে সিনেমা শিক্ষার্থীদের কাছে 'রেফারেন্স বুক' হিসাবে পরিচিত। উত্তম কুমার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে আহিরীটোলাতে। কলকাতার গোয়েঙ্কা কলেজের ছাত্র। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গ' (১৯৬৭) এবং 'চিড়িয়াখানা' (১৯৬৭) ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একেবারে মাতিয়ে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। লাল পাথর ছবিতে যে অতুলনীয় অভিনয় করে গিয়েছিলেন সেটা আজও বাঙালিরা ভুলতে পারে না। ছবি, সংলাপ, সঙ্গীত সব মিলে একটি রঙিন সুর থেকে শুরু করে বিষাদের সুর একই সূত্রে বেঁধে দিয়ে তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন উত্তম কুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী। বাঙালিরা আজও আক্ষেপ করেন উত্তম সুচিত্রা জুটি আর দেখতে পাওয়া গেল না। উত্তম কুমার নেই আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগে মারা গিয়েছেন। এখনও কোনও জুটি তৈরি হল না বাংলায় চলচ্চিত্রে। যার ফলে বাংলা ছবি এখনন আর বেশি সাড়া ফেলতে পারছে না। একই অবস্থা মুম্বই ছবিতেও। সেখানেও নেই দিলীপ কুমার-সায়রা বানু, শর্মিলা-রাজেশ খান্না। নেই রাজ কাপুর, দেবানন্দ। সব যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। প্রাণীহন অবস্থায় পড়ে গিয়েছে বাংলা মুম্বই চলচ্চিত্র। তবুও তার মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হচ্ছে। যেগুলো আবার বিশ্বের আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই সব ছবি এখন অনেকটা আর্ট শিল্পে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়িক রোমান্টিক ছবি বলতে গেলে উবে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কবে সেই পরিবেশ ফিরবে তা কেউই বলতে পারছে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেন রাশিয়া পাল্টা করছে

রাশিয়ার গ্রামে ইউক্রেন ক্লাস্টার বোমা ফেলার পর রাশিয়া ইউক্রেনের ওডেসায় ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলো। তার ফলে ওডেসার গীর্জা ক্ষতিগ্রস্ত হল। ওডেসার ট্রান্সফিগারেশন ক্যাথিড্রাল বলশেভিক আন্দোলনের সময়ে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইউক্রেন স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত গির্জাটি সংস্কার করে সারানো হয়। আবার সেই গির্জাটি ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। ইউক্রেন আমেরিকার নিষিদ্ধ বোমা দিয়ে রাশিয়ার গ্রাম আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনের জাপোরিজিয়াতেও ক্লাস্টার বোমা ফেলেছে। এই জাপোরিজয়াটি দখল করে রেখে দিয়েছিল রুশ বাহিনী। তার ফলে সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি একজন সাংবাদিকও মারা গিয়েছে। জাপোরিজিয়া থেকে সেই সাংবাদিকের দেহ উদ্ধারও করা হয়েছে। ক্লাস্টার বোমা ফেললে সেই মূল বোমা থেকে বহু ছোট ছোট বোমা বের হয়ে ব্যাপকহারে ধ্বংস চালায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এই বোমা পাঠানোর ব্যাপারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সমালোচনার মুখে। মানাবধিকার সংগঠনগুলি থেকে এর নিন্দা করা হয়েছে। আমেরিকা দাবি করেছে যে রাশিয়্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে এই সব যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। না হলে ইউক্রেনকে হার মানতে হবে। যেভাবে রাশিয়াকে ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার জয়কে একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। আগামি দিনে রাশিয়াকে বাধ্য করানো হবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে। রাশিয়া এখন চেষ্টা করছে ইউরোপকে পেটে মারতে। ইউক্রেনের গম যাতে ইউরোপ না পেতে পারে তারই উদ্যোগ গ্রহণ করছে রাশিয়া। চিন এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে ইউক্রেন ২১টি আর্টিলারি এবং তিনটি ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করেছে। রাশিয়ার সীমান্ত ঘেঁষা বেলগোরোদ অঞ্চলে এর আগেই ইউক্রেন হামলা করেছিল। দুইবার সীমান্ত পার করে ইউক্রেন সেনারা রুশ সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ লড়াই করেছিল। ইউক্রেন অবশ্য রুশ জমিতে হামলার দায় স্বীকার করেনি। এদিকে রুশ অধিকৃত ক্রাইমিয়ায় একটি যুদ্ধাস্ত্রের ভাণ্ডারে ড্রোন হামলা করে ইউক্রেন। আগুন ধরে যায় অস্ত্র ভাণ্ডারে। ক্রাইমিয়ায় রাশিয়া নিযুক্ত গর্ভনর বলেছেন যে সংযোগকারী সেতুটি আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে সব বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাশিয়া ট্রেন চলাচল বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। রাশিয়া ক্রাইমায়ায় সেতুতে সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে হামলা করিয়েছে ইউক্রেন বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ইউক্রেন খানিকটা বিব্রত। এই রাস্তাটি ব্যবহার করতো রাশিয়া যুদ্ধের জন্য। সেই কারণে ইউক্রেন এই রাস্তা ধরে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে এই হানার জবাব দিতে রাশিয়া ওডেসা গির্জাতে হামলা চালালো বলে বুঝতে পারা গিয়েছে। দিনরাত ১৯টি ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করেছে। চারটি ক্যালিবর ক্ষেপনাস্ত্র এবং পাঁচ ইসকন্দর ক্ষেপনাস্ত্র গুলি করে নামানো হয়েছে। ওডেসা ট্রান্সফিগারেশন ক্যাথিড্রালের দিকে তাক করে রাশিয়া হামলা করার তীব্র নিন্দা করেছে ইউক্রেন। ইউক্রেনের ওপরে দিনভর আক্রমণ চালিয়েছিল রাশিয়া। ইউক্রেন দাবি করেছে যে চ্যাসিভ শহরে ক্লাস্টার বোমা ফেলেছে রাশিয়া। রুশ হামলায় আগুন ধরে যায় প্যালেস অব কালচারে। এদিকে সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে দেখা করেন বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং বেলারুশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাও হয়েছে। রাশিয়া বেরারুশের মাটি ব্যবহার করে। এদিকে পুতিন বলেছেন বেলারুশের ওপরে হামলা করা মানেই হল রাশিয়ার ওপরে হামলা করা। যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দুই বন্ধুর সঙ্গে কূটনীতিক আলোচনাও হয়েছে। এদিকে আমেরিকা বলেছে যে রাশিয়া খুব চাপে রয়েছে। ইউক্রেনের দখল করা ৫০ শতংশ জমি ছিনিয়ে নিয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে ইউক্রেন। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, রাশিয়াকে এর জবাব দিতে হবে। গির্জা, আবাসনের ওপরে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে রুশ বাহিনী। এর ফলে বহু বাসিন্দারা আজকে পথে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এর উত্তর দেবে কিভ।

ধনতন্ত্রবাদ বা ক্যাপিটালিজম ও ফ্যাসিবাদের দ্বারা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ লাঞ্ছিত হয়েছিল মিলান কুন্দেরা

মিলান কুন্দেরা শারীরিকভাবে আজকে আর এই পৃথিবীতে নেই। ৯৪ বছর বয়েসে উনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ওনার ক্ষেত্রে, ওনার আত্মা বা পরমাত্মা ইত্যাদিতে কোনও আস্থা রাখবার জন্য কোনোই কারণ নেই। কেননা উনি আত্মা বা পরম আত্মা এইসব বিশ্বাস করতেন না। ছিলেন কমিউনিস্ট তাই। আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখকদের মধ্যে উনি একজন হলেও আমার সাথে ওনার এইখানে ফারাক। আমি একজন বাঙালি ডাক্তার হলেও কমিউনিস্ট মনোভাব সম্পন্ন মানুষ হলেও আমি কিন্ত বিজ্ঞান সম্মত ভাবেই সৌল বা আত্মার বিশ্বাসী, কিছুটা হলেও। এর ফলে তিনি তার মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কোথাও শান্তিতে ঘুমোবেন, এ ধরেনের কোনো প্রার্থনা আমার করার কারণ দেখছি না। আর আমার তো মনে হয় সবথেকে এটাই বড় কথা, তিনি জীবিত অবস্থায় কোথাও শান্তিতে ঘুমোতে পারেনওনি। এর কারণটা যেমন পারিপার্শ্বিক, তেমনই দেশীয় অভ্যন্তরীন ও কিছুটা পারিবারিকও বটে। একান্তই নিজস্ব এক দার্শনিক সংকট নিয়ে মিলান কুন্দেরা মুখোমুখি হয়েছিলেন এক রাজনৈতিক অস্থিরতার চেকের প্রাগে যে পরিস্থিতি কিন্তু সবসময়ই চেয়েছে ওনার মত ব্যক্তির ভাবনাকে, দর্শনকে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে চেপে রাখতে, যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব প্রেম ভালবাসা যৌনতার এমনকি অস্তিত্বের কোনও মূল্যই নেই। যেখানে অসম প্রেম যৌনতাকেও কেন্দ্র করেও তৈরি হয় ক্ষমতার এক দীর্ঘকালীন সংস্কার। (ওনার বিখ্যাত বই জোক,,দ্য আনবেয়ারেবল লাইটনেস অফ বিইং'' 'ইম্মর্ট্যালিটি'' এবং দ্য বুক অফ লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিং'যে চারটি বই এর জন্য উনি নোবেল পুরস্কার হযতো বা পেলে ও পেতে পারতেন এবং আমি নিজেও তো অনেকবারই আশা করেছিলাম উনিই হয়ত পাচ্ছেন সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারটি)। (ক্রমশ)

হেরিটেজ

ইডেন গার্ডেন

কলকাতার বিখ্যাত ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি তৈরি হয়েছিল ১৮৬৪ সালে। যদি এখানে ক্রিকেট খেলা হয় ১৮৬১ সালে এল আই রেঙ্গুন বনাম কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে। সেই চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন চিত্রশিল্পী পার্সি ক্যাপেন্টার। ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ইডেন বোন এমিলি এবং ফ্যানির নামে নামকরণ করা হয়েছিল এই বাগানটি। রানি রাসমণির জমি ছিল এটা। তিনি ভারতের গর্ভনর জেনারেল অকল্যাণ্ডের বোনের নামে এই জমিটি দান করেছিলেন উদ্যান করার জন্য। এখনও সেই উদ্যান রয়েছে। রেঙ্গুন থেকে একটি প্যাগোডা নিয়ে আসা হয়েছিল সেটাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। জানা যায় যে রাজ চন্দ্র দাসের তৃতীয় কন্যার একটি মারাত্মক রোগ হয়েছিল। তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করার জন্য লর্ড অকল্যাণ্ড এবং তার বোন এমিলিকে তিনি এই বাগানটি উপহার দিয়েছিলেন। সেই থেকেই এই বাগানটির নামকরণ করা হয়েছে ইডেন গার্ডেন। এটি এখন পূর্বাঞ্চল সেনা দফতরের অধীন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি ক্রিকেট ক্লাব। বিসি রায় মেমোরিয়াল ক্লাব। ১৯৩৪ সালে ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতের চেষ্ট ম্যাচ হয়েছিল। তখনও কিন্তু বিসি রায় মেমোরিয়াল ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হয়নি। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়েছিল ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে। ২০১১ সালে এখানে প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলা হয়েছিল ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। ১৯৮৪ সালে এখানে নেহরু কাপ খেলা শুরু হয়। ভারত বনাম উরুগুয়ের সঙ্গে খেলা ছিল। ১৬ আগস্ট ১৯৮০ সালে মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল লিগ চালু করার সময়ে ১৬ জন ফুটবল প্রেমিক নিহত হয়েছিল পদপৃষ্ঠে।

চিঠি

ডিজিটাল ভারত

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফট ওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তখন থেকেই ভারত ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে গিয়েছিল। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি। কানাহাইয়া লাল মুন্সীর বইটিকে উল্লেখ করে বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে সেই স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর কথাকে অগ্রাহ্য করে সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকমভাবে মন্দির নির্মাণ কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি চাননি। তবে অনকেই বলেছেন যে নেহরুর ইচ্ছা ছিল সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে সংরক্ষিত করে রাখার। সেখানে কোনও নতুন করে শিল্যানাস করার বিরোধী ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে কোনও রকমভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব নয় সেটা নেহরু জানতেন। সেই কারণে সোমনাথ মন্দির নিয়ে কোনও রকমভাবে আবার ধর্মীয় উস্কানি যাতে শুরু না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ধর্মনিরপেক্ষ এর প্রবক্তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমানে রেখেই নেহরু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন। একপেশে ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করলে সেটা কি সম্ভব হতো? আজকে ধর্মের চেয়ে ডিজিটাল বারত গড়তে গেলে বেশি করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। ভারতে বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করার খুবই প্রয়োজন।

সুকান্ত সান্যাল, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ

জেলাশাসকের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৪ জুলাই : মোট ৭ দাবি নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন ঝাড়গ্রামের হাতি তাড়ানো হুলা পার্টির সদস্যরা। সোমবার ঝাড়গ্রামের হাতি তাড়ানোর সকল কর্মীরা ঝাড়গ্রামে উপস্থিত হন এবং ৭ দফা দাবি নিয়ে তাদের ডেপুটেশন পেশ করেন। তাদের মূলত দাবী হাতি ড্রাইভের কাজের জন্য সকল হুলা পার্টির সদস্যদের পর্যাপ্ত হাতি তাড়ানোর সরঞ্জাম সহ সেফটি কিট প্রদান করতে হবে। এছাড়াও হাতির হানায় কোনো হুলা পার্টির সদস্য নিহত হলে ১৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ পরিবারের একজন সদস্যকে দ্রুত চাকরি প্রদান করতে হবে। এইসব দাবি সহ মোট ৭ দফা দাবি নিয়ে সোমবার জেলাশাসকের কার্যালয়ে এসে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন হুলা পার্টির সদস্যরা। ইতিমধ্যেই সমস্ত হুলা পার্টি সদস্যরা হাতি তাড়ানো থেকে বিরত রয়েছেন। হুলা পার্টির সদস্যরা জানান, তাদের দাবি না মানা হলে তাদের কর্মবিরতি চলছে চলবে। আর এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কারণ এলাকায় হাতি প্রবেশ করলে একমাত্র গাইড করেন এই হুলা পার্টি সদস্যরা। আর তারা কাজ না করায় বুনো হাতিরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে হামলা চালাচ্ছে। সেই হাতি তাড়াতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। বন্য হাতির হামলায় আতঙ্কে ভুগছে ঝাড়গ্রামবাসী।

নেতাকে খুনের চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ জুলাই : রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদে সুতি ২ নম্বর ব্লকের উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান মজিবুর রহমানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। জখম তৃণমূল প্রাক্তন প্রধান মজিবুর রহমান যদিও এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছেন। বেশি রাতে বাড়ি ফেরার পথে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর প্রাণঘাতি আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন জখম মজিবুর রহমানের ছেলে নাসিম শেখ। যদিও সুতি ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে পাল্টা অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা থাকায় পুলিশ টহলদারি চলছে। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, সোমবার সকালে ফরাক্কা ব্লকের মহেশপুর পঞ্চায়েতের পূর্ব শিবতলার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বালতি ভর্তি ৩০টি তাজা বোমা। এই ঘটনায় তিনজন গ্রেফতার হয়েছে।

প্রতিবাদে রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই : মনিপুর জ্বলছে, জ্বলছে ভারতবর্ষ, জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বদুয়ারে উদাসীনতায় মনিপুরের নারী শক্তি বিবস্ত্র হচ্ছে। ধর্ষিতা ও নিগৃহীতা কন্যারত্ন। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার বিক্ষোভ মিছিল বের করে জলপাইগুড়িতে। মনিপুরের ঘটনা এবং মালদায় দুই আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ শামিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। শহরে ধিক্কার মিছিল বের করার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

তারস্বরে লাউড স্পিকার বাজিয়ে শোভাযাত্রা

পুলিশ বাধা দেওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শিবভক্তরা

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৪ জুলাই : তারস্বরে লাউড স্পিকার বাজিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে শিবভক্তদের বাধা দিল পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে লাউডস্পিকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় পুলিশ। এর জেরে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে শিবভক্তদের। তাঁদের অভিযোগ, লাউড ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে টাকা দাবি করে পুলিশ। এর প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান শিবভক্তরা। এমনকি তাদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে বলেও অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায়। সাধারণত, হিন্দু রীতি অনুযায়ী, পুণ্য অর্জনের জন্য প্রতি শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালতে যান শিব ভক্তরা। সেই রীতি মেনে সোমবার বেলার দিকে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ২ ব্লকের বেতা-দুবদা গ্রামের ভক্তরা এগরার কুদি থেকে জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল লাউডস্পিকার। তারস্বরেই গান বাজছিল লাউডস্পিকারে। বিষয়টি স্থানীয় থানার পুলিশের নজরে আসে। শিব ভক্তদের যাওয়ার পথে দোঁবাধিতে পুলিশ পথ আটকায়। বাধা পেয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন শিব ভক্তরা। লাউড স্পিকার আটক করে এগরা থানার পুলিশ। ভক্তরা বাধা দিতে চাইলে এগরা থানার পুলিশ সবার ওপর লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদে মেদিনীপুর জেলার বালিঘাইতে কাঁথি-বেলদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শিব ভক্তরা। এমনকি লাউড স্পিকার ছাড়ার জন্য পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে বলেন অভিযোগ। প্রায় ১ ঘণ্টা কাঁথি-বেলদা রাজ্য সড়ক পথ অবরোধ করে রাখেন ভক্তরা। তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পরে অবশ্য তাঁদের বিক্ষোভ উঠে যায়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন বলেন, আমরা জল আনতে গিয়েছিলাম ফেরার পথে পুলিশ আমাদের আটকে দেয়। আমরা তারস্বরে লাউড স্পিকার বাজাচ্ছিলাম। সেই কারণে আমাদের কাছ থেকে সেগুলি নিয়ে নিয়েছিল পুলিশ। তারই প্রতিবাদে আমরা রাস্তার ওপর বিক্ষোভ অবরোধ করি। কয়েক'শো শিবভক্ত এদের রাস্তা অবরোধ করেন। পুরুষদের পাশাপাশি অসংখ্য মহিলাও ছিলেন এই দলে। এদিকে, এই ঘটনার জেরে ওই রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে পথ অবরোধ থাকায় রাস্তায় যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে। যার ফলে প্রচণ্ড দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। পরে পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দিলে পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কারখানার দূষণে অতিষ্ঠ হয়ে বিক্ষোভে ছাত্র-ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ জুলাই : দূষণে অতিষ্ঠ হয়ে কারখানার গেটের সামনে অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাতনা থানার জোড়হীরা গ্রামে অবস্থিত মেটাল এন্ড স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরি লিমিটেড নামে একটি ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানায় এই ঘটনা ঘটে। এই কারখানার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে দূষণের অভিযোগ তুলে আসছেন এলাকার বাসিন্দারা। এবার কারখানা সংলগ্ন জোড়হীরা এসপি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ মারাত্মক অভিযোগ তুললেন ওই কারখানার বিরুদ্ধে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার পাত্র এই মর্মে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট মহলে। তিনি বলেন, কারখানা থেকে অতিমাত্রায় দূষণ ছড়াচ্ছে। হরদম সীসা যুক্ত কালো ধোঁয়া নির্গত হয়। ফলে স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুমের মেঝে ও টেবিল চেয়ারে কালো আস্তরণ পড়ে যায়। প্রতিদিন জল ঢেলে ধোয়া-মোছা না করলে পড়ুয়ারা বেঞ্চে বসতে পারে না। বিদ্যালয় চত্বরে যেসব গাছপালা রয়েছে সেগুলি কালি মেখে রুগ্ন হয়ে রয়েছে। অভিযোগ পত্রে সন্তোষ বাবু মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, ওই কারখানার বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকেই অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসী অনেকবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করছি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পড়ুয়া শ্বাসকষ্টে ভুগছে। অনেকের চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনুসারে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছি। এলাকাবাসীর অভিযোগ কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইএসপি মেসিন লাগানো বাধ্যতামূলক। এখানেও লাগানো থাকলেও চালানো হয় না, যখন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারা আসেন তখন চালানো হয়। দিনের বেলা কখনো কখনো মেসিন চালু থাকলেও রাতের বেলা কোনোদিন ইএসপি মেসিন চালু থাকে না। উল্লেখ্য ইএসপি মেসিন চালালে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে মেশিন বন্ধ থাকে। কর্তৃপক্ষ মুনাফার লোভে পরিবেশকে দূষিত করছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের প্রোজেক্ট ম্যানেজার গোবিন্দ সুলতানিয়া বলেন, অভিযোগ পেয়ে আমাদের ডিরেক্টর এখানে এসে সব দেখে গেছেন। এবিষয়ে দুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমাদেরও দায়বদ্ধতা আছে। তাই এনিয়ে কোনও অজুহাত খাড়া করতে চাই না বলে এক প্রকার তাদের গাফিলতি স্বীকার করে নিলেন। অন্যদিকে ছাতনার বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, ওই কারখানার বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ রয়েছে বহুদিন ধরে। এ নিয়ে গত দু'বছরে আমিও বহুবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে বলেছি। কিন্তু ওরা শাসক দলের নেতাদের ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ (ডিআরএম/১/এইচডব্লুএইচ-এর অফিস) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ...

অভিযোগ জানানো হচ্ছে ... www.ireps.gov.in ... (HWH-181/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
eastern railway headquarter

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

e-Tender Notice

1) Name of the work : Construction of Concrete slab in front of Durgapur Muslim Welfare Society Ward No.-22
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-78/23-24 (2ND CALL)
Tender ID : 2023_MAD_550533_1 ● Estimated Amount : Rs. 1,49,672.00

2) Name of the work : Improvement of Earthen Road by cement concrete of 9th, 11th and 13th street connecting within Ward No.-04 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-47/23-24 (2ND CALL)
Tender ID : 2023_MAD_550521_1 ● Estimated Amount : Rs. 3,06,451.00

3) Name of the work : Improvement of Light Traffic Road by Moorum from Anandapur to Namo Sagarbhanga Rail Gate Ward No.-43 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-81/23-24 (2ND CALL)
Tender ID : 2023_MAD_550501_1 ● Estimated Amount : Rs. 4,81,289.00

4) Name of the work : Construction of concrete road a culvert at Banagram Ramkrishna Seba Sangha Ward-35 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-108/23-24 (2ND CALL)
Tender ID : 2023_MAD_550468_1 ● Estimated Amount : Rs. 2,81,502.00

Last Date : 02-Aug-2023 upto 05.00 p.m.
For details : wbtenders.gov.in

Executive Engineer, M.E.DTE,
Govt. of W.B., Posted at DMC

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড

CIN: L45209WB1982PLC034804

রেজি. অফিস : ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং-১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ভারত

ই-মেল: info@likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইট: www.likhamiconsulting.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী
১ম ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওডিআর) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন ২০২৩	পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ ২০২৩ পূর্ববর্তী বছর (দ্রষ্টব্য নোট নং ২)	চলতি ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন ২০২২	বছর শেষে ৩১ মার্চ ২০২৩
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	১২.৯০০	১২.৭৫০	৩৪.৬৭৩	৬১.৯৪১
২	নেট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	০.৭০২	২.৭৩২	২২.১০৩	২৩.২৭২
৩	নেট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	০.৭০২	২.৭৩২	২২.১০৩	২৩.২৭২
৪	নেট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	০.৭০২	২.৭৩২	২২.১০৩	১৭.২০৩
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	০.৭০২	২.৭৩২	২২.১০৩	১৭.২০৩
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১১৫.০০০	১১৫.০০০	১১৫.০০০	১১৫.০০০
৭	সংরক্ষিত (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	২৫৪৭.৮৭০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর সমাপ্ত ছাড়া) মূল ও মিশ্র	০.০০৭	০.০২৭	০.২২২	০.১৭৩

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে - www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে - www.likhamiconsulting.com।
২. ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ রাশি, সামঞ্জস্যপূর্ণ রাশি পূর্ণ আর্থিক বছর সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ এবং বছর থেকে তারিখ নিরীক্ষিত রাশি তৃতীয় ত্রৈমাসিক রাশি পর্যন্ত আর্থিক বছরে ২০২২-২৩।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসালটিং লিমিটেড-এর পক্ষে
বাবু লাল জৈন
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.:02467622

তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

তৃণমূল নেতাকে মারায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ জুলাই : তৃণমূল নেতাকে মারধর করার ঘটনায় গ্রেফতার জেলা বিজেপি সম্পাদক বিশ্বরাজ বিশ্বাস ওরফে ছোটন। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি এলাকার। জানা গিয়েছে গত ১৩ জুলাই তৃণমূল নেতা ভোলানাথ রায়কে মারধর করার অভিযোগ ওঠে জেলা বিজেপি সম্পাদকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাকুলিয়া থানায় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতা ভোলানাথ রায়। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে চাকুলিয়া থানার পুলিশ। সোমবার অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। অভিযুক্ত বিজেপি নেতার দাবি তৃণমূল নেতার সাথে ঝামেলার কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই তৃণমূল নেতা। তবে তাকে চক্রান্ত করে শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। বিজেপি জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, আজ ওই বিজেপির নেতার বাবার শেষকৃত্যের কাজ ছিল। আমরা পুলিশকে অনেক অনুরোধ করি কিন্তু পুলিশ কোন কথা শুনলো না। একজন তৃণমূল নেতার সাথে বচসা করায় ওই বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়ে কোর্টে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশকে দিয়ে বিজেপিকে চক্রান্ত করে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তবে এভাবে বিজেপিকে দমন করা যাবে না। বরং আরও এগিয়ে যাবে বিজেপি বলে জানান তিনি।

ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৪ জুলাই : ডাকাতির অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের তারাপীঠ থানার সন্ধ্যাজোল গ্রামে। ধৃতের নাম আসমাত আলি ওরফে ভিক্টর। ধৃতের বাবা গাফ্ফার শেখ রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের বুধিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য। সোমবার ভোররাতে ভিক্টরকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। যদিও ভিক্টরের বাবা গাফ্ফারের দাবি ছেলেকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি বলেন, ভোরের দিকে সবাই ঘুমাচ্ছিল। এক প্রতিবেশী মারা যাওয়ায় আমি একটু আগে উঠে মৃতের বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সেসময় তারাপীঠ এবং মল্লারপুর থানার পুলিশ এসে ছেলেকে নিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, একটি চুরির ঘটনায় ছেলে যুক্ত রয়েছে। আমার ছেলে নির্দোষ। তাকে মল্লারপুর থানায় নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। এমনকি ছেলেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা রাখা সহ ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তার ক্ষোভ, এলাকার বিধায়ক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতাদের কাছে গিয়েও কোন লাভ হয়নি। সকলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পুলিশ আমাকে যথেষ্ট অপমান করেছে। তবে এনিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ।

সীমান্তে গ্রেফতার পাঁচ বাংলাদেশী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পাঁচজন বাংলাদেশী মহিলা সহ তাদের সঙ্গে থাকা পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার এই পাঁচ জন মহিলাকে নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হয় পাচারকারীরা, শনিবার সারারাত পায়ে হেঁটে তারা ভারতীয় সীমান্তের কাছে এসে পৌঁছায়। উত্তর দিনাজপুর জেলার দোমোহনা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমানা দিয়ে এই পাঁচ জন মহিলা ভারতে প্রবেশ করে। সেখান থেকে তাদেরকে পাচারকারীরা নিয়ে আসে এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সেই সময় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে এবং সেখান থেকেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

খারিফ চাষের জন্য আগেই জল ছাড়তে চলেছে ডিভিসি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জুলাই : বর্ষার মরশুম শুরু হলেও পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাব রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ফলে বর্ষায় খারিফ চাষের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে জলাভাব। দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া দামোদর উপত্যকার এই পাঁচ জেলায় যারা খারিফ শস্য চাষের জন্য সেচের জলের উপর নির্ভরশীল তাদের জন্য আশার বাণী শোনালো ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। দামোদর উপকূলবর্তী এলাকায় খারিফ শস্যের জন্য ২৭ জুলাই থেকেই জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও পাঁচ জেলার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। সোমবার বর্ধমানের সার্কিট হাউসে এই নিয়ে একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিভিসির ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় ভারতী। ডিভিশনাল কমিশনার ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, জেলা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা (আই এ এস), মেম্বার সেক্রেটারি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের ডায়রেক্টর শশী রাকেশ সহ পাঁচ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষগণ। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় ভারতী জানান, খারিফ মরশুমে চাষের সুবিধার জন্য আগামী ২৭ জুলাই থেকে টানা সাতদিন জল ছাড়বে ডিভিসি। মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে প্রায় ৭০-৭৫ হাজার একর ফিট জল ছাড়া হবে। ইতিমধ্যে ডিভিসির মাইথন জলাধারে ৪৬১ফুট এবং পাঞ্চেত জলাধারে ৪০০ফুট জল মজুত রয়েছে। ২ আগস্ট পর্যন্ত জল ছাড়ার পর একটি রিভিউ মিটিং হবে। যদি দেখা যায় ডিভিসির ছাড়া জল পর্যাপ্ত নয়, তাহলে ওই রিভিউ মিটিং অনুযায়ী আরও তিন দিন টানা জল ছাড়া হবে। তবে এর মধ্যে যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে আর জল ছাড়ার প্রয়োজন হবে না। যদিও আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে চলতি মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখ দক্ষিণবঙ্গে ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন শ্রী ভারতী। জেলা সভাধিপতি শম্পা ধাড়া জানিয়েছেন, জেলায় ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার একর চাষ হবে। অন্যান্যবারের তুলনায় চাষের পরিমাণ এবারে কিছুটা বেড়েছে। যেহেতু পর্যাপ্ত বৃষ্টি এখনি হয় নি তাই কিছুটা জলাভাব তো রয়েছেই। এদিকে চাষ শুরু হয়েছে। তাই দামোদর উপকূলবর্তী পাঁচ জেলার চাষীদের সুবিধার জন্য ২৭ জুলাই থেকে জল ছাড়বে ডিভিসি। ২৯ ও ৩০ জুলাই বৃষ্টি হলে ভাল, না হলে আরও তিনদিন জল ছাড়ার আবেদন জানানো হয়েছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে বলে জানিয়েছেন শম্পা দেবী।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificate Nos. 20009 – 20011, 67036 – 67039, 155564, 8007729 – 8007730 for Equity shares No's 166 of PHILIPS INDIA LIMITED standing in the names of Sharadchandra Krishnaprasad Desai and Kumud Sharadchandra Desai have been lost or mislaid and undersigned have applied to the Company to issue duplicate Certificates for the said shares.

Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office, 3rd Floor, Tower A, Dlf It Park, 08 Block AF, Major Arterial Road, New Town (Rajarhat), Kolkata, West Bengal – 700156 within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificates.

Names & Address of Applicants
Ms. Archana S. Desai and
Ms Sadhana Desai Ahuja
51, Buena Vista Gen. J Bhosale Marg
Nariman Point Mumbai 400 021

Date: 25/07/23

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইঞ্জিনিয়ারিং-কেজিপি-অক্ট-২০২৩-২৪-০৫... ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ... নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ... www.ireps.gov.in ... (PR-432)

NIT

TERMS & CONDITION OF TENDER FOR Repairing and Renovation of damage portion of Bhabatarini Mondal Memorial English Medium Integrated School. (Ref: Tender Notice vide Memo No.- 0001/TN/BMMEMIS/2022-2023). 1. Sealed eTenders have been invited vide this office Memo No.- 0001/TN/BMMEMIS/2022-2023 for Repairing & Renovation of Damage portion of 'Bhabatarini Mondal Memorial English Medium Integrated School' for a period of 'One Month'. 2. Tender Forms will be available from Portal between 26/07/2023 to 07/08/2023, Filled in tenders will have to be submitted on any working day between 26/07/2023 to 07/08/2023.

Sd/- SANDIP BANERJEE
Head Master
Bhabatarini Mondal Memorial English Medium Integrated School
Matikole, Dum Dum

ভাঙা কালভার্টে সমস্যায় এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই : বৃষ্টিতে ভেঙে গিয়েছে কালভার্ট। দ্রুত মেরামতের দাবী জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের হুদুগছ এলাকার বাসিন্দাদের। চরম সমস্যায় স্কুল পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রী এবং এলাকাবাসীরা। অতি বৃষ্টির ফলে ভেঙেছে কালভার্টটি। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। প্রশাসনের কর্তারা এসে দেখে গেলেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এক প্রকার এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বলা যেতে পারে। স্কুল খোলা রয়েছে কিন্তু খুদে পড়ুয়ারা রাস্তাঘাটে খেলাধুলা করছে। জিজ্ঞাসা করতে তাদের মুখে একটাই শব্দ স্কুলে তো যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু যাব কোন দিক দিয়ে? রাস্তা তো বন্ধ। এলাকার বাসিন্দারা জানান, কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় আমরা বাজার হাট করতে পারছি না। ফলে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা হচ্ছে। আজ প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও কোন ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হচ্ছে। গ্রামের কিছু মানুষ দু-তিনটি বাঁশ দিয়ে কোনোরকমে এপার-ওপার যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে ঠিকই কিন্তু তা দিয়ে যেতে গেলেই বারবার পড়ে যেতে হয় জলের মধ্যে। ইতিমধ্যে বেশ কিছুজন জলে পড়েও গিয়েছে। জানিনা কবে এই ব্রিজের সুব্যবস্থা হবে। বিডিও, ডিএম এমন কি মন্ত্রী এসেও দেখে গিয়েছে এই ব্রিজের পরিস্থিতি। কিন্তু আদৌ কালভার্ট তৈরি হবে কি না তা বোঝা মুশকিল। কতদিন যে আমাদের এভাবেই চলতে হবে সেটাও জানি না। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। মাঠে-ঘাটে খেলাধুলা করছে, তাদেরও তো ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে হুদুগছ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জানান, কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় সেখানকার ১০-১২ জন শিশু স্কুলে আসতে পারছে না। ফলে তারা পড়াশোনার দিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। কোভিডের কারণে বেশ কিছুদিন ছিল স্কুল বন্ধ। এরপরও স্কুল চালু হলেও একের পর এক সমস্যার কারণে স্কুলের ছুটি রয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে আবার যদি এই শিশুরা কালভার্টের কারণে স্কুলে না আসতে পারে তাহলে এদের ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারের দিকে চলে যাবে। প্রশাসনের কাছে আমি নিবেদন করছি যে যাতে তাড়াতাড়ি এই কালভার্টের বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক। যাতে শিশুরা পুনরায় স্কুলে আসতে পারে। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বিষয়টিকে জানান ইতিমধ্যেই বিডিও বিষয়টি দেখছেন। তিনিও খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।

TARAKESWAR MUNICIPALITY
Corrigendum e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following **tender ID NIT No. UDMA/TRK/e_NIT/2023-24/07 Date-15.06.2023** for Renovation of Guest House at Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for Renovation of Guest House	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date date
1	2023_MAD_542473_1	31.07.23	02.08.23

Details information will be available from the website-**http://wbetenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Tarakeswar Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The OSD & EX-OFFICIO DG (TP&DD/TNP), KMC invites e-tender/quotation online expression of interest of lower bidder for the following work:-

NIT No.: KMC/TNP/22/2023-2024

Name of the work: **Installation of fencing along the bank of Tolly's Nullah at different places for pollution abatement works in Ward No. 117 under KMC.** Estimated Cost : **₹ 4,97,803.29.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid (online) : **03.08.2023 - 11.30 a.m.** Bid submission start date (online) on **25.07.2023 - 11.30 a.m.** Bid opening date and time for technical proposal (online) : **05.08.2023 - 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2023 (11.30 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (WS/BDT)/KMC, invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online) :-

NIT No.: KMC/WS/BPS/XVI/123/23-24/01

Name of the work: **Installation of lighting arrangement for the booster pumping station at Barisa Ashar Bidyapith in Ward No. 123, BR-XVI.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,67,421.00.** Earnest Money: **₹ 9,400.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of tender : **14.08.2023 - 5 p.m.** For full and further details, please vist the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Ex. Engineer BPS (Water Supply) invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/GMBPS/23-24/04/1st Call

Name of the work: **Supply, installation testing and commissioning of 3 HP submersible dewatering pump at Gandhi Maidan BPS in Ward No. 138.** Estimated Cost : **₹ 1,80,626.38.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **7 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/GMBPS/23-24/02/2nd Call

Name of the work: **Replacement of defective spares of pump no. 02 at Gandhi Maidan BPS in Ward No. 138.** Estimated Cost : **₹ 2,53,494.36.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **11.08.2023 - 2 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **14.08.2023 - 2 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 - 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (W/S)/KMC, invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online):-

NIT No.: KMC/WS/PROJECT/28/2023-24

Name of the work: **Construction of toilet block inside Shitala Khola Pumping Station.** Estimated Cost : **₹ 2,95,456.00.** Earnest Money: **₹ 5,909.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of tender: **14.08.2023 - 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **http://wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Ex. Eng. (Water Supply) BR-XVI, KMC invites e-tender for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/WS/JOKA/01/2023-24 (2nd Call)

Name of the work: **Leakage repairing work of existing 450 mm dia D.I. reservement water supply pipe of Sankuntala Booster at different location on Jadav Ghosh Road in Ward No. 128 under Borough XVI.** Estimated Cost : **₹ 1,72,211.59.** Earnest Money: **₹ 3,444.00.** Period of Completion: **18 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/JOKA/06/2023-24

Name of the work: **Repairing and maintenance work of water supply pipe including 300 mm dia D.I. pipe, cutting flushing end cap wash, ferrule checking at Nabapally Rd., Khalpool Rd, D. Park, Prantik, Srijani, etc. in Ward No. 143 under BR-XVI.** Estimated Cost : **₹ 1,78,786.15.** Earnest Money: **₹ 3,576.00.** Period of Completion: **24 Days.** Last date and time of submission of bid : **10.08.2023 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **12.08.2023 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (11 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Ex. Eng. (Water Supply)/GRWW), KMC invites e-tender for the following works:-

(1) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/R-1/22-23/257

Name of the work: **Repairing 1500 mm dia PSC, SS pipe line opposite Visuvious Co. on Taratala Road with other allied works.** Estimated Cost : **₹ 2,18,408.00.** Earnest Money: **₹ 5,368.00.** Period of Completion: **07 Days.**

(2) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/R-2/22-23/325

Name of the work: **Dewatering, lighting arrangement opposite WBSECL Complex at Taratala Road with other allied works during diversion work of 1600 mm dia GRP raw water main to M.S. pipe line of GRWW.** Estimated Cost : **₹ 2,55,881.00.** Earnest Money: **₹ 5,118.00.** Period of Completion: **06 Days.**

(3) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/237A

Name of the work: **Leak restoration work on 900 mm diameter PSC, SS grid at the Eastern Side of W.B. Police Kiosk on B.B.T. Road and Upen Banerjee Road Junction.** Estimated Cost : **₹ 2,32,788.00.** Earnest Money: **₹ 4,656.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **10.08.2023 - 1 p.m. / 12.08.2023 - 1 p.m. (for Sl. No. 1-3).** The bid forms and other details are available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1-3).**

479/23-24

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

ঘড়ির কাঁটা ডান দিকে ঘোরে কেন!

২৪ ঘণ্টা সময় মাপার যন্ত্রের নাম ঘড়ি। পৃথিবীর সব থেমে থাকলেও থেমে থাকে না ঘড়ির কাঁটা, কারণ সময় যে থামার নয়। টিকটিক শব্দে রাতদিন ঘুরতে থাকে ঘড়ির কাঁটা। আমরা সবাই জানি ঘড়ির কাঁটা ডান দিকে ঘোরে। প্রশ্নটা সেখানেই, ঘড়ির কাঁটা কেন ডান দিকেই ঘোরে? বাঁ দিকে ঘুরলেই বা কী এমন সমস্যা? যদি নাই হয়, তাহলে ঠিক কী কারণে ঘড়ির কাঁটা কেবল ডান দিকেই ঘোরে? প্রথম দিকের ঘড়িগুলোতে কাঁটার ঘোরাঘুরির কোনো বিষয় ছিল না। হ্যাঁ, সূর্যঘড়িই হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘড়ি। এই সূর্যঘড়িরও কিন্তু অনেক রকমের ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন সূর্যঘড়ি বলা হয় মিশরীয়দের ওবেলিস্ককে। ধারণা করা হয়, মিশরীয়রা এই ঘড়ি বানানো শিখেছিল খ্রিস্টের জন্মেরও সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এ রকম আরেকটা ঘড়িকে বলা হয় 'শ্যাডো ক্লক'। ওটা বানিয়েছিল ব্যাবিলনীয়রা, খ্রিস্টের জন্মের হাজার দেড়েক বছর আগে। এখন, এই সূর্যঘড়িগুলোতে সময় দেখা হতো সূর্যের ছায়া দেখে। অর্থাৎ, সময়নির্দেশক যে কাঁটা বা দণ্ড, সেটা স্থির থাকত। সূর্যের আলোয় সে কাঁটার ছায়ার পরিবর্তন দেখেই সময় হিসাব করা হতো। আর এখনকার ঘড়িতে আবার উল্টো, এই কাঁটাগুলোই ঘুরে ঘুরে সময় জানান দেয়। ছায়া দেখার কোনো বালাই নেই। এই রকম ঘড়ি, মানে যেই ঘড়িতে কাঁটা ঘুরে ঘুরে সময় জানান দেয়, তেমন ঘড়ি প্রথম বানানো হয় ১৩ শতকে। তবে তখনই এই ঘড়িগুলো তেমন জনপ্রিয় হয়নি। হবে কী করে, তখনো যে মানুষের সময় দেখার তেমন দরকারই পড়েনি। সূর্য দেখেই মানুষ দিব্যি বুঝে নিত যে এখন সকাল না দুপুর, বিকেল না সন্ধ্যা। সময় নিয়ে এরচেয়ে বেশি মাথা ঘামানোর তেমন দরকারই ছিল না। এরও মোটামুটি ৪০০ বছর পরে, ১৮ শতকে যখন কলকারখানা বসতে শুরু করল, তখন মানুষের নির্দিষ্ট করে সময় দেখার দরকার হতে শুরু করল। নির্দিষ্ট সময়ে কারখানায় যেতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার কাজে লাগতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি হবে, কারখানার নিয়মটাই যে তেমন! তখন সবার ওই কাঁটাওয়ালা ঘড়ির দরকার পড়ল, যাতে সবাই সময়মতো সব কাজ করতে পারে। ফলে ঘড়িও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এবার একটা হিসাব মেলানো যাক। যে অঞ্চলে পুরোনো ঘড়িগুলো তৈরি হয়েছিল, মিশর আর ব্যাবিলনএগুলো কিন্তু একই অঞ্চলে। অন্যান্য সূর্যঘড়িও কিন্তু মোটামুটি সেই অঞ্চলের কাছাকাছিই তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ, এশিয়া আর ইউরোপের মাঝামাঝি যে অঞ্চল, পশ্চিমাদের পরিভাষা অনুযায়ী যাকে এখন বলা হয় মধ্যপ্রাচ্য। মিশর- ইরাক- ইরান- তুরস্ক ওই অঞ্চলে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বেশির ভাগই কিন্তু গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলেই।

যেমন মিশরের মিশরীয় সভ্যতা, ইরাকের মেসোপটেমীয় সভ্যতা, ইরানের পারস্য সভ্যতা, তুরস্কের গ্রিক ও ট্রয়ে সভ্যতা। মেসোপটেমীয় সভ্যতার আবার চারটি ভাগ আছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা আর ক্যালডীয় সভ্যতা। আর এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সূর্যঘড়ির ছায়া দিনের সঙ্গে ক্রমাগত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরে যেত। অর্থাৎ, দিন যত গড়িয়ে রাতের দিকে যেত, ছায়াও তত পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যেত। সেখান থেকেই ঘড়ির কাঁটার দিকের ব্যাপারটা এসেছে। সে অনুযায়ী ঘড়ির কাঁটা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, পশ্চিম- পূর্বের সঙ্গে বাঁ ও ডানের কী সম্পর্ক? এবার তাহলে একটা মানচিত্র নিয়ে বসা যাক। মানচিত্রের ওপরের দিকে একটা দিকনির্দেশক চিহ্ন থাকে। তার পাশে লেখা থাকে এন বা নর্থ। মানে, মানচিত্রের ওপরের দিকটা হলো নর্থ, বাংলায় যাকে বলে উত্তর। আর নিচের দিকটা হলো দক্ষিণ। তাহলে হিসাবে বাঁ দিকে পড়ে পশ্চিম আর ডান দিকে পূর্ব দিক। এই কারণেই ঘড়ির কাঁটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যায়। মানে, আসলে ওটা বাঁ থেকে ডানে না, বলা উচিত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায়।

পুরুলিয়ায় এই প্রথম, মিলনের মরশুমে বনদপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা দিল জোড়া নেকড়ে

বনদপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা দিল জোড়া নেকড়ে! পুরুলিয়ার বনাঞ্চলে বনদপ্তরের ক্যামেরায় এই প্রথম নেকড়ের ছবি ধরা

পড়ায় দারুণ খুশি কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগ। ওই বনবিভাগের বান্দোয়ান ১ বনাঞ্চলের ওই বিটের রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নেকড়ে ক্যামেরাবন্দি হয়। ওই বনবিভাগের ডিএফও জানান, বান্দোয়ানে ট্র্যাপ ক্যামেরায় নেকড়ের ছবি পাওয়া গেছে। এর থেকেই প্রমাণ হয়, এলাকার মানুষের সচেতনতায় বন ও বন্যপ্রাণ বাড়ছে। শিয়ালের চেয়ে ধূর্ত, হিংস্র ধূসর লাল পশম যুক্ত এই নেকড়ে। শিকারে রীতিমতো 'এমবুশ' করার মতো দীর্ঘক্ষণ ধরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। শিকারের প্রজাতি অনুযায়ী রণকৌশল পাল্টায় এই ধূর্ত বন্যপ্রাণ। কখনও একা। আবার কখনও দলবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিণ, খরগোশের উপর। কম পরিশ্রমে দলে থাকা ক্লান্ত শিকারকে চটজলদি শনাক্ত করে কৌশলে তাকে দল থেকে বাইরে নিয়ে এসে শিকারে দক্ষ এই ভারতীয় নেকড়ে বা উলফ। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ শ্রেণিতে ১ নম্বরে থাকা এই নেকড়ে বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। তবে অতীতে অযোধ্যা পাহাড়ে এই বন্যপ্রাণের ব্যাপক হারে অস্তিত্ব ছিল। ওই পাহাড় এলাকায় জঙ্গল ক্রমশ সাফ হতে থাকায় নেকড়ের মতো এই হিংস্র বন্যপ্রাণ একেবারেই কমে গেছে। বনদপ্তরের তথ্য বলছে, পুরুষ নেকড়ের ওজন ১৯ থেকে ২৫ কেজি হয়। সেই তুলনায় মেয়ের ওজন ১৭ থেকে ২২ কেজি। এরা মূলতঃ ছোট ছোট এলাকায় ৬ থেকে ৮ টি করে একটি দলে থাকে। দিনের বেলা জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের খাঁজে এরা থাকলেও সন্ধ্যার পর মূলত শিকারের খোঁজে ঘুরতে থাকে। সেই ক্ষেত্রে জঙ্গলে শিকার না মিললে তারা গ্রামেও হানা দেয়। কংসাবতী দক্ষিণ বিভাগের এক আধিকারিক জানান, কয়েক মাস আগে ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা দলমা রেঞ্জের রাইকা পাহাড়ের কোলে রাহামদা গ্রামে বেশ কয়েকটি ছাগলের মৃত্যু হয়। শিকারের ধরন দেখে সেই সময়ই বনদপ্তর অনুমান করে ওই হামলা নেকড়ের। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলের একাধিক স্থানে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসায় বনদপ্তর। কিন্তু সেই সময় ওই ক্যামেরায় কোনও বন্যপ্রাণের ছবি ধরা পড়েনি। কিন্তু হাল ছাড়েননি বনকর্মীরা। সম্প্রতি ফের ২৫০০ হেক্টর জঙ্গল ঘেরা রাইকা পাহাড়ে চারটি ক্যামেরা বসানো হয়। আর তাতেই ধরা পড়ে এই জোড়া নেকড়ে। সঙ্গে ময়ূর। বনদপ্তরের অনুমান, নেকড়ে দুটোর মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। পুরুলিয়ার জঙ্গলে এর আগে বনদপ্তরের ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে হাতি, ময়ূর, হায়না, বন্যশুকর, প্যাঙ্গোলিন, সজারু, শ্লথ বিয়ার এমনকী লেপার্ডও। আর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল নেকড়েও। ফলে উল্লসিত বন আধিকারিকরা।

মেট্রোতে এনএসজি ড্রিল

কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) কমান্ডোরা গতকাল রাতে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে একটি মক ড্রিল পরিচালনা করেন। কোনো রাসায়নিক, সন্ত্রাসী বা অন্যান্য হামলা হুমকি থেকে মেট্রো চত্বরকে রক্ষা করার জন্য এই মক ড্রিলটি পরিচালিত হয়েছিল। এই জাতীয় মহড়ায়, এনএসজি কমান্ডোরা এই জাতীয় যে কোনও জরুরি পরিস্থিতির অনুকরণ করে এবং এটি মোকাবেলা করার জন্য ড্রিল করে এবং মেট্রো স্টেশন, টানেল বা ভায়াডাক্ট থেকে স্বল্পতম সময়ে অক্ষত যাত্রীদের উদ্ধার করে। এই ড্রিলটি পরিচালনার জন্য, একটি পাওয়ার ব্লক নেওয়া হয়েছিল এবং একটি মেট্রো রেক ব্যবহার করা হয়েছিল। এনএসজি কমান্ডোরা স্টেশনে পৌঁছে এটি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ড্রিলটি অনুকরণ করে। গত মধ্যরাতে শুরু হওয়া এই মহড়া ঘণ্টাব্যাপী চলে। উল্লেখ্য যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড - এর আগেও মেট্রো চত্বরে তাদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করতে এবং যাত্রীদের উদ্ধার এবং অপরাধীদের ধরতে দক্ষতা বাড়াতে এই ধরনের মহড়া পরিচালনা করেছে।

দিল্লিতে আরও ৪ টি ওয়াটার এটিএম

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ দিল্লিতে ৪ টি আর ও ওয়াটার এটিএম খুলে গেল। এমন আরও ৫০০টি আর ও ওয়াটার এটিএম খুলে দেওয়া হবে। সোমবার দিল্লির মায়াপুরী এলাকায় আর ও ওয়াটার প্লান্ট পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সঙ্গে ছিলেন দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজও। কেজরিওয়াল এদিন বলেন, দরিদ্ররাও এবার থেকে প্রতিদিন বিশুদ্ধ জল খেতে পারবেন। এছাড়া বলেছেন, প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে ওয়াটার এটিএম কার্ড। এই কার্ডের মাধ্যমে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য দৈনিক ২০ লিটার বিশুদ্ধ জল পাবেন। এমনকি গরীবরাও প্রতিদিন আর ও -এর জল পান করতে পারবেন। এ পর্যন্ত দুই হাজার পরিবার এই কার্ড পেয়েছে।

Name Change
I, HEMANT KUMAR MEHDIRATTA (old name) S/O SHYAM SUNDER MEHDIRATTA Presently residing at 4/3A, Orient Row Park Circus, Kolkata-700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HEMANT MEHDIRATTA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. HEMANT KUMAR MEHDIRATTA and HEMANT MEHDIRATTA both are same and one identical person.

Name Change
I, MD MOSLEM PIYADA (old name) S/O ERSOD PIYADA Presently residing at Vill-Kahgra, Paschim Para, PS-Jibantala, Baruipur-743376 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOSLEM PIYADA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. MD MOSLEM PIYADA and MOSLEM PIYADA both are same and one identical person.

Name Change
I, TAHIR AHMED SHEIKH (old name) S/O SK MATIN AHMED Presently residing at Vill-Toralpur, PO-Mundalika, PS-Jangipara, Hooghly Rural, Pin-712404 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SK TAHIR AHMED, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. TAHIR AHMED SHEIKH and SK TAHIR AHMED both are same and one identical person.

Name Change
I, MAJIT SEKH (old name) S/O HABIL SK Presently residing at Vill: Santipur Satbhai Para, PO & PS- Santipur, Ranaghat- 741404 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)MAJIT ALI SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. MAJIT SEKH and MAJIT ALI SK both are same and one identical person.

Name Change
I, NITOO DIWAN (old name) W/O SUBHASH AGARWAL Presently residing at 16/C, S.N. Chatterjee Road, Behala, Kolkata-700034 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NITU AGARWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. NITOO DIWAN and NITU AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change
I, ALOCK DAS (old name) S/O SUDHIR DAS Presently residing at Madhya Kalikapur, Barasat, Pin-700124 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ALOKE DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. ALOCK DAS and ALOKE DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, ANANDA CHANDRA ROY (old name) S/O Late Gobinda Roy Presently residing at 69/34, Barui Para Lane, PO- Alambazar, PS- Baranagar, Dist-24 Pgs(N), Kolkata-700035 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)ANANDA ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/07/2023. ANANDA CHANDRA ROY and ANANDA ROY both are same and one identical person.

Name Change
I, NETAI MOHANTO (old name) S/O PROVASH MOHANTA Presently residing at NIVEDITA PALLY ROAD, PO- NOAPARA BARASAT PS- BARASAT, North 24 Parganas, 700125 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)NETAI MAHANTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. NETAI MOHANTO and NETAI MAHANTA both are same and one identical person.

Name Change
I, NAZAR MOHAMMAD (old name) S/O GUL MOHAMMAD Presently residing at 258, Circus Avenue, PO-Circus Avenue, Kolkata-700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZAR MOHAMMED, vide an affidavit sworn before the 1st class judicial magistrate at Alipore court on 24/07/2023. NAZAR MOHAMMAD and NAZAR MOHAMMED both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Dhirendra Kumar, S/o Sitab Lal Singh, R/o 1/B, Nepali Colony, Bokaro Steel City, Bokaro, Marafari Colony, Jharkhand-827012, on behalf of my son Vaibhav Kumar, which is wrongly spelled as Vabhav Kumar in his school record has changed via affidavit at Alipore Judicial Court. Hence, Vaibhav Kumar & Vabhav Kumar is the same and identical person.

Name Change
I, SEKH KHARBAN (old name) S/O SK ISRAFIL Presently residing at Vill-Miyabag, PO- Mirgoda, PS-Ramnagar, Dist-East Medinipur, Pin-721446 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK KHORBAN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. SEKH KHARBAN and SK KHORBAN both are same and one identical person.

Name Change
I, RAHUL KHATTRY S/O-RAJKUMAR KHATTRY residing at 22/1, Block C, PO-Bangur Avenue, PS-Lake Town, bidhannagar- 700055 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name ISHAN KHATTRY instead of ISHAN KAHTTRY, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. ISHAN KHATTRY and ISHAN KAHTTRY both are same and one identical person.

Name Change
I, SAMPA THAPA (old name) W/O WILLIAM SEBASTIAN Presently residing at 4A, Tiljala Lane, PS-Tiljala, Kolkata- 700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAMPA SEBASTIAN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. SAMPA THAPA and SHAMPA SEBASTIAN both are same and one identical person.

Name Change
I, MUNSI NUR ISLAM (old name) S/O SEKH ABDUL LATIF Presently residing at Vill-Munsi Para, Uttar Gazipur, PO-Machibhanga, PS- Kashipur, Dist-(S) 24 Pgs-700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH NURISLAM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. MUNSI NUR ISLAM and SEKH NURISLAM both are same and one identical person.

Name Change
I, SK HASNEABAD (old name) S/O SK ABUL HOSSEN Presently residing at Vill & PO- Simulia, PS-Tamluk, East Medinipur, Pin-721649 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK HASNA ABAD, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. SK HASNEABAD and SK HASNA ABAD both are same and one identical person.

Name Change
I, NRIPENDRA CHANDRA GHOSH alias NRIPENDRA CH GHOSH (old name) S/O NALINI KANTA GHOSH Presently residing at Uttar Krishna Pally, English Bazar, Malda-732101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NRIPENDRA NATH GHOSH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. NRIPENDRA CHANDRA GHOSH, NRIPENDRA CH GHOSH and NRIPENDRA NATH GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I, FATIMA BIBI (old name) W/O Mohammad Salahuddin D/O Abdul Hai Presently residing at 12H/2, Aga Mehdi Street, kolkata:- 700016, PO & PS - Park Street West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FARZANA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. FATIMA BIBI and FARZANA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Kamal (old name) S/O Mohammad Nasir Presently residing at 12H/2, Aga Mehdi Street, kolkata:-700016, PO & PS -Park Street West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD SALAHUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. Md Kamal and MOHAMMAD SALAHUDDIN both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Rizvi (old name) S/O Md Karim Presently residing at 5A, Hare krishna konar Road. PO-Entally. PS-Taltala. Kolkata-700014 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SARMAD KARIM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/07/2023. Md Rizvi and MD SARMAD KARIM both are same and one identical person.

পূর্ব রেল মালদা ডিভিশন তার বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটাতে ছাদে সোলার প্যানেল লাগিয়েছে

কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ পূর্ব রেল হল ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি জোনাল রেলওয়ে যা শক্তি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিশাল পদক্ষেপ নিয়েছে। 'নেট জিরো কার্বন নিঃসরণ রেলওয়ে হওয়ার প্রয়াসে, পূর্ব রেলওয়ে মালদা বিভাগ সৌর শক্তির উপর জোর দিয়ে কার্বনাইজেশন এবং সবুজ শক্তি ব্যবহারের জন্য বহুমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক পূর্ব রেলওয়ে দক্ষ নির্দেশনায় এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক মালদা, শ্রী বিকাশ চৌবের নেতৃত্বে, মালদা বিভাগ সৌর শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন স্টেশনের শক্তির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে কাজ করছে। এটি অর্জনের জন্য, মালদা বিভাগের বৈদ্যুতিক বিভাগ দ্বারা সুলতানগঞ্জ ও বারহারওয়া স্টেশনগুলির প্রতিটিতে ১০ কিলোওয়াট, মালদা টাউন স্টেশনে ৩০০ কিলোওয়াট এবং গৌড় মালদা স্টেশনে ৩০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে যাতে রেল স্টেশনগুলির শক্তির প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট সৌর শক্তি উৎপন্ন করা যায়। ০৫ টি স্টেশনে আরও ৩৩০ কিলোওয়াট চালু করার কাজ চলছে এবং ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চালু করা সোলার প্ল্যান্টের পাশাপাশি, মালদা বিভাগ বিদ্যুতের খরচে যথেষ্ট সাশ্রয় করবে। বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা এবং প্রতিদিন প্রায় ১১৮২ ইউনিট শক্তি উৎপাদন করে। এই মেগা উদ্যোগগুলির সাথে, মালদা বিভাগ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাথে হাত মিলিয়েছে এবং একটি নেটজিরো কার্বন নির্গমন সংস্থা হওয়ার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য পূরণের দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক নজরদারি ও নিরাপত্তা নিয়ে হাই এন্ড ওয়ার্কশপ

দুর্গাপুর, ২৪ জুলাই ঃ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক নজরদারি ও নিরাপত্তা নিয়ে হাই এন্ড ওয়ার্কশপ (কার্যশালা) সিএসআইআর-সিএমইআরআই দুর্গাপুর একটি ডিএসটি-এসইআরবি ভারত সরকার স্পনসরকৃত কার্যশালা (হাই এন্ড ওয়ার্কশপ) এর উদ্বোধন করেছে। যার শিরোনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক নজরদারি এবং নিরাপত্তা ত্বরান্বিত সহযোগিতামূলক জননিরাপত্তা। ডাঃ এন সি মুর্মু, ডিরেক্টর, সিএসআইআর- সিএমইআরআই এবং সিএসআইআর- সিএমইআরআই, দুর্গাপুরের অন্যান্য সিনিয়র বিজ্ঞানীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং কর্মশালা সম্পর্কে তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেন। কর্মশালার প্রধান অতিথি, আইআইটি যোধপুরের পরিচালক প্রফেসর সান্তনু চৌধুরী এআই- এর গুরুত্ব এবং গবেষণা সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন। স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি দের অংশগ্রহণে কর্মশালা প্রোগ্রামটি ২২-২৯ জুলাই, ২০২৩-এর মধ্যে পরিচালিত হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে গবেষণা, একাডেমিয়া এবং শিল্পের বক্তা এবং অনুশীলনকারীদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আবারও জ্বলল স্কুল, প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন মেইতেইরা! মণিপুর ইস্যুতে উত্তাল সংসদ

ইম্ফল, ২৪ জুলাই ঃ আবার হিংসা মণিপুরে। চুরাচাঁদপুরে জ্বালানো হল স্কুল। ওদিকে জঙ্গি হুমকি পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরের পড়শি রাজ্য মিজোরাম থেকেও শুরু হয়েছে মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের 'দেশত্যাগ'। এই পরিস্থিতিতে মিজোরাম সরকার মেইতেইদের সম্পূর্ণ সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে। প্রায় হাজার থেকে দু' হাজার মেইতেই মিজোরামের আইজল সহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেন। বহু বছর ধরেই তাঁরা মিজোরামে আছেন। এখন মণিপুরে হিংসা ছড়াতেই সেই আঁচ এসে লেগেছে মিজোরামে বসবাসকারী মেইতেইদের গায়েও। এদিকে, এদিন সংসদের অধিবেশন শুরু। অধিবেশনের শুরুতেই মণিপুরের ইস্যুতে উত্তাল হল সংসদ। মণিপুর ইস্যুতে তপ্ত লোকসভা-রাজ্যসভা, সংসদের উভয় কক্ষ-ই। ওদিকে, এদিন অধিবেশন শুরুর আগে মণিপুর ইস্যুতে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি দাবি করে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। উল্লেখ্য, মণিপুর ইস্যুতে এদিন I.N.D.I.A জোটের বৈঠক ডেকেছেন রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। প্রসঙ্গত, হিংসাদীর্ণ মণিপুরে একের পর এক বিভীষিকার ছবি সামনে আসছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীর আশি বছরের বৃদ্ধা স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। এটি মণিপুরের কাকচিং জেলার সেরউ গ্রামের ঘটনা। ওদিকে পূর্ব ইম্ফলে ২১ জুলাই একটি এফআইআর হয়েছে। সেখানে এক ১৮ বছরের তরুণী অভিযোগ করেছেন, তাঁকে গণধর্ষণ করেছে কালো পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী ৪ যুবক। কিন্তু তাঁর পরের কথাগুলি আরও মারাত্মক। ওই তরুণী পুলিসকে জানিয়েছেন, তাঁকে অপহরণ করে মহিলাদের একটি দল। তারপর তাঁকে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্রধারী ওই ৪ যুবকের হাতে। এর পাশাপাশি ঘরে ঢুকে ২ বোনকে গণধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ সামনে এসেছে ইম্ফলে। নির্যাতিতাদের বাবার অভিযোগ, ৪ মে ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত, ঘটনার ৮০ দিন পরেও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিস। ওদিকে, মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার এক লোকালয়ে একটি বাড়ির বাঁশের বেড়ার মাথায় উদ্ধার হয়েছে একটি কাটা মুণ্ডু। বাঁশের বেড়ার মাথায় টাঙানো ছিল কাটা মুণ্ডুটি। ঘটনার বীভৎসতা ও নৃশংসতা চমকে দিয়েছে সবাইকে। এই ভিডিয়োটিও ভাইরাল। এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠছে সবাই। যে-ব্যক্তির কাটা মুণ্ডু পাওয়া গিয়েছে, তাঁকে শনাক্তও করা গিয়েছে। তিনি কুকি সম্প্রদায়-ভুক্ত। প্রসঙ্গত, মণিপুরের ২ মহিলাকে গণধর্ষণ ও তাঁদের নগ্ন হাঁটানোর ভিডিয়ো সামনে আসতেই তোলপাড় হয় দেশ। ৪ মে মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় এই ঘটনা ঘটে। ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দেশজুড়ে। দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি ওঠে। বিরোধীদের ক্রমাগত দাবির মুখে শেষপর্যন্ত মণিপুর ইস্যুতে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। ভাইরাল ভিডিয়োকাণ্ডে কড়া বিবৃতি দেন। দোষীদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না। আইন আইনের পথে চলবে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, এতদিনে সেই ন্যক্কারজনক ঘটনায় ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাও ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর। ওই দুই নির্যাতিতার মধ্যে একজন কার্গিল যোদ্ধার স্ত্রী বলেও জানা গিয়েছে। সংরক্ষণের দাবিতে আজকে প্রায় ৩ মাস ধরে মেইতেই ও কুকিদের মধ্যে জাতি হিংসার কারণে উত্তপ্ত মণিপুর। সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন মেইতেইরা। এই মেইতেইরা মণিপুরের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী। মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মেইতেই। মূলত ইম্ফল উপত্যকায় বাস মেইতেইদের। ওদিকে কুকি ও জো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা থাকেন পাহাড়ি অঞ্চলে। মেইতেইদের সংরক্ষণের অধিকার দাবির বিরোধিতা করেছে কুকিরা। কারণ, মেইতেইরা সংরক্ষণের আওতায় এলে তাঁরা বনে প্রবেশে অগ্রাধিকার পেয়ে যাবে। এই নিয়ে গত ৩ মে প্রথম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তারপর থেকেই অশান্তির আগুনে পুড়ছে মণিপুর।

আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে তালগোরিয়া এবং বোকারো এন কেবিনিন আদ্রা ডিভিশনের মধ্যে নতুন লাইন (ডাবলিং) নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকনন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিযন্ত্রিত করা হবে। **ট্রেন বাতিল-** ১) ১৩৫০৩/১৩৫০৪ বর্ধমান- হাতিয়া- বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস, ২৫.০৭.২০২৩ থেকে ২৮.০৭.২০২৩ পর্যন্ত শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ২) ১৩৩১৯ / ১৩৩২০ দুমকা- রাঁচি- দুমকা এক্সপ্রেস, ২৫.০৭.২০২৩ থেকে ২৮.০৭.২০২৩ পর্যন্ত শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি ৩। ১৮০১৯ / ১৮০২০ ঝাড়গ্রাম- ধানবাদ- ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস, ২৫.০৭.২০২৩ থেকে ২৮.০৭.২০২৩ পর্যন্ত শুরু হওয়া যাত্রা বোকারো স্টিল সিটি থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ট্রেনের ডাইভারশ। ৪) ১৩৩৫১ ধানবাদ- আলাপ্পুঝা এক্সপ্রেস, ২৫.০৭.২০২৩ থেকে ২৮.০৭.২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা শুরু চন্দ্রপুরা - বরকাকানা- মুড়ি হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে। ৫) ১৮৬২৮/ ১৮৬২৭ রাঁচি- হাওড়া- রাঁচি এক্সপ্রেস, ২৫.০৭.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা কোটশিলা- পুরুলিয়া-চান্ডিল- টাটানগর- খড়গপুর হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৬) ১২৩৬৫ / ১২৩৬৬ পাটনা- রাঁচি-পাটনা জন শতাব্দী এক্সপ্রেস, ২৫.০৭.২০২৩ থেকে ২৮.০৭.২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা শুরু চন্দ্রপুরা- বরকাকানা -মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৭) ১২৮০১/১২৮০২ পুরী- নয়াদিল্লি- পুরী এক্সপ্রেস যাত্রা ২৪.০৭.২০২৩ থেকে ২৭.০৭.২০২৩ পর্যন্ত পুরুলিয়া- আনারা- ভোজুডিহ- খানুদিহ- গোমোহ হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে। ৮) ১২৮১৮ আনন্দ বিহার- হাতিয়া এক্সপ্রেস, ২৪.০৭.২০২৩ এবং ২৭.০৭.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা চন্দ্রপুরা-বরকাকানা - মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৯) ০২৮৩২ ভুবনেশ্বর- ধানবাদ স্পেশাল, ২৭.০৭.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা মুড়ি- বরকাকানা -চন্দ্রপুরা হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে। ১০) ০২৮৩১ ধানবাদ- ভুবনেশ্বর স্পেশাল, ২৮.০৭.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা চন্দ্রপুরা- বরকাকানা- মুড়ি হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে। এটি ২২.০৭.২০২৩ তারিখে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

বিপর্যস্ত মুম্বই, রায়গড়-সহ ৬টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

মুম্বই, ২৪ জুলাই ঃ বৃষ্টি থামছেই না মহারাষ্ট্রে, বরং বৃষ্টি দাপট একটু একটু করে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের রায়গড়-সহ ৬টি জেলায়। মহারাষ্ট্রের রায়গড়, সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরি, পুণে, কোলহাপুর ও সাতারা জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে আগামী ২৭ জুন পর্যন্ত।

মণিপুরের দিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ২৪ জুলাই ঃ মণিপুরে বিরাজমান আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় মণিপুরের খংসাং স্টেশনে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বহনকারী একটি মালবাহী ট্রেন চালানো হয়েছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে মণিপুরকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ করার যে প্রতিশ্রুতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দিয়েছিল তা পূরণ করা হয়েছে। মণিপুর সরকারের অনুরোধে বিশেষ বিবেচনা হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ওয়াগনের পিচমিল রি-বুকিং ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী মালবাহী ট্রেনটিতে ১১টি ওয়াগন ছিল। মণিপুরের জনগণের জন্য ধুপগুড়ি থেকে ০২ ওয়াগন আলু, আজারা থেকে ০৩ ওয়াগন চিনি, নিউ গুয়াহাটি থেকে ০৬ ওয়াগন এফএমসিজি সামগ্রী লোড করা হয়। লোড করা এই সামগ্রীগুলি মণিপুরের খংসাঙে প্রেরণ করা হয়। জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০২২ সালে এই স্টেশনটি চালু করা হয়েছিল। সামগ্রী বোঝাই এই মালবাহী ট্রেনটি খংসাং স্টেশনে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন. বিরেন সিং, মন্ত্রী (পিডব্লুডি ও ওয়াইএএস) শ্রী গোবিন্দাস কনথৌজাম, মন্ত্রী (জল সম্পদ ও ত্রাণ ও ডিএম) শ্রী আওয়াংবৌ নিউমাই, মন্ত্রী (পরিবহণ ও ভিইটি. ও এএইচ) শ্রী খাসিম বাসুম এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়। রেলওয়ের মাধ্যমে সামগ্রী বুক করার জন্য মণিপুর ভিত্তিক ব্যবসায়ীদের সাহায্যের হাত এগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন মার্কেটিং ইন্সপেক্টরকে ইম্ফলে বিশেষভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে।

বাল গঙ্গাধর তিলক-র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন পূর্ব রেলে

কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ আজাদী কা অমৃত মহোৎসব পালনের অংশ হিসেবে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে পূর্ব রেলের সদর দফতরে। শ্রী অশোক মহেশ্বরী, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পূর্ব রেল শ্রী বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এ উপলক্ষে শ্রীমতী ড. জরিনা ফিরদৌসি, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার পূর্ব রেল এবং অন্যান্য প্রিন্সিপাল অফিসাররাও শ্রী বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তাঁর বিদ্যুতায়িত স্লোগান দিয়ে স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা পাব লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ভারতীয় জনগণকে আলোড়িত করেছিলেন এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণের শ্বাস নিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক এক বছর আগে, লোকমান্য তিলক এমন একটি ভারতে বেড়ে ওঠেন যেটি হতাশাগ্রস্ত এবং বিষণ্ণ ছিল, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে হতাশা ও নিরাশার ঘূর্ণিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যখন কিছু লোক আশা হারাচ্ছিল, অন্যরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে ব্রিটিশরা এখন একটি নতুন পাতা ঘুরিয়েছে এবং ভাল কাজ করতে শুরু করেছে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি মুদ্রা অর্জন করেছিল যে ভারতের জনগণ এখনও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল না কারণ তারা নিজেদের শাসন করতে জানে না। সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থীরা যুক্তি দিযে ছিলেন যে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উন্নতি ভারতীযদের একটি ভাল সরকার দিতে শুরু করেছে। পরাজযবাদ এবং উন্মত্ততার এই পরিবেশেই লোকমান্য তিলক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তথাকথিত ভাল সরকার স্বশাসনের বিকল্প নয়।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হল জীবন্তি বাজারের ৯ টি দোকান, মালিকের বিরুদ্ধে ২৩ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৪ জুলাই ঃ জীবন্তি বাজারে ভেঙেফেলা হল নয়টি অবৈধ নির্মিত দোকান। এলাকায় শান্তি - শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জীবন্তি বাজারে ছিল ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। কান্দি থানার নেতৃত্বে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। কান্দি মহকুমা ভরতপুর এবং বড়ঞার পর এবার মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার জীবন্তি বাজারে ভাঙা হলো অবৈধ নির্মাণ। জানা গিয়েছে, পূর্ত দপ্তরের জায়গায় তৈরি হয়েছিল ৯ টি দোকান ঘর। হাইকোর্টের নির্দেশে সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় সেই দোকান ঘরগুলির ভাঙার কাজ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও কান্দি থানার আই সি, বিডিও সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রসঙ্গত জীবন্তি বাজারে ৩৪১৬ , ৩৪১৭ এবং ৩৪১৮ দাগের মোট ২০ শতক জায়গার মধ্যে নয় শতক জাগার উপর ২০২২ সালের মে মাসে প্রথম মামলা করেছিলেন সুভাশীষ চন্দ্র। সেই মামলার ভিত্তিতে হাইকোর্ট থেকে দোকান ঘরগুলো ভেঙে ফেলার প্রথম অর্ডার হয়েছিল। যদিও এই অর্ডারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন মানুয়ার সেখ, হাওয়াজ আলি সহ নয়জন দোকানদার। এরপর হাইকোর্টের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। তদন্তের পর ২০২৩ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখ ভাঙার নির্দেশ হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত ঘোষণা হওয়ায় পর পর্যাপ্ত পরিমাণে ফোর্স না থাকায় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে ১৪ তারিখের অর্ডারের ভিত্তিতেই সোমবার জীবন্তি বাজারের নয়টি অবৈধ দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে জীবন্তি বাজারের ভেঙে ফেলা ৯ টি দোকানদারদের হয়ে মানুয়ার সেখ বলেন আমরা ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দিয়ে সুভাশীষ চন্দ্র, আলাইচাঁদ সেখসহ পাঁচ জনের কাছে ২০১৬ সালে জায়গা কিনে ব্যবসা করি। অথচ তারা আমাদের সঙ্গে কাগজ কলমে বেইমানী করে পেটের ভাত কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের সংসার চলবে কী করে! আমরা খাব কী? যদিও সুভাশীষ চন্দ্রের দাবী আমি তো ওদের কাছে টাকা নিইনি, কাকে টাকা দিয়েছে বলতে পারব না। যাদেরকে টাকা দিয়েছে তাদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করে নিক। আমার কাগজ অনুযায়ী নিজের জায়গা ফিরে পেয়েছি, হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি।

লোকাল ট্রেনে দেরির প্রতিবাদে খড়গপুর শাখায় রেল অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২৪ জুলাই ঃ নিত্যদিন দেরি করে লোকাল ট্রেন। তার প্রতিবাদে রেল অবরোধ স্থানীয়দের। সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে দিনে খড়গপুরের ভোগপুর স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ হয়। তার জেরে ব্যাহত রেল পরিষেবা। অবরোধের জেরে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়েছে একের পর এক লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। সোমবার সকালে ঘটেছে প্রায় ৮ টা ২০। অফিস যাতায়াতকারীদের ভিড় স্টেশনে। আচমকাই রেল অবরোধ। স্টেশনে পৌঁছেও দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। রেললাইনে নেমে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। জনতার অভিযোগ, নিত্যদিন দেরি করে লোকাল ট্রেন। তার ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। রেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সমস্যা সমাধান করতে হবে বলেও দাবি তাঁদের। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে একটানা চলে রেল অবরোধ। তার জেরে একাধিক স্টেশনে আটকে পড়ে বহু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা। তবে রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ উঠে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

একটানা ১৮ দিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ সামিল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ জুলাই ঃ দিনহাটার ভেটাগুড়ির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাই স্কুল গত ৬ জুলাই থেকে একদিকে ভোটের কারণে অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ওই স্কুলে থাকায় বন্ধ রয়েছে স্কুল। একটানা ১৮ দিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা সোমবার পথ অবরোধ করলো।

দিনহাটা কোচবিহার রাজ্য সড়কের ভেটাগুড়ি লালবাহাদুর শাস্ত্রী হাই স্কুলের সামনেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ করলে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সমস্যায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানান, গত ১৮ দিনেরও বেশি সময় ধরে স্কুল বন্ধ রয়েছে। ভোটের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও স্কুলে রয়েছে। যার ফলে স্কুল বন্ধ। আমাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। এই নিয়ে প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। আমরা পড়াশোনা করতে পারছি না, সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা এখনো পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষার সিলেবাস পর্যন্ত জানানো হয়নি। প্রশাসন যদি অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আমরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত কুমার রায়, পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী কবে স্কুল ছাড়বে সেটা পুলিশ ও প্রশাসন উভয়পক্ষই কেউ সঠিক ভাবে জানাতে পারেনি। যার জন্য স্কুল বন্ধ থাকায় ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন। স্কুল বন্ধের নির্দেশ পেয়েছিলাম কিন্তু স্কুল খোলার এখনো কোনো নির্দেশ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

ভার্নোবাড়ি চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ, চলছে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাসিমারা, ২৪ জুলাই ঃ ডুয়ার্সের ভার্নোবাড়ি চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা । সোমবার সকাল থেকে বাগানের শ্রমিকরা কাজে না গিয়ে একাধিক দাবিতে ফ্যাক্টরি গেটের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। কাজ বন্ধ করে ধর্ণায় বসেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও চা গাছে কীটনাশক ছেঁটানোর দায়িত্বে থাকা শ্রমিকদের মজুরি থেকে বাগান কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে পাঁচ টাকা করে মজুরি কেটে নিচ্ছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, শ্রমিকরা অসুস্থ হলে সঠিকভাবে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। এসব নানা অভিযোগ তুলে এদিন আন্দোলনে নামেন তাঁরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা। সমস্যা সমাধানে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বধূকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ২৪ জুলাই ঃ বাড়ির অমতে প্রতিবেশীর মেয়েকে বিয়ে করেছিল এক যুবক। আর সেই থেকেই বধূকে দেখতে পারত না শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। তার শেষ পরিণতি হল মৃত্যু। সোমবার সকালে শ্বশুর বাড়িতে বধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানা এলাকায়। পুলিশ খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনাটি ঘটে খড়গ্রাম থানার ভাটকান্দা গ্রামে। যদিও বধূর বাবার বাড়ির লোকেরা অভিযোগ, তাদের মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খড়গ্রাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বধূর নাম হাসিনা খাতুন (১৯)। বাবার বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি একই (ভাটকান্দা) গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ভাটকান্দা গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল এই গ্রামের এই যুবক জিতারুল শেখের সাথে হাসিনা খাতুনের। জিতারুল বর্তমানে সৌদি আরবে কর্মরত। গৃহবধূ হাসিনা খাতুন শ্বশুর বাড়িতেই থাকতো। স্বামী না থাকার জন্য এবং পারিবারিক কারণে প্রায় মারধর করা হতো হাসিনা কে। অপরদিকে গৃহবধূর মা মঞ্জেরা বিবি জানিয়েছেন, এক বছর আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হলেও বিয়ের পর আর একদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে ওরা আমার মেয়েকে আসতে দেয়নি। যখনই বলেছি মেয়েকে আনার কথা তখনই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়ের উপর অত্যাচার করেছে। আমার মেয়ে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছে। দুদিন আগেই আমার মেয়ে জেদ ধরেছিল আমার বাড়িতে আসবে। শ্বশুর বাড়ির লোকেদের কাছে অনুমতি চাইতেই ওর উপরে অত্যাচার মারধর শুরু হয়। আমরা খবর পাই মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। আমাদের ধারণা মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দেখতে না পারার জন্যই মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওদের সকলের বিচার চায়।

শ্রাবণ মাসের সোমবার শিলিগুড়ির জঙ্গলি বাবা মন্দিরে ভক্তদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই ঃ শুরু হয়েছে শ্রাবণ মাস শিবের মাথায় জল ঢালতে বাঙালির প্রথম সোমবারে ভিড় করতে শুরু করেছেন পুণ্যার্থীরা। এদিন এমনি দৃশ্য ধরা পড়ল আমাদের ক্যামেরায় শিলিগুড়ি লাগুয়া বাগডোগরার জংলিবাবা মন্দিরে। এদিন বনাঞ্চলের ভিতর মন্দির হওয়ায় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের ভেতরে প্রবেশের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে মন্দিরে ভিড় করেছেন বিভিন্ন গ্রামের ও শহরের মানুষ। দূর দুরান্ত থেকে পুজো দিতে আসছে। সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন দাঁড়িয়ে পুজো দিচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। এই মন্দির ১৯৬২ সালে থেকে পুজো করা হচ্ছে। এই মন্দির মূল দায়িত্বে রয়েছে ব্যাংকডুবি সেনাবাহিনীর জাওয়ানরা। বনাঞ্চল হওয়ায় বনদপ্তরের দায়িত্বে। আর প্রতিনিয়ত এই জঙ্গলে হাতি যাতায়াতের আনাগোনা রয়েছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় বনকর্মীদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ও মন্দিরের পূজারীরা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এ বছর বনদপ্তর জনপ্রতি ২০ টাকা ও বাইক পার্কিংয়ের জন্য ২০ টাকা নেওয়া হচ্ছে কেন। এটাই প্রশ্ন করছে সাধারণ মানুষ কারণ মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে কোন টিকিট কাটতে হয় না সাধারণ মানুষকে। কারণ সেটির দায়িত্ব রয়েছে সেনা বাহিনীর হাতে। তবে বনদপ্তর কেন প্রবেশের সময় টিকিট কেটে প্রবেশ করাচ্ছেন। সেই বিষয় বনদপ্তরের আধিকারিকদের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি রীতিমতো বাগডোগরা পুলিশ প্রশাসন ও ট্রাফিক গার্ডেন অফিসাররা দায়িত্ব পালন করছেন। পুজো ঘিরে রীতিমতো মেলার উৎসব তৈরি হয়েছে। মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বসেছে ছোট মেলা। অন্যদিকে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের খাওয়ানো হচ্ছে খিচুড়ি প্রসাদ।

চ্যানেল মারফত জলঢাললেন পুণ্যার্থীরা, পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই ঃ মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে গত রবিবার থেকে ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে গর্ভ গৃহে প্রবেশ নিষেধ

করা হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে চ্যানেল মারফত পাইপ দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর সেই দৃশ্য জয়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হবে। সেই অনুযায়ী রবিবার থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে আদালতের নির্দেশে এই ব্যবস্থায় অনেকেই খুশি পুণ্যার্থীরা। তারা জানিয়েছেন এই ব্যবস্থার ফলে ভিড় অনেকটাই কম হচ্ছে। তাড়াতাড়ি জল ঢালা যাচ্ছে মন্দিরে। তাছাড়া জল যে শিব লিঙ্গে পৌঁছাচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। এদিকে এই ব্যবস্থার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টিকিট কাউন্টার। ফলে টিকিটের ভেদাভেদ অনেকটাই এড়ানো গেছে বলে জানা গেছে। রবিবার থেকে এই পদ্ধতি চালু হওয়ায় পুলিশি নিরাপত্তায় বিষয়টিও বেশ জোরদার করা হয়েছে। মন্দির চত্বর সহ, পুকুর, পার্কিং, রাস্তা সমস্ত জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সোমবার সকালে সমস্ত বিষয় দেখতে আসেন জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গনপত খাণ্ডবাহালে।

চলে গেলেন সহজিয়া বাউল

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব , ২৪ জুলাই ঃ জয়দেব কেন্দুলির কদমখণ্ডির ঘাটের কাছে মনের মানুষ আখড়ার সাধন দাস বৈরাগ্য চলে গেলেন না ফেরার দেশে। পূর্ব বর্ধমানের আশ্রমে রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

কয়েক মাস ধরে ক্যানসার রোগে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর। রেখে গেলেন দেশ বিদেশে পাঁচশর অধিক শিষ্য ও শিষ্যা। তিনি বলতেন, আমরা ধর্মাধর্ম কিছু মানি না। আমরা শুধু মানি প্রেমানন্দ। আমরা শুধু আনন্দে ভাসতে চাই। জয়দেব কেন্দুলির মেলাকে বলতেন, মিলন মেলা, মহা সমুদ্র। এখানে কোনো ধর্ম নেতা, জাতি নেই। শুধু আনঃদ আর প্রেম। উল্লেখ্য, বীরভূমের বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত অজয় নদীর ধারে জয়দেব কেন্দুলি গ্রাম। এখানেই সাধন দাস বৈরাগ্যের 'মনের মানুষ আখড়া'। জানা গেছে, সাধন দাস বৈরাগ্য জাপানে যাওয়ার পর, মাকি কাজুমা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। তাঁর কাছেই বাউল গান শেখেন। সুন্দর বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে দেশ ছাড়া হন। ঘর ছেড়ে বর্ধমানের আশ্রমে থাকেন কাজুমা। মাঝে মধ্যে গুরুজীর 'মনের মানুষ' আখড়ায় আসতেন। মেলার সময় থাকতেন এই আখড়ায়।

উত্তর পূর্ব রেলের জালনা-ছাপড়া-জালনা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, গোরক্ষপুর, ২৪ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে রেল প্রশাসন ০৭৬৫১ / ০৭৬৫২ জালনা-ছাপড়া- জালনা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের চলমান সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৭৬৫১ জালনা- ছাপড়া সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন প্রতি বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত জালনা থেকে চলবে এবং ০৭৬৫২ ছাপড়া-জালনা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ছাপড়া থেকে চলবে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে। ০৭৬৫১ জালনা-ছাপড়া সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি বুধবার ২৩.৩০ টায় জালনা ছাড়বে। প্রাক্তন আওরঙ্গাবাদ ০০.২০ টায়, মনমাদ ০৪.২০ টায়, ভুসাভাল ০৬.৪০ টায়, খান্ডোয়া ০৬.৪০ টায়, খান্ডোয়া ০৫.০৮ টায় পৌঁছাবে।

শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আয়োজিত হলো বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। জল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। সোমবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত

ছিলেন PHE, সেচ ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারীকেরা। মূলতঃ শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে একটি বড় প্রকল্প নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। তার পাশাপাশি এই পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আর কি কি করনীয় রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে শিলিগুড়ি শহরবাসী। পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। কোনো কোনো ওয়ার্ডে জল পৌঁছায় না কোথাও বা খুব কম সময় জল সরবরাহ হয়। সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই বৈঠক হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসডি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসএনটি/এসডিএইচ/০৬, তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৩। ডেপুটি সিপিএম/এস অ্যান্ড টি/কিএইউ/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ই-টেন্ডার নং ঃ ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএইচ-০৪-২৩-২৪। কাজের নাম ও তার অবস্থান ঃ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে এবিএসএস কাজের অন্তর্ভুক্ত এসডিএইচ, ডিডিজে, বিপি, এনএইচ, কেওয়াইবিএই, কেএলওয়াইজি, কেএনজে, এসটিবি, বিটিওয়াই, বিপিসি, জিইউএ, সিডিপি, বিএনজে, সিজি, এসপিআর, এমএমজি ও বিটি-তে এস অ্যান্ড টি ইনস্টলমেন্ট অপসারণের কাজ ও টিকেএনআর-এ ৩য় লাইনের (কমন লুপ) কাজ সম্পর্কিত ঠাকুরনগর (টিকেএনআর) স্টেশনে সিগন্যালিং (সম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ আরডিএসও/এসপিএন/১৯২/২০১৯ অনুসারে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম)-এর কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১২,২৮,৬৬,১৩৪.৯৬ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা ঃ ৭,৬৪,৩০০ টাকা। কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ১২ মাস। টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৩। টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ ১৭.০৮.২০২৩ দুপুর ২টা। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৮.২০২৩ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দুটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। আর্থিক যোগ্যতামান ঃ টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসায়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। অনুরূপ কাজ ঃ প্যানেল ইন্টারলকিং কাজ সম্পর্কিত (ইন্ডোর বা ইন্ডোর আউটডোর)/রুট রিলে ইন্টারলকিং সম্পর্কিত (ইন্ডোর বা ইন্ডোর আউটডোর)/ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সম্পর্কিত (ইন্ডোর বা ইন্ডোর আউটডোর) যে কোন কাজ বা আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত মান অনুযায়ী নির্মিত, আলোচ্য টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যায়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-121/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ই-মেলঃ info@ltspiritualworld.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tspiritualworld.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী
১ম ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন ২০২৩	পূর্বেকার ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ ২০২৩ পূর্বেকার বছর (দ্রষ্টব্য নোট নং. ২)	চলতি ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন ২০২২	বছর শেষে ৩১ মার্চ ২০২৩
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	০.১৮০	০.১৮০	-	০.১৮০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৮.৯৫৬)	(৩.৭২৭)	(৮.৩৯৮)	(১৮.২৪৬)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৮.৯৫৬)	(৩.৭২৭)	(৮.৩৯৮)	(১৮.২৪৬)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৮.৯৫৬)	(৩.৭২৭)	(৮.৩৯৮)	(১৮.২৪৬)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৮.৯৫৬)	(৩.৭২৭)	(৮.৩৯৮)	(১৮.২৪৬)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	(১৮২৭.৩৬৫)
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর সমাপ্ত ছাড়া) মূল ও মিশ্র	(০.০৪৫)	(০.০১৯)	(০.০৪২)	(০.০৯১)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে- www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.tspiritualworld.com।
২. ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ রাশি, সামঞ্জস্যপূর্ন রাশি পূর্ন আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ এবং বছর থেকে তারিখ নিরীক্ষিত রাশি তৃতীয় ত্রৈমাসিক রাশি পর্যন্ত আর্থিক বছরে ২০২২-২৩।

বোর্ডের আদেশানুসারে
টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রনভাট
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.: 06716666

তারিখ ঃ ২৪ জুলাই, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/103/010/2023-24/R
Name of the Work : **Renovation of cement concrete road from A/38 to A/32 East Rajapur in Ward no. 103**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 3,54,361.97**; Earnest Money : **Rs. 7,200.00**; Period of Completion : **90 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/103/007/2023-24/R
Name of the Work : **Desilting of underground drain at Rash Moni Bagan, Santoshpur Avenue, Lake West 4th, 3rd Road & surrounding area in Ward no. 103**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,31,779.27**; Earnest Money : **Rs. 2,700.00**; Period of Completion : **90 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/111/006/2023-24/R
Name of the Work : **Replacement of broken underground sewer at Bidhanpally from premises no. 152 to 148 in Ward no. 111, Borough-XI**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,04,274.84**; Earnest Money : **Rs. 2,200.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3); The Tender will opened on : **10.08.2023** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/35/15/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Resetting of kerb stone and channel at Kavi Sukanta Sarani, K.G. Bose Sarani, Beliaghata Main Road and different places in Ward no. 35**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,63,997.00**; Earnest Money : **Rs. 9,500.00**; Period of Completion : **40 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **07.08.2023 before 12 noon**; Date and Time of opening of Bid : **09.08.2023 after 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**;

(2) NIT No.: KMC/EE-III/35/16/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Repairs to road surfaces by laying hot asphaltum at Haramohon Ghosh Lane, Rakhal Ghosh Lane and different places in Ward no. 35**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,46,845.00**; Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **40 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE-III/13/7/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of road surface at 1, 3, Canal East Road in Ward no. 13 disturbed by Reliance Jio**; Estimated Cost : **Rs. 1,52,734.00**; Earnest Money : **Rs. 3,500.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) NIT No.: KMC/EE-III/13/7/23-24/B (1st Call)
Name of the Work : **Renovation of bustee sanitary latrine at 17/H/21 U.M. Road, 8/2/H/54, 5/1 G. D. G. Lane and different places in Ward no. 13**; Estimated Cost : **Rs. 2,93,300.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(5) NIT No.: KMC/EE-III/13/8/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of passage at 63, B. N. Road, 17/15/5, 17/49, 17/47 J. D. Lane, 2, G. D. G. Lane and different places in Ward no. 13 disturbed by CESC**; Estimated Cost : **Rs. 1,99,099.00**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **03.08.2023 upto 12 noon** (for Sl. no. 2 to 5); Date and Time of opening of Tender : **05.08.2023 after 12 noon** (for Sl. no. 2 to 5); The bid forms and other details shall be available on and from **26.07.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 2 to 5);

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/XIV/127/002/23-24/PARK (1st Call)
Name of the Work : **Regular maintenance of KMC Jagadish Park, Sakuntala Park, Shyamali Park, Godhuli Park, Milan Tirtha Park, Satin Sen Park, Sanhati Park, Gouri Goura Park, Battala Park, Oxytown Park in Ward no. 127**; Estimated Cost : **Rs. 4,96,755.88** (including CESS); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **02.08.2023 upto 11 a.m.**; Tender will be opened on : **04.08.2023 at 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **25.07.2023 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/014/23-24/PARK
Name of the Work : **Regular maintenance of KMC Parks at Pragati Sisu Uddayan, Rabindra Kanan & Purbayan Park in Ward no. 142**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,293.60**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **180 Days**; Last Date of submission of Bid : **03.08.2023 at 12 noon**; The Tender will be opened on : **05.08.2023 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **26.07.2023 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/017/006/2023-2024
Name of the Work : **Repairs to sewerage system and road side channel at 10A Abinash Mitra Lane, Nayan Chand Dutta Street and others in Ward no. 17, Borough-II**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,54,999.52**; Earnest Money : **Rs. 7,100.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/017/008/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Repairing of sewer line, SIP, catch pit etc. at different bustee at 44D Masjid Bari Street and others bustee in Ward no. 17**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,47,770.27**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/018/06/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Repairing of bustee previes at 22 Masjid Bari Street, 3/1/1A Ram Chand Ghosh Lane, 16 Aurobinda Sarani & others bustees in Ward no. 18**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,666.90**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/018/07/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Repairing of bustee IPS and paver block surface at 388 Rabindra Sarani, 12/1 Ram Chand Ghosh Lane, 26 Tarak Chatterjee Lane and others in Ward no. 18**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,169.08**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/018/05/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Repairing of bustee collapsed sewer at 26 Tarak Chatterjee Lane, 19 Masjid Bari Street and 476 Rabindra Sarani in Ward no. 18**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,853.12**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/015/10/2023-2024
Name of the Work : **Repairing of sewer line along with CP, SIP and GP at 246 APC Road, 103/1 RD Street, NBM Road, Simla Road etc. in Ward no. 15**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,08,943.62**; Earnest Money : **Rs. 4,200.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/015/09/2023-2024
Name of the Work : **Relaying of channel raising/lowering of PIT covers at Kalipalit Lane, Munshi Para Lane, Simla Road, Gouri Bari Lane, R. D. Street, Badridas Temple Sreet etc. in Ward no. 15**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,51,844.36**; Earnest Money : **Rs. 3,100.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/08/2023-2024
Name of the Work : **Relaying of channel, raising/lowering of pit covers at Ahiritola Street, Natherbagan Lane and Street, Beniatola Street, MD Road etc. in Ward no. 19**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,26,147.37**; Earnest Money : **Rs. 2,600.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/06/2023-2024
Name of the Work : **Restoration of IPS & paver block footpath/passages at B. K. Pal Avenue, Sovabazar Street, Anandakhan Lane, Sitala Lane, Rabindra Sarani, Harodhol Lane & others in Ward no. 19**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,34,599.69**; Earnest Money : **Rs. 4,700.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2023 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 9); Bid will be opened on : **10.08.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 9); The bid forms and other details will be available on and from **25.07.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 9).

The Executive Engineer (Civil)/Borough-X, KMC invites percentage rate tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: EEC/BX/099/012/2023-2024/R
Name of the Work : **Improvement of asphaltum road by laying new kerb and channel stone and by laying hot asphaltum mix near premises no. 91/1 Raipur Road in Ward no. 99, Borough-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 1,80,716.90**; Earnest Money : **Rs. 3,650.00**; Time of Completion : **60 Days**;

(2) NIT No.: EEC/BX/100/009/2023-2024/R
Name of the Work : **Maintenance of asphaltum road at 18A, 8/1/1, 16B, 17A/1 Naktala Road etc. in Ward no. 100, Borough-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,80,412.51**; Earnest Money : **Rs. 5,610.00**; Time of Completion : **45 Days**;

(3) NIT No.: EEC/BX/100/014/2023-2024/R
Name of the Work : **Maintenance of asphaltum road at 1/268, 1/187, 1/205, 1/189 Naktala Road, 24/1C, 20/5 B. G. Bye Lane, different puja pandel etc. in Ward no. 100, Borough-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,88,643.14**; Earnest Money : **Rs. 5,780.00**; Time of Completion : **90 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **07.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3); Date and Time of Opening of Bid : **09.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **26.07.2023 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

477/23-24

আবরার আহমেদের স্পিনে কুপোকাত লঙ্কানরা

কলম্বো, ২৪ জুলাইঃ ক্রিকেটে অনেক সময় বলা হয়, কোনও টিমকে তাদের দেশের মাটিতে চাপে ফেলা কঠিন। কিন্তু বাবর আজমের পাকিস্তানের শ্রীলঙ্কা সফর দেখলে তা হয়তো অনেকেই বলবেন না। গল টেস্ট জয়ের আত্মবিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে আজ, ২৪ জুলাই বাবর আজমের পাকিস্তান কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নেমেছে। এই কলম্বো টেস্টে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লঙ্কান অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে। প্রথম দিনই লঙ্কানদের চাপে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানের বোলাররা। পাক তারকা পেসার নাসিম শাহ ও স্পিনার আবরার আহমেদের দাপটে প্রথম দিনই ১৬৬ রানে গুটিয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা। জানলে অবাক হবেন, লঙ্কানদের নাকানিচোবানি খাওয়ানো তরুণ বোলার আবরার আহমেদ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ষষ্ঠ ম্যাচে খেলছেন। পাকিস্তানের হয়ে ১৪ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ ৩ উইকেট নেন নাসিম শাহ। আর ২০.৪ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ ৪ উইকেট নেন আবরার আহমেদ।

স্বপ্ন ছিল সাদা জার্সিতে সেঞ্চুরি, হাফসেঞ্চুরি করব ঈশান কিশান

ত্রিনিদাদ, ২৪ জুলাইঃ যে কোনও ক্রিকেটার স্বপ্ন দেখেন সাদা জার্সি গায়ে চাপিয়ে দেশের হয়ে খেলার। এ বারের ক্যারিবিয়ান সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২ টেস্টে ভারতীয় দলে তিন ক্রিকেটারের অভিষেক হয়েছে। ডমিনিকায় টেস্টে অভিষেক

হয়েছিল যশস্বী জয়সওয়াল ও ঈশান কিষাণের। আর তারপর ত্রিনিদাদ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ায় ডেবিউ হয় মুকেশ কুমারের। অভিষেক টেস্টে ব্যাট হাতে নজর কাড়তে পারেননি টিম ইন্ডিয়ার তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার ঈশান কিষাণ। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পেরেছেন। ৩৩ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ঈশান। প্রথম টেস্ট হাফসেঞ্চুরির পর কী বললেন ঈশান? আইপিএলের মঞ্চে ঈশান কিষাণের অনেক নাম হয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে অনেক ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন তিনি। ডমিনিকায় তাঁর টেস্টে খেলার স্বপ্নপূরণ হয়েছে। কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম হাফসেঞ্চুরি করার পর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ঈশান বলেন, ''আমার বরাবরের স্বপ্ন ছিল সাদা জার্সিতে সেঞ্চুরি, হাফসেঞ্চুরি করব। বিধ্বংসী ব্যাট করব। সেই স্বপ্ন আজ কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। আমার পরিবারকে ধন্যবাদ সব সময় আমার পাশে থাকার জন্য। যে জায়গায় পৌঁছেছি, তার জন্য ওরা আমাকে সব সময় সমর্থন করেছে।'' দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ বলে ৫২ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন ঈশান কিষাণ। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ বার পঞ্চম দিনে ঈশানকে ভালো করে কিপিং করতে হবে। তিনি নিজেও তেমনটাই মনে করেন। উইকেটের পিছন থেকে তিনি বোলারদের প্রতিনিয়ত কোন লাইন, লেন্থে বল করা দরকার তা বলতে থাকেন। এই নিয়ে ঈশান বলেন, ''আমাদের দলে বেশ কিছু সিনিয়র প্লেয়ার রয়েছে। ওরা পরামর্শ দেয় বোলারদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালো ব্যাট করছে। একটা পার্টনারশিপ হয়ে গেলে চাপ হতে পারে। আমাদের দ্রুত উইকেট নিতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ দিনের পিচে আমাদের টার্গেট ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেশি রান করে ওদের ছেড়ে দেওয়া। আমাদের বোলাররা প্রথম ইনিংসে ভালো বোলিং করেছে। ওদের উপর ভরসা আছে।'' উল্লেখ্য, পোর্ট অব স্পেনে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩৬৫ রানের টার্গেট দিয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। চতুর্থ দিনের শেষ অবধি ২টি উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের ম্যাচ জিতে সিরিজ ড্র করার জন্য শেষ দিনে তুলতে হবে ২৮৯ রান। আর ভারতের সিরিজ জয়ের জন্য চাই ৮ উইকেট।

গোলকিপারের ভুলে ইস্টবেঙ্গলে জয়ের 'দীপ' জ্বলল না

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৪ জুলাইঃ এমন একটা ফ্রি-কিক যে কোনও ফুটবলপ্রেমীকে মুগ্ধ করতে পারে। শেষ মুহূর্তে তিন পয়েন্ট মিস হলে! তখন যে কারও অস্বস্তি হতে বাধ্য। ইস্টবেঙ্গল শিবিরেও তাই হল। নিশ্চিত তিন পয়েন্টের সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষ মুহূর্তে একটা ভুলে নষ্ট হল ২ পয়েন্ট। এ বারের কলকাতা লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশনে ড্র দিয়ে শুরু হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। এরপর টানা দুটি জয়। আবারও ড্র। ম্যাচের শুরু থেকেই কার্যত সমানে সমানে টক্কর। দু-দলের বল পজেশনেও খুব একটা পার্থক্য ছিল না। রেড কার্ডে একজন কমে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। একই পরিণতি হয় বিএসএস স্পোর্টিংয়েরও। এত মিলের মধ্যে অমিল নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে। বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। সুযোগ দারুণ কাজে লাগায় লাল-হলুদ। ডান পায়ের লো ফ্রি-কিক। অনবদ্য গোল দীপ সাহার। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে কার্যত জয়ের দীপ জ্বলছিল। কিন্তু লিড থাকল না। আট মিনিট অ্যাডেড টাইম দিয়েছিলেন রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অ্যাডেড টাইমের শেষ মুহূর্তেই ছন্দপতন ইস্টবেঙ্গলের। বল নিয়ে গোলের দিকে এগোচ্ছিলেন সৌরভ সেন। ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার নিশাদ বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বল ধরতে পারেননি। ডিফেন্ডার উন্নিকৃষ্ণণ ভেবেছিলেন গোলকিপার বল ধরে নেবে। সে কারণেই ট্যাকলে যাননি। কিন্তু এমনটা না হওয়ায়

চাপ বাড়ে। ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। উন্নিকৃষ্ণণ কাছাকাছি থাকলেও সৌরভের সহজ গোল। এক পয়েন্ট নিশ্চিত হয় বিএসএসের। আট মিনিট অ্যাডেড টাইম দিয়েছিলেন রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অ্যাডেড টাইমের শেষ মুহূর্তেই ছন্দপতন ইস্টবেঙ্গলের। বল নিয়ে গোলের দিকে এগোচ্ছিলেন সৌরভ সেন। ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার নিশাদ বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বল ধরতে পারেননি। ডিফেন্ডার উন্নিকৃষ্ণণ ভেবেছিলেন গোলকিপার বল ধরে নেবে। সে কারণেই ট্যাকলে যাননি। কিন্তু এমনটা না হওয়ায় চাপ বাড়ে। ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। উন্নিকৃষ্ণণ কাছাকাছি থাকলেও সৌরভের সহজ গোল। ইস্টবেঙ্গল গোলকিপারের ভুল আউটিংয়েই পয়েন্ট নষ্ট। লিগের অন্য ম্যাচে, পাঠচক্রকে ৪-১'র বড় ব্যবধানে হারাল পিয়ারলেস। তাদের হয়ে দুটি করে গোল করেন কার্লোস ও ডোনাল্ড। পাঠচক্রর হয়ে একমাত্র গোল সাহিলের।

মহিলা বিশ্বকাপ

'অনাকাঙ্ক্ষিত' রেকর্ড থেকে মুক্তির অপেক্ষা বাড়ল আর্জেন্টিনার মেয়েদের

অকল্যান্ড, ২৪ জুলাইঃ এবারের আগে তিনবার ফিফা মহিলা বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে আর্জেন্টিনা। জয় নেই একটিও। বিব্রতকর এই রেকর্ডে মেক্সিকোও আছে আর্জেন্টিনার সঙ্গে। তবে এবারের আসরে মেক্সিকো খেলছে না। আর্জেন্টিনার সামনে প্রথম জয় তুলে অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড থেকে বের হওয়ার সুযোগ যেমন আছে, তেমনি এবারও জয় না পেলেও রেকর্ডটা এককভাবে নিজেদের নামের পাশে বসে যাওয়ার ঝুঁকিও আছে। প্রথম ম্যাচের পর আপাতত ঝুঁকির দিকেই হেলেছে আর্জেন্টিনা মহিলা দল। বিশ্বকাপে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইতালির কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে আর্জেন্টিনা। ৮৬ মিনিটে ইতালির হয়ে জয়সূচক গোল করেন ক্রিস্টিনা

গিরেল্লি। বিশ্বকাপে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেতে এখনো দুটি সুযোগ আছে আর্জেন্টিনার। 'জি' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ সুইডেন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এরই মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে সুইডেন। আজ অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে আর্জেন্টিনা-ইতালি ম্যাচে ফেভারিট ছিল ইউরোপীয় দলটিই। আর্জেন্টিনার মতো ইতালিও চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৬ নম্বরে থাকা ইতালিকে 'জি' গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের একটি ধরা হচ্ছে। তবে আর্জেন্টাইনদের বিপক্ষে গোল পেতে হিমশিম খেতে হয়েছে তাদের। প্রথমার্ধে দুবার বল জালে জড়ালেও দুটিই অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোলটি আসে বদলি নামা গিরেল্লির মাথা হয়ে। ডান পাশ থেকে বোয়াতিনের উঁচু করে বাড়ানো বল গোলমুখে লাফিয়ে মাপা হেডে জালে জড়ান জুভেন্তাসে খেলা গিরেল্লি। ৩৩ বছর বয়সি এই স্ট্রাইকার গোলের ৪ মিনিট আগে বদলি নেমেছিলেন। আর্জেন্টিনাও অবশ্য সম্ভাবনা জাগিয়েছিল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ২৮ নম্বরে থাকা দলটি বেশ কয়েকবার হানা দেয় ইতালি রক্ষণে। যার সবশেষটি ছিল ৯৩ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে। কোনাকুনি জায়গা থেকে নেওয়া বোনসেগুন্দোর শটটি রুখে দেন ইতালির কানতোর। শেষ পর্যন্ত হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় লিওনেল মেসির দেশের মেয়েদের। আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচ আগামী বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

ওয়াসিম জাফরের প্রশ্ন

জসপ্রীত বুমরাকে কি আগের মতোই গতি, ফিটনেস থাকবে?

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলইঃ ভারতের সিনিয়র ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরা সেই ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মাঠের বাইরে রয়েছেন। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছেন বুমরা। দিন কয়েক আগেই বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে মেডিকেল আপডেটে জানানো

হয়েছিল, সুস্থতার শেষ পর্যায়ে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। গত কয়েকদিন ধরে নেটে নিয়মিত বোলিং করছেন বুমরা। টিম ইন্ডিয়ার বুমরার কামব্যাকের অপেক্ষায় ক্রিকেট প্রেমীরা। কবে আসবে সেই দিন? এরই মাঝে ভারতের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রশ্ন তুলে দিলেন, বুমরা যখনই ২২ গজে ফিরুন না কেন, তাঁকে কি আগের মতো ছন্দে দেখা যাবে? দীর্ঘদিনের চোট সারিয়ে ফের ২২ গজে ফিরেই আগের মেজাজে কি বুমরাকে দেখা যাবে? এই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বুমরার অনুপস্থিতি কতটা টের পাচ্ছে ভারত সেই নিয়ে বলেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''ভারতের বোলিং আক্রমণের অন্যতম সেরা অস্ত্র জসপ্রীত বুমরা। আমি মনে করি ওডিআই বিশ্বকাপে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। এটা বলতেই হবে যে, ডেথ ওভারে ওকে সবাই মিস করেছে। আমরা প্রায় পুরো বছরটাই ওকে খেলতে দেখতে পেলাম না।'' ওয়াসিম জাফর আরও বলেন, ''ওকে ২২ গজে ফিরতে হলে আগের মতো ফিটনেস নিয়েই ফিরতে হবে। আগের মতোই ও এখন বল করতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে একটা সন্দেহ রয়েছে। আগের মতোই গতি কি থাকবে ওর?'' ওয়াসিম জাফর মনে করেন, সব ফর্ম্যাটেই টিম ইন্ডিয়ার বুমরাকে প্রয়োজন। একইসঙ্গে ওয়াসিম জাফর জানান, সব ঠিকঠাক থাকলে আর বুমরার ২২ গজে প্রত্যাবর্তন হলে এ বারের বিশ্বকাপে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোলার হতে চলেছেন। বিশ্বকাপে ভারতের বোলিং বিভাগের নেতৃত্ব দেবেন বুমরা। এমনটাই মনে করছেন ওয়াসিম জাফর। এ বার দেখার কবে ২২ গজে বুম বুম বুমরার প্রত্যাবর্তন হয়।

আজই বাগানের নতুন জার্সির উন্মোচন, থাকছে চমক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতেই বাগান জনতাকে সুখবর দিয়েছিলেন ইনভেস্টর প্রধান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। নতুন মরসুম থেকেই নতুন নামে রেজিস্ট্রেশন হয় সবুজ-মেরুনের। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নামে এ বার থেকে খেলতে দেখা যাবে শুভাশিস বসু, দিমিত্রি পেত্রাতোসদের। নতুন মরসুমে ভালো ফলের জন্য এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। এএফসি কাপে এ বার ভালো ফল করতে চায় মোহনবাগান। আগস্টেই এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে নামবে সবুজ-মেরুন। তাই জোরকদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন বাগান ফুটবলাররা। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেসন কামিন্সও যোগ দিয়েছেন দলের অনুশীলনে। কোচ হুয়ান ফেরান্দো অনুশীলনে খামতি রাখতে নারাজ। ডুরান্ড কাপের সঙ্গেই রয়েছে এএফসি কাপের ম্যাচ। এরপরই আইএসএল। তবে সবুজ-মেরুনের লক্ষ্য এখন এএফসিতেই। রিজার্ভ দলও কলকাতা লিগে বেশ ভালো পারফর্ম করছে। সুহেল ভাট, ফারদিন আলি মোল্লরা ক্রমশ নিজেদের মেলে ধরছেন। মঙ্গলবার মোহনবাগানের নতুন মরসুমের জার্সি উন্মোচন হবে। আলিপুরে ইনভেস্টরের অফিসেই সবুজ-

মেরুনের নতুন মরসুমের জার্সি উন্মোচন হবে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট লোগো উন্মোচনের পর সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যায়। এ বার নয়া জার্সি ঘিরেও রয়েছে অনেক আগ্রহ। সবুজ-মেরুন জার্সিতেও থাকছে বিশেষ চমক। মঙ্গলবার দুপুরেই সেই জার্সি উন্মোচন হবে। বেশ জাকজমক ভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মোহনবাগানের ফুটবলাররাও থাকবেন ওই জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে। কয়েক মাস আগেই কলকাতায় আইপিএলের ম্যাচ খেলতে এসেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। সেই দলেরও কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। মোহনবাগানের আইএসএল জয়কে সম্মান জানিয়ে ইডেনে সবুজ-মেরুন জার্সিতে মাঠে নেমেছিল লখনউয়ের ক্রিকেটাররা। আলিপুরে আরপিএসজি অফিসেই লখনউয়ের সেই জার্সি উন্মোচন হয়েছিল। ইডেনে কেকেআর-লখনউ ম্যাচে অধিকাংশই চলে গিয়েছিল লখনউয়ের দখলে। সবুজ-মেরুন জার্সিতে সে দিন মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন বাগান সমর্থকরাও। নতুন মরসুমে মোহনবাগানের জার্সি ঘিরেও যে সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মায়ামিতে মেসিদের সঙ্গে কি এবার সুয়ারেজের পুনর্মিলন

ফ্লোরিডা, ২৪ জুলাইঃ কয়েক দিন পর থেকে ইন্টার মায়ামিকে 'মিনি বার্সা' না বলে হয়তো 'বার্সার মায়ামি শাখা' বলেই ডাকবেন কেউ কেউ। মায়ামির জার্সিতে লিওনেল মেসি-সের্হিও বুসকেতসের একই দিনে অভিষেক হয়ে গেছে। তাঁরা মাঠে নামার আগেই দলে পেয়ে গেছেন বার্সেলোনার আরেক প্রাক্তন সতীর্থ জর্দি আলবাকে। ক্লাবটির কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বার্সেলোনারই প্রাক্তন কোচ জেরার্দো টাটা মার্তিনো। শোনা যাচ্ছে, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। এবার দলবদলের বাজারে জোর গুঞ্জন, লুইস সুয়ারেজও যোগ দিচ্ছেন মায়ামিতে। সেটা হলে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিকে তো নির্দ্বিধায় 'বার্সার মায়ামি শাখা' ডাকাই যায়! ৩৬ বছর বয়সি সুয়ারেজ এখন খেলছেন ব্রাজিলের ক্লাব গ্রেমিওতে। মেসি-বুসকেতসদের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনীর সম্ভাবনার খবর দিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ত। এদিকে ইন্টার মায়ামিও গতকাল ঘোষণা করেছে, একজন অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়কে দলে টানতে এমএলএসের আরেক ক্লাব সান হোসে আর্থকোয়াকসের কাছ থেকে একটি নতুন স্লট কিনেছে। মায়ামি সেই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ না করলেও স্পোর্তের খবর অনুযায়ী তিনি যে সুয়ারেজ, সেটা এক রকম নিশ্চিত। ২ বছরের চুক্তিতে গ্রেমিওতে এসেছেন সুয়ারেজ। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর। তবে স্পোর্তের প্রতিবেদন বলছে, আবার মেসির সতীর্থ হতে পারস্পরিক সমঝোতায় গ্রেমিওর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে চান সুয়ারেজ। মায়ামিতে যোগ দিতে গ্রেমিওতে এ বছর আয় করা সব টাকা ফেরত দিতেও নাকি রাজি উরুগুইয়ান। শুধু তা-ই নয়, মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় দে। বছর আগেই গ্রেমিও ছেড়ে গেলে ক্লাবটির যে আর্থিক ক্ষতি হবে, সেটাও নিজ পকেট থেকে পরিশোধ করতে চান। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে দলে বিদেশি ফুটবলারদের সংখ্যা নিয়ে ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আলাদা। এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী, সেখানে একটি ক্লাব সর্বোচ্চ ৮ জন বিদেশি ফুটবলার স্কোয়াডে রাখতে পারবে। তবে টাকার বিনিময়ে অন্য ক্লাব থেকে অতিরিক্ত স্লট কেনা যায়।

এমএলএসের প্রতিটি ক্লাবকে কিছু টাকা রেখে দিতে হয়, যা ক্লাবগুলো খেলোয়াড় কেনা ও বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। এমএলএসে এই টাকাকে বলা হয় সাধারণ বরাদ্দ করা অর্থ। এই নিয়মেই সুয়ারেজকে দলে আনতে সান হোসে আর্থকোয়াকসের কাছ থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারে নতুন স্লট কিনেছে ইন্টার মায়ামি। এই মুহূর্তে ইন্টার মায়ামির স্কোয়াড ৩২ জনের। এর মধ্যে ২২ জনই বিদেশি খেলোয়াড়। তার মানে, অতিরিক্ত বিদেশি খেলোয়াড় দলে নিতে ১৪টি স্লট কিনতে হয়েছে ইন্টার মায়ামিকে। নিয়ম অনুযায়ী, যে ক্লাব অতিরিক্ত স্লট কেনে, সেই ক্লাব বেশি বিদেশিকে দলে রাখতে পারে। আর যে ক্লাব স্লট বিক্রি করে, সে ক্লাব কম বিদেশিকে রাখতে পারে। সুয়ারেজের জন্য মায়ামি নতুন স্লট কেনায় সান হোসে আর্থকোয়াকসের দলে একজন বিদেশি কম রাখতে পারবে। মেসির অভিষেকের আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জয়হীন ছিল ইন্টার মায়ামি। পরশু মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে লিগস কাপে মেসির শেষ মুহূর্তের গোলেই জয়ের খরা কাটিয়েছে মায়ামি। এবার সুয়ারেজকে এনে আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী করতে চাইছে ডেভিড বেকহামের ক্লাব।

রিয়াল সমর্থক নাদালের চোখে মেসি রোনাল্ডোর চেয়ে এগিয়ে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাফায়েল নাদাল দারুণ ফুটবলপ্রেমী, এটা কে না জানেন। স্পেনের টেনিস তারকা সুযোগ পেলেই ফুটবল দেখেন। সে কারণেই কি না, ফুটবল নিয়ে বিভিন্ন সময় অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে হয় তাঁকে। চোটের কারণে টেনিস থেকে বাইরে আছেন। খেলা হয়নি উইম্বলডন। ২২ গ্র্যান্ড স্লাম বিজয়ী নাদাল ছুটি কাটাতে গ্রিসে গিয়েই মুখোমুখি হলেন ফুটবল নিয়ে প্রশ্নের। ভক্তরা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন ফুটবলের সেই চিরকালীন বিতর্ক নিয়ে-মেসি না রোনাল্ডো, কে সেরা! একই বিতর্ক তো টেনিসেও আছে। টেনিসের সর্বকালের সেরা কে? রাজার ফেজেরার, নোভাক জকোভিচ নাকি রাফায়েল নাদাল? কিছুদিন আগেপর্যন্তও এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিলেন ফেডেরার। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে, সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম! তবে নাদাল ও জকোভিচ ফেডেরারকে ছাড়িয়ে গেছেন সাম্প্রতিক বছরগুলোয়। এখন তো জকোভিচ এগিয়ে গেছেন সবার চেয়েই। ২৩টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক এখন এই সার্ব তারকা। ফেডেরার জিতেছেন ২০টি, নাদাল ২২টি। ফেডেরার অবসরে গেছেন। লড়াইটা এখন জারি আছে জকোভিচ ও নাদালের মধ্যে। গ্রিসে ভক্তদের প্রশ্নে নাদালের সহজ স্বীকারোক্তি, ''আমার দৃষ্টিতে মেসি রোনাল্ডোর চেয়ে এগিয়ে। তবে আমি কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক।'' রোনাল্ডো একসময় রিয়ালে খেলতেন, মেসি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনায়।

তবে ক্লাব সমর্থনের বাইরে গিয়ে যে শুধু খেলোয়াড়ি নৈপুণ্যের নিরিখে জবাব দিয়েছেন, সেটি বোঝাতেই নিজের রিয়াল সমর্থক পরিচয়ের অবতারণা নাদালের। মেসি আর রোনাল্ডোকে খুব কাছ থেকেই দেখেছেন নাদাল। তবে রিয়াল মাদ্রিদের ভক্ত হিসেবে মানসিক দিক দিয়ে মেসির বিপরীতেই থাকতে হয়েছে টেনিসের অন্যতম সেরা তারকাকে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে হয়েছে, মেসি যেন রিয়ালের বিপক্ষে নিজের মতো করে খেলতে না পারেন। তিনি নিজে রিয়ালের সমর্থক হতে পারেন, তবে নাদালের সঙ্গে বার্সেলোনারও যোগ রয়েছে। সবাই জানেন, নাদালের কাকা মিগুয়েল আনহেল নাদাল নব্বইয়ের দশকে বার্সেলোনার খেলোয়াড় ছিলেন।

আনহেল নাদাল ছিলেন ইয়োহান ক্রুইফের অধীনে বার্সার সেই বিখ্যাত 'ড্রিম টিম'-এর অংশ, যে দলকে 'বিস্ট অব বার্সেলোনা' বলা হয়। স্পেনের হয়েও ৬২ ম্যাচ খেলেছেন আনহেল নাদাল। বার্সেলোনার জার্সিতে খেলেছেন ২০০ ম্যাচ। খেলেছেন জন্মশহরের ক্লাব মায়োর্কার হয়েও।

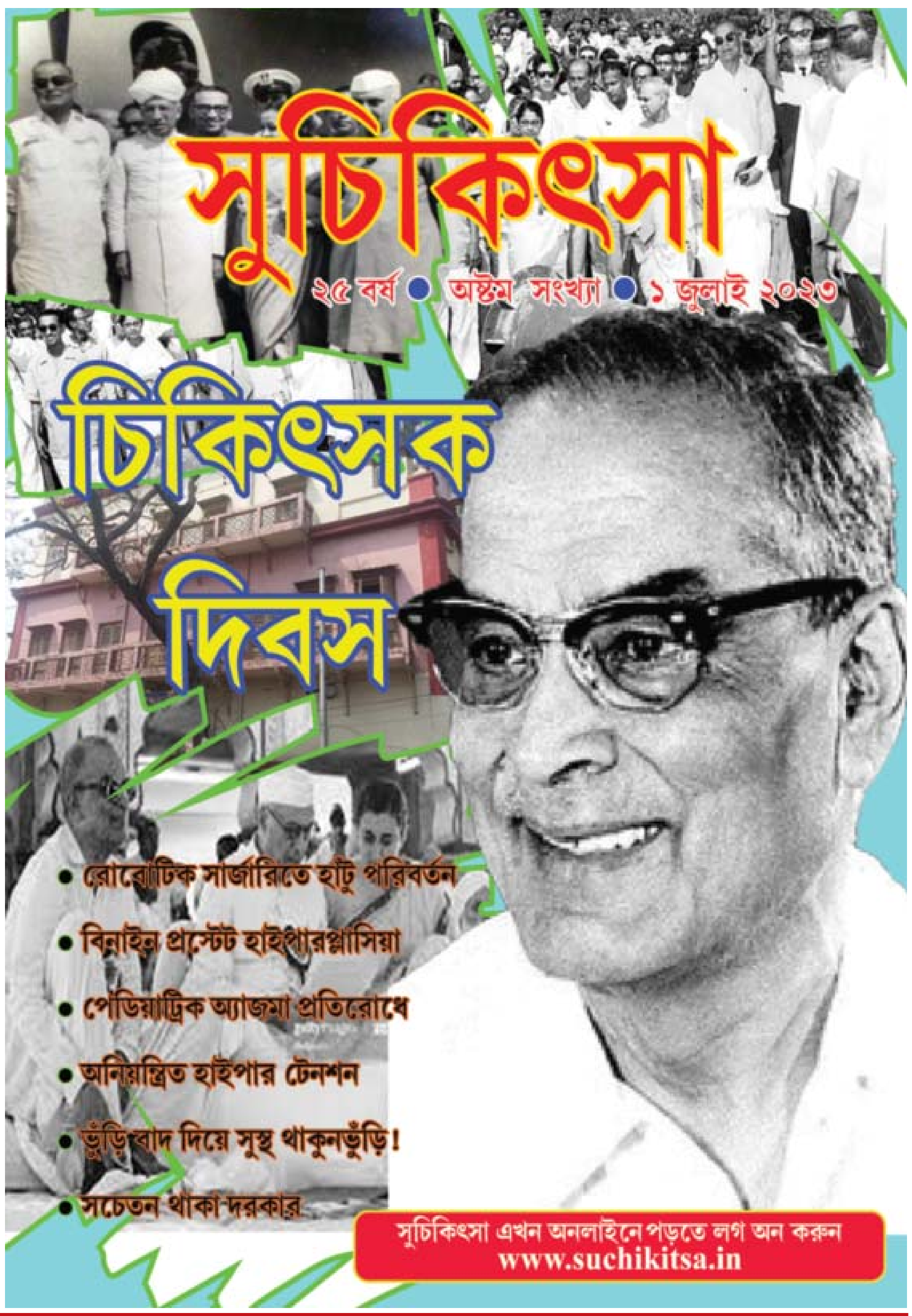

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501